উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৪,২৯৪.৯৬ (-১৯.৬৩)
নিফটি : ২৩,৩৪৬.৪০ (+৭৫.৮০)

যুবির গুরুমন্ত্র ফাঁস অভিষেকের
সিরিজ সেরা ভারত ১৩

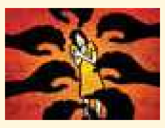

দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৪°	২৫°	২৩°	২৩°

১ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 19 September 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 123

মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে কমিশন। আমরা মাথানত করব না। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছি না।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম মন্দির মানি না, মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা... ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
-শুভেন্দু অধিকারী

শুরুর আগেই শেষ

নন্দীগ্রামে প্রার্থী নেই মমতার, সমর্থন কংগ্রেসকে

নবনীতা মণ্ডল ও প্রিয়জিৎ দাস

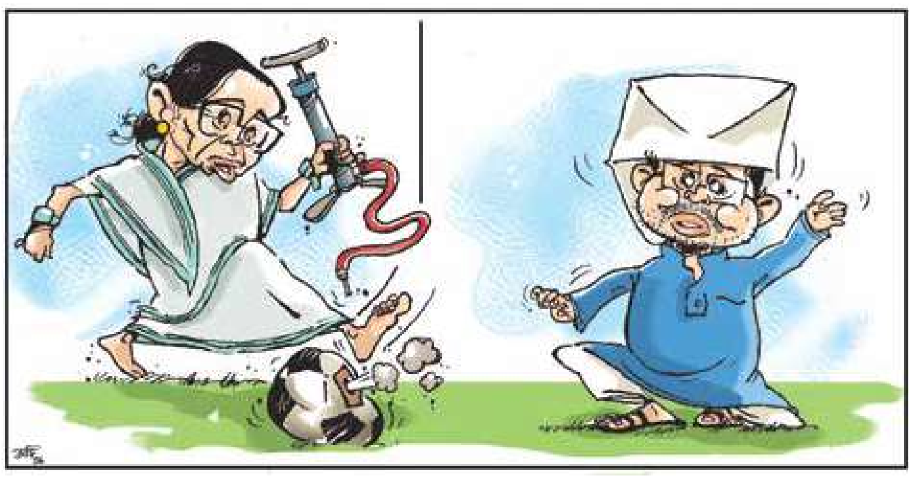

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাম আমলে মার খেয়েছেন কয়েকবার। মহাকরণ থেকে চুলের মুঠি ধরে তাঁকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসে অসম্মানিতও হয়েছেন। কিন্তু জীবনের বড় ধাক্কাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দেওয়ার ২৮ বছর পর। তাঁর নিজের হাতে গড়া দলের নাম ও নিজের হাতে আঁকা জোড়াফুল প্রতীক কেড়ে নিল নির্বাচন কমিশন। সেই ধাক্কায় টালমাটাল মমতা তড়িঘড়ি নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন থেকে দলকে সরিয়ে নিলেন। প্রতীক হাতছাড়া হওয়ায় এদিনই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মমতা। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলায় যুক্ত করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে।

ততক্ষণে অবশ্য আরও এক ধাক্কা লেগেছে তার ওপর। তিনি যাঁকে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন, তিনি সঞ্চিতা প্রধান দে নিজেই সরে দাঁড়ালেন। শুক্রবার হলদিয়ায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। শুধু এতেই নয়, মমতার বিড়ম্বনা সঞ্চিতা আরও বাড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে। দুজনের কী কথা হয়েছে জানা যায়নি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, ওই বৈঠকে চূড়ান্ত হয়ে যায় নির্বাচনি ময়দান থেকে সঞ্চিতার সরে দাঁড়ানো।

একই পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন রেজিনগরে মমতার প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। শেষমেশ রবিউল সরে দাঁড়ালে রেজিনগরেও মমতা কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে একরাতের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় হল তৃণমূলের উভয় শিবিরের। শুক্রবার কমিশন জানিয়ে দিল, আসন্ন উপনির্বাচনে মমতা শিবির লড়বে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামে। প্রতীক হবে 'ফুটবল খেলোয়াড়'।

ঋতব্রত শিবিরের নাম দেওয়া হল 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস।' প্রতীক 'খাম'। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিল 'খাম।' সেটিই তাঁরা পেয়েছেন। নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন তৃণমূল নেত্রীকে ক্ষমতায় এনেছিল। সেই নন্দীগ্রাম একের পর এক ধাক্কা দিচ্ছে তাঁকে। প্রথমে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ২০২৪-এ নন্দীগ্রাম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। শুক্রবার সঞ্চিতার ভোলবদল নন্দীগ্রামে তাঁর আরেক আঘাত।

এরপর নয়ের পাতায়

প্রতীক-যুদ্ধ

- উপনির্বাচনে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ নির্বাচন কমিশনের
- ফুটবলার প্রতীকে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামে লড়তে চায় কালীঘাট শিবির
- ঋতব্রত শিবিরের নাম গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতীক খাম

প্রার্থী-নাটক

- নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা শিবির প্রার্থী করেছিল সঞ্চিতা দে প্রধানকে
- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পর শুক্রবার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন সঞ্চিতা
- বিকেলে ফেসবুক লাইভ করে মমতা জানান, নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করছেন তাঁরা, রেজিনগর নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে
- মমতার ঘোষণার পরই নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেপ্তার
- পুরোনো একটি খুনের মামলায় তাঁকে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ

সাদা চোখে সাদা কথায়

জোড়াফুল ভ্যানিশে একবিন্দুতে শুভেন্দু ও জ্ঞানেশ

গৌতম সরকার

'আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা...।' তবে আজ খেলাটা শুধু ভাঙানোর নয়, ভেঙে দেওয়ারও। অপারেশন লোটাস শুধু দল ভাঙায় না, ভেঙেও দেয়। চিত্রনাট্যটি নিখুঁত। রাজপাটে বসার পর থেকে শুভেন্দু অধিকারীর মুখে বারবার আস্ফালন ছিল- তৃণমূলের নাম-নিশান রাখব না। সেই আস্ফালন কার্যকর হল জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশিকায়। তৃণমূলের না রইল আসল নাম, না থাকল নিশান। নাম ও প্রতীক- দুই-ই চলে গেল নির্বাচন কমিশনের ঠান্ডাঘরে।

'না রহে বাঁশ, না বাজে বাঁশরী...।' মণিহারা ফণী যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনি খেলায় তাঁর অস্তিত্বের প্রতীক 'জোড়াফুল'টাই আর নেই। মমতা ও জোড়াফুল সমার্থক ছিল বাংলায় ভোটের কারবারে। ২৮ বছর আগে নিজের হাতে আঁকা এই প্রতীকটি ছিল তৃণমূল নেত্রীর আবেগের ধন। সেটা শুধু নয়, দলের প্রকৃত নামটাও নির্বাচন কমিশনের সিন্দুকবন্দি করে রেখে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার।

এরপর নয়ের পাতায়

স্বয়ংক্রিয় জরিমানায় সর্বস্বান্ত লরি মালিকরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : জাতীয় সড়কে টোল প্লাজাগুলিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে জরিমানার চক্করে সর্বস্বান্ত হওয়ার জোগাড় যানবাহন মালিকদের। একবার-দু'বার নয়, একই গাড়ি যতবার টোল প্লাজা পারাপার করছে, ততবারই নথিপত্র সংক্রান্ত জরিমানা গুনতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে কারও জরিমানা পৌঁছে গিয়েছে দেড় লক্ষ, কারও দু'লক্ষ, আবার কারও ক্ষেত্রে তিন লক্ষ টাকারও বেশি। রাজ্যের পাশাপাশি তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠি টোল প্লাজাতেও স্বয়ংক্রিয় নথি যাচাই পদ্ধতি চালুর পর জরিমানার চক্করে পড়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার জোগাড় কয়েকশো পণ্যবাহী লরির মালিকদের। কোথা থেকে এই জরিমানা করা হচ্ছে, কেনই বা একই লরিকে বারবার জরিমানা করা হচ্ছে, তার সঠিক উত্তর নেই টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ, এমনকি খোদ আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের কাছেও।

মাস তিনেক আগেও পরিবহণ আইন ভেঙে চলাচলকারী পণ্যবাহী লরি, এমনকি ছোট-বড় যানবাহন আটক করে জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর (এমভিআই)-এর কর্তারা হাতে চালান কেটে নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানা করতেন। সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হত, যাতে গাড়ির মালিকরা সেই জরিমানার টাকা পরিশোধ করতে পারেন।

এরপর নয়ের পাতায়

আজ টিভিতে

বিগ বস রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ বেবি বেবি ও, ১০.১৫ ভিলেন, দুপুর ১.১৫ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.০০ স্বামীর ঘর

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বিন্দাস, দুপুর ২.৩০ প্রতিকার, বিকেল ৫.৩০ বিধিলিপি, রাত ৯.৩০ গ্রেফতার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণা, বেলা ১১.৩০ আসল নকল, দুপুর ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.৩৫ রূপবান, রাত ৮.৩৫ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ১০.৩৫ বৌমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আশীর্বাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০২ বজ্রকায়া, দুপুর ১.৪০ আই, বিকেল ৪.৫৩ বেঙ্গল টাইগার, সন্ধে ৭.২৯ সিংহম এগেইন

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ৯.৪৫ গরম মশালা, দুপুর ১২.৪৫ বীর-জারা, বিকেল ৪.৪৫ গুন্ডে, সন্ধে ৭.৫৯ হঙ্গামা, রাত ১০.৪৫ নাইনটিন টোয়েন্টি লন্ডন

আজ দাদাগিরির মঞ্চে
আপনাদের প্রিয় শিল্পীরা।
রাত ৯.৩০ জি বাংলা

হঙ্গামা সন্ধে ৭.৫৯
স্টার গোল্ড রোমান্স

প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণা
সকাল ৮.৫৫
জি বাংলা সোনার

শরীরে নকশা এঁকে, মালা পরিয়ে বিশ্বকর্মার বাহনকে পুজো করা হচ্ছে। শুক্রবার গরুমারার জঙ্গলে।

কাজে ছুটি, ভালো খাবার কুনকিদের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ সেপ্টেম্বর : জঙ্গলে টহল দেওয়ার বদলে শুক্রবার সকালটা ওদের কেটেছে মূর্তি ও জলঢাকা নদীর জলে। তারপর শরীরে চকের নকশা, সাজসজ্জার পালা। আর তারপর ছিল সাড়ম্বর পুজোর আয়োজন। নৈবেদ্যর মেনুতে ছিল কলা, নারকেল, আখ, আপেল সহ নানান পছন্দের ফল। এভাবেই আর পাঁচটা দিনের থেকে একেবারে আলাদা ধাঁচে বিশ্বকর্মাপুজোর দিনটা কাটল গরুমারার কুনকি হাতিদের।

গরুমারা বনাঞ্চলের ধূপঝোরা, গরুমারা ও মেদলা নজরমিনারের তিন পিলখানায় নিয়ম মেনে আয়োজন হয়েছিল হাতিপুজোর। স্থানীয় বাসিন্দা, বনকর্মী থেকে পর্যটকদের মধ্যেও এ নিয়ে ছিল উৎসাহ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বাহন হাতি। সেই বিশ্বাস থেকেই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে গরুমারায় কুনকি হাতিদের পুজো করা দীর্ঘদিনের প্রথা। সেই রীতি মেনে গরুমারায় ৩২টি কুনকি হাতির পুজো করা হয়। অন্যদিনের মতো এদিন অবশ্য তাদের জঙ্গলে নজরদারির কাজে যেতে হয়নি। সকাল থেকে শুরু হয় বিশেষ আয়োজন। প্রথমে মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর মাহুতরা চক দিয়ে হাতিদের শরীরে নকশা আঁকেন। সাজসজ্জা শেষে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে চলে পুজো।

বিশ্বকর্মাপুজোর এহেন আয়োজন দেখতে মেদলা ও ধূপঝোরার পিলখানায় পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতা থেকে আসা রত্না সরকার বলেন, 'জীবনে প্রথম জীবন্ত হাতির পুজো দেখলাম। এই অভিজ্ঞতা সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।' শুধু কাজ থেকেই ছুটি নয়, বিশ্বকর্মাপুজোয় কুনকিদের ছিল স্বাদবদলের আয়োজন। প্রতিদিন জঙ্গলের ঘাসপাতা খাওয়ার বদলে এদিন তাদের রসনাতৃপ্তি হয় কলা, নারকেল, আপেল দিয়ে। জেনি, হিলারি, ভোলানাথ, কিরণরাজ, কাবেরিরা উৎসাহের সঙ্গে সেরেছে উদরপূর্তি। পছন্দের খাবার পেয়ে তাদের চলাফেরাতেও ধরা পড়ে আনন্দের ছাপ।

এদিন মাহুতদের সাজেও ছিল বিশেষত্ব। মেদলার পিলখানায় ধুতি-পাঞ্জাবি ও মাথায় সাদা গামছা বেঁধে হাতি সংরক্ষণের বার্তা দেন স্থানীয় মাহুত আপন রায়, জয়দেব রায় ও বাবলু রায়রা। তাঁদের কথায়, সারা বছর কুনকি হাতিদের সঙ্গে সময় কাটে। তাই এই বিশেষ দিনে হাতি সংরক্ষণের বার্তা দিতে চাই। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে কুনকি হাতিদের পুজো করার রীতি চলছে। সেই অনুযায়ী এদিন তিন পিলখানায় পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সম্পদ ৮৫টি কুনকি হাতি। এই কুনকি হাতিরাও এদিন পুজো পেয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবীকান্ত ঝা জানান, কুনকি হাতিদের স্নান করিয়ে আখ, কলা খাওয়ানো এবং পুজো করা হয়।

তথ্য সহায়তা : শুভদীপ শর্মা, রহিদুল ইসলাম ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

যাত্রী নেই, খরচ উঠছে না ভিস্টাডোমের

ভাড়া ও সময়সূচি নিয়ে নালিশ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : সামনেই দুর্গাপুজো। অথচ পর্যটন মরশুমের মুখে তীব্র যাত্রীসংকটে ভুগছে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনগামী ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ট্রেনের জ্বালানি খরচ পর্যন্ত উঠছে না বলে দাবি রেলকর্তাদের। ট্রেনের সাধারণ কামরাগুলিতে কিছুটা ভিড় থাকলেও ভিস্টাডোম অধিকাংশ কোচ প্রায় ফাঁকা থাকছে। মাঝেমধ্যে হাতেগোনা দু-একজন যাত্রী নিয়ে বা পুরোপুরি শূন্য কামরা নিয়ে ছুটতে হচ্ছে এই ট্রেনটিকে।

বছরের অন্য সময়ে কমবেশি যাত্রী থাকলেও পুজোর সময়ে সাধারণত ভিস্টাডোমের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তবে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত আগাম বুকিংয়ের তেমন সাড়া নেই। গত ১৫ সেপ্টেম্বরের পর বক্সা ও জয়ন্তী পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ায় যাত্রী বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

ডুয়ার্সের জঙ্গল রুটে পর্যটনের প্রসারে ২০২১ সালের ২৮ অগাস্ট ভিস্টাডোম ট্রেনটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সূচনালগ্নে ট্রেনটি ঘিরে বিপুল উন্মাদনা থাকলেও বর্তমানে সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে গিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, প্রতিদিন সকাল ৭টা ২০ মিনিটে এনজেপি থেকে ছেড়ে দুপুর ১টায় আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। আবার আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে দুপুর ২টোয় ছেড়ে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে এনজেপিতে ফিরে আসে। মাথাপিছু ভাড়া ৮৪০ টাকা। অভিযোগ, দক্ষিণবঙ্গ থেকে সকালে এনজেপিতে নামা পর্যটকরা সময়ের অমিলের জন্য ট্রেনটি ধরতে পারেন না। অতিরিক্ত ভাড়া ও অপরিকল্পিত সময়সূচিই যাত্রী কমে যাওয়ার মূল কারণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

যাত্রী টানতে ট্রেনের রুট এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে চালানোর একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও রেলের তরফে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। এনজেপি, শিলিগুড়ি, নিউ মাল জংশন, মালবাজার, লাটাগুড়ি, দোমোহনি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা রুট অথবা এনজেপি থেকে সরাসরি আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে ট্রেন চালনার পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'পর্যটনের কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্স রুটে ভিস্টাডোম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও নতুন করে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।'

> **পর্যটনের কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্স রুটে ভিস্টাডোম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও সময়সীমা নিয়ে নতুন কোনও নির্দেশিকা আসেনি।**
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> সিপিআরও,
> উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

বাড়ছে তিন নদীর জলস্তর

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সিকিম ও ভুটানে বৃষ্টি হওয়ায় অসংরক্ষিত এলাকায় তিস্তা, জলঢাকা ও রায়ডাক নদীর জলস্তর বাড়ছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা, মাথাভাঙ্গার কাছে জলঢাকা এবং তুফানগঞ্জের কাছে রায়ডাক নদীতে জলস্তর বিপদসীমা ছুঁইছুঁই।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার অনিলকুমার আর্য বলেছেন, 'আতঙ্কের কারণ নেই। শনিবার উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সিকিম ও গোটা উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিতে নজর রাখা হচ্ছে।'

কিডনি চাই

B+ কিডনি চাই, বয়স 40 এর মধ্যে কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক থাকলে অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। 8670390212. (P/S)

তারিখ পরিবর্তন

শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘের লটারী খেলা পূর্ব নির্ধারিত 18-09-2026 -এর পরিবর্তে 4-10-2026 অনুষ্ঠিত হবে। এই অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তনের জন্য আন্তিরিকভাবে দুঃখিত। 'শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘ', রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি। (C/123557)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ratiram Toppo S/o - Mangra Oraon, Vill - Mech Para Tea Garden P.O. & P.S. - Kalchini, Dist - Alipurduar. আমার ছেলের (Vedant Toppo) জন্ম শংসাপত্রে (B/2026/1237930 Date - 22-07-2026) ঠিকানা ভুল থাকায় গত 15.9.26 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে, আমাদের ঠিকানা - Munsiline P.O. Kalchini Vill - Kalchini Tea Garden Dist - Alipurduar থেকে সংশোধন করে Munsi Line Mechpara Tea Garden P.O. & P.S. - Kalchini Dist - Alipurduar করা হল। (B/S)

লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার হেতু লাইসেন্স

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার জন্যে লাইসেন্স। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপিএনএফআরআরসিআরএলটিজি২৬

এসাইনিত সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এলটিজি-আরসিআর-২৭-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান এবং ঠিকার বিশেষ শর্তাবলি অনুসারে লাইসেন্স ধারকের নিজ ব্যয়ের দ্বারা লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় স্থাপন এবং কার্যকরি করার জন্যে রেলওয়ে কোচে কোচ রেস্টুরেন্টের কার্যকরিকরণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

e-Tender

Tender WB APD II/NIT 06(e)/NIT/VB-G RAM G/2026 work for 11 (Eleven) No. works is invited by the U/S. Details may be seen in www.wbtender.gov.in Govt. of West Bengal & Simultaneously this office Notice Board on all working days during working hours.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-II Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৫-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৫। কাজের নাম : (১) বরাহাট-মন্দারহিল শাখার মধ্যবর্তী পাঞ্জওয়ারা রোড হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (২) হাঁসডিহা-পিওয়াইএইচটি শাখার মধ্যবর্তী গাংওয়ারা হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) হাঁসডিহা-নিমিহাট শাখার মধ্যবর্তী কুর্মাহাট হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) ভাগলপুর-টিকানী শাখার মধ্যবর্তী গোনুধাম হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ২,৮৭,৬২,৪০৮.৭৬ টাকা। বায়নামূল্য: ৫,৭৫,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়: ২৪.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-196/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JOIN ARMY DENTAL CORPS
AS SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICER
FOR A PROMISING & CHALLENGING CAREER : 2026

সেনা ডেন্টাল কোরে স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশনের দ্বারা ভারতীয় নাগরিক পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই অনলাইনে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।

যোগ্যতাঃ- আবেদনপ্রার্থীদের ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিআই) দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিডিএস / এমডিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে।

বয়সসীমা ঃ- আবেদনপ্রার্থীদের ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬ এর হিসেবে বয়স ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে হবে না।

Online Applications are invited from Indian citizens, both male and female, for grant of Short Service Commission in the Army Dental Corps.

QUALIFICATION :

Candidates must be BDS/MDS Degree holder from a College/University recognized by Dental Council of India (DCI).

AGE LIMIT : The candidate must not have attained 45 yrs of age as on 31 Dec 2026.

আরও তথ্যের জন্য ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের এমপ্লয়মেন্ট নিউজ/রোজগার সমাচারটি দেখুন। যোগ্যতার বিশদ বিবরণ, শর্তাবলি, নির্দেশাবলি এবং অনলাইন আবেদনের বিস্তারিত বিবরণ ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর থেকে www.join.afms.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

For more information, see Employment News/Rozgar Samachar issue of 19 Sep 2026. Details of Eligibility, Terms & Conditions, Instructions and Online Applications will be available on the website www.join.afms.gov.in from 22 Sep 2026 onwards.

cbc 10601/11/0028/2627

JOB সত্বর নিয়োগ

সাব-এডিটর
যোগ্যতা- স্নাতক। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন। বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
যোগ্যতা- স্নাতক। ঝকঝকে, স্মার্ট, মিশুকে। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
যোগ্যতা- বিকম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

ubs.torchbearer@gmail.com

আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ দিন : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদেশ থেকে কোনও বন্ধুর দ্বারা ভালো খবর পেতে পারেন। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : বন্ধু মহলে বাড়তি কথা এড়িয়ে চলুন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। মিথুন : পারিবারিক বিবাদে বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। প্রেমে মানসিক কষ্ট। কর্কট : সাংসারিক কোনও কথা বন্ধু মহলে বলে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সিংহ : অর্থ নিয়ে চিন্তা কাটবে। পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন। কন্যা : পারিবারিক ব্যবসায় লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পেটের রোগে ভোগান্তি। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে নতুন জমি কেনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বৃশ্চিক : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। ধনু : আপনার যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টায় সফল হবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে। সংসারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মকর : আপনার কোনও কথার ভুল ব্যাখ্যা হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সংসারে অর্থিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কুম্ভ : বাড়িতে পুজোপাঠের আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মীন : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে অযথা তর্কবিতর্কে মানসিক কষ্ট।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ২৮ ভাদ্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১ আহিন, সংবৎ ৮ ভাদ্রপদ সুদি, ৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৬। শনিবার, অষ্টমী দিবা ২।২৪। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৫৩। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৩।৫৬। ববকরণ দিবা ২।২৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।২৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর রাশি, রাত্রি ১।৫৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, দিবা ২।২৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৯ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।৩৪ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ৩।৫৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১।৫৩ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ৩।৫৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট, দিবা ২।২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতধারা- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্যটক আকর্ষণে এসি বাসের ভাবনা

গৌড়ে আলোর মালার উদ্যোগ

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে চলতি মরশুমেই আলোকসজ্জায় সেজে উঠবে গৌড়। আমবাগান দিয়ে ঘেরা প্রাচীন গৌড়ের ভাস্কর্য-সৌধগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে চারদিকে। এবার এই সমস্ত সৌধকে পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে আধুনিক আলো দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছে মালদা জেলা প্রশাসন।

আগামী কালীপুজোর মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। শুধু আলো দিয়ে সাজানোই নয়, পর্যটকদের সুবিধার জন্য গৌড় প্রাঙ্গণে তৈরি করা হবে শৌচালয়, থাকবে ক্যাফে এবং বিভিন্ন স্টল।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে এভাবেই সেজে উঠেছিল গৌড়।

মালদার জেলা শাসক রাজনবীর সিং কাপুর বলেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সাময়িকভাবে কিছুটা অংশ সাজানো হয়েছিল। আগামীতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৌড়ের সমস্ত দর্শনীয় স্থান আলো দিয়ে সাজানো হবে।'

রামকেলি থেকে শুরু করে লুকোচুরি মসজিদ পর্যন্ত বিস্তৃত গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ। শুধু তাই নয়, আমবাগানঘেরা মহদীপুর এলাকার বিভিন্ন জায়গাতেও গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বর্তমানে পর্যটকরা সেখানে গেলেও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকায় সন্ধ্যার পর কেউ থাকেন না। এই অবস্থায় বিগত সরকারের আমলেও গৌড়ের কিছু কিছু জায়গায় আলো ও সাউন্ড সিস্টেম বসানো হয়েছিল। তবুও পর্যটকরা সন্ধ্যার পর ওমুখো হননি। এদিকে ব্যবহারের অভাবে সেসব নষ্টও হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে জেলা প্রশাসন আলো দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা নিচ্ছে। কিন্তু তার পরও পর্যটকরা কতটা আসবেন সন্ধ্যার পর, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

- গৌড়ের সৌধগুলিকে পর্যটকদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে আধুনিক আলো দিয়ে সাজানোর পরিকল্পনা
- আগামী কালীপুজোর মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে
- পর্যটকদের সুবিধার জন্য গৌড় প্রাঙ্গণে তৈরি করা হবে শৌচালয়, থাকবে ক্যাফে এবং বিভিন্ন স্টল

যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামীতে পর্যটকদের জন্য মালদা শহর থেকে গৌড় পর্যন্ত একটি এসি বাসের ব্যবস্থা করা হবে। যে বাসে করে পর্যটকদের গোটা গৌড় ঘোরানো হবে।

এর আগেও জেলা প্রশাসন বা পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে পর্যটকদের জন্য এসি বাস নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু পর্যটক না হওয়ায় সেই ব্যবস্থা বেশিদিন চালু থাকেনি। ইংরেজবাজারের বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'গৌড় মালদার আবেগ। সারা বছর এখানে আলো থাকবে, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি নতুন এসি বাস গৌড় পর্যন্ত চলাচল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সমস্ত কিছু বাস্তবায়িত করা হবে।'

একসময় মালদা শহর থেকে গৌড় যাওয়ার ভরসা ছিল হাতেগোনা কিছু গাড়ি ও বাস। বর্তমানে টোটো হওয়ায় খুব সহজেই পর্যটকরা যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই ওই রাস্তায় যানবাহন তেমন চলাচল করে না।

গাড়িচালক চমৎকার মণ্ডল বলেন, 'সারাদিন টোটো, ট্যাক্সি এমনকি বাস চলাচল করে গৌড় রুটে। সন্ধ্যা হলেই আর কোনও গাড়ি চলাচল করে না। সেই সময় কেউ যদি যাতায়াত করতে চান তাহলে গাড়ি ভাড়া করতে হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগে আমরা খুশি, এতে হয়তো পর্যটক বাড়বে।'

রেড পান্ডার বংশবৃদ্ধিতে নতুন চ্যালেঞ্জ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে বিপন্ন প্রজাতির রেড পান্ডা সংরক্ষণে সুনাম বিশ্বজুড়েই। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর রেড লিস্টে থাকা এই প্রাণীটির সংরক্ষণ এখন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত তিন বছরে চিড়িয়াখানায় প্রায় ১০টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে। চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলেন, 'সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা রেড পান্ডার প্রজনন ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। তবে জুটি খোঁজার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জুটির মধ্যে মিল না থাকায়

অনেক সময় মিলনে তারা আগ্রহী হচ্ছে না। আবার অনেকের বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। যার ফলে সহজেই অন্তঃসত্ত্বা হতে পারছে না। আমরা এখন উপযুক্ত জুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

প্রতিবছর রেড পান্ডা দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আসেন। গবেষকরাও রেড পান্ডা নিয়ে গবেষণার জন্য এখানে আসেন। ফলে তাদের প্রজনন সক্রিয় না থাকলে ভবিষ্যতের সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক পশুবিনিময় কর্মসূচিতেও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। শনিবার রেড পান্ডা দিবস উপলক্ষ্যে পড়ুয়া ও পর্যটকদের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চিড়িয়াখানা। থাকছে পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা। রেড পান্ডাদের জন্য আপেল, আঙুর, কলা, আনারস সহ বিভিন্ন ফলের পাশাপাশি থাকবে ডিম ও দুধ। বর্তমানে চিড়িয়াখানায় মোট ২০টি রেড পান্ডা রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি মর্দা ও ১৩টি মাদি। সিনিয়ার রেড পান্ডাদের মধ্যে রয়েছে ১৬ বছর বয়সের 'কর্মা' এবং ১৩ বছর বয়সের 'কিটচি'।

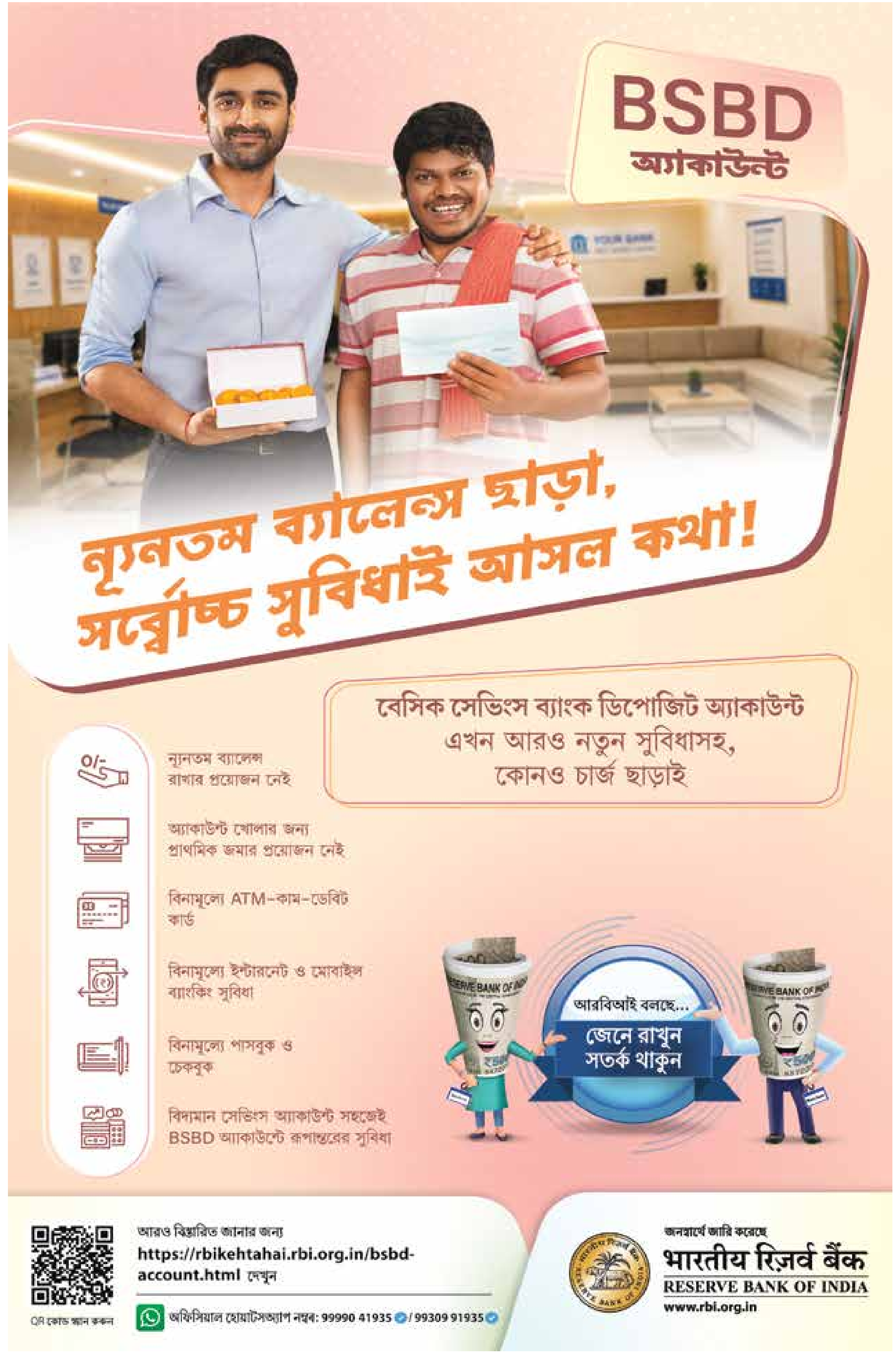

যতদূর চোখ যায় শুধু জল। পরিচিত গ্রামগুলির চেহারা হারিয়ে গিয়েছে ভুতনিতে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

সমস্ত প্রিয় খাবার মিলছে পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে

নতুন ঠিকানা গজরাজের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারের পাতলাখাওয়া জঙ্গল বর্তমানে হাতিদের নতুন ঠিকানা হয়ে উঠছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে আগে মাঝেমধ্যে হাতি আসত। কিন্তু গত তিন বছর ধরে হাতির পাল নিয়মিতভাবে এই জঙ্গলে আসছে। শুধু আসা নয়, হাতির পাল দীর্ঘদিন ধরে এই জঙ্গলে থাকছেও।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত তিন বছরে বিভিন্ন হাতির দল সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ দিন এই জঙ্গলে থেকেছে। এর মধ্যে ২০২৪ সালে প্রায় ৯০ দিন, ২০২৫ সালে ১০০ দিনেরও বেশি এবং চলতি বছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৮০ দিন বিভিন্ন হাতির পাল এই জঙ্গলে থেকেছে। গত ১৫ দিন ধরে পাঁচটি হাতির একটি দল এই জঙ্গলে রয়েছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এই পরিসংখ্যান দেখে পাতলাখাওয়া জঙ্গল আস্তে আস্তে হাতিদের প্রিয় ঠিকানা হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা। বন দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের আধিকারিক (ডিএফও) অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পাতলাখাওয়া জঙ্গলে প্রচুর স্বচ্ছ জলাভূমি রয়েছে। যা হাতিদের খুব পছন্দ। এছাড়াও পুরুন্ডি ঘাস, চেপ্টি, ঢাড্ডা, চালতাগাছ, সিন্দুরি গাছ সহ হাতিদের সমস্ত প্রিয় খাবার এই জঙ্গলে আছে। সম্ভবত সে কারণেই এই জঙ্গলের প্রতি হাতিদের আকর্ষণ বাড়ছে।'

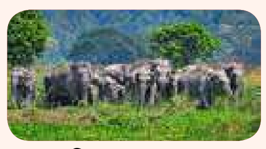

- গত তিন বছরে বিভিন্ন হাতির দল সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ দিন পাতলাখাওয়া জঙ্গলে থেকেছে
- জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে দু'-তিনটি পথ ধরে হাতি পাতলাখাওয়ায় আসে
- এর মধ্যে একটি রুট হল জলদাপাড়া থেকে ব্যাংডাকি, পলাশবাড়ি, পুঁটিমারি হয়ে পাতলাখাওয়া জঙ্গল

> পাতলাখাওয়া জঙ্গলে প্রচুর স্বচ্ছ জলাভূমি রয়েছে। যা হাতিদের খুব পছন্দ। সম্ভবত সে কারণেই এই জঙ্গলের প্রতি হাতিদের আকর্ষণ বাড়ছে।
>
> **অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়**
> ডিএফও, বন দপ্তর, কোচবিহার ডিভিশন

কোচবিহার শহর থেকে পাতলাখাওয়া জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় ২০ কিলোমিটার। একসময় এই জঙ্গলে কোচবিহারের মহারাজারা শিকার করতে যেতেন বলে জানা গিয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ভাঙনের জেরে এই জঙ্গলের অনেকটা অংশ নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ১৬৩৬ হেক্টর জায়গাজুড়ে এই জঙ্গলটি অবস্থিত বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

এই জঙ্গলে হরিণ, চিতাবাঘ, ময়ূর সহ বিভিন্ন প্রাণী আছে। শহর থেকে খুব কাছে বলে কোচবিহারের বাসিন্দারা মাঝেমধ্যেই এই জঙ্গলে ঘুরতে যান। জঙ্গলের আকর্ষণ বাড়াতে প্রায় ১২ বছর আগে রাজ্য সরকার এখানে গন্ডার ছাড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। গন্ডার পুরুন্ডি ঘাস খেতে ভালোবাসে। গন্ডার ছাড়া হবে বলে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পুরুন্ডি ঘাস লাগানো হয়েছিল। পাশাপাশি জঙ্গলের চারদিকে ফেন্সিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু লালফিতের জটে এখনও পর্যন্ত এই জঙ্গলে গন্ডার ছাড়া সম্ভব হয়নি। তবে গন্ডার ছাড়া না হলেও পুরুন্ডি ঘাসের লোভে বর্তমানে হাতিরা মাঝেমাঝেই এই জঙ্গলে হানা দেয়।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, হাতির পাল এই জঙ্গলে আসছে কোথা থেকে? কোন পথ দিয়ে হাতির পাল পাতলাখাওয়া জঙ্গলে আসছে, প্রশ্ন ওঠে তা নিয়েও। বন দপ্তর সূত্রে খবর, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে দু'-তিনটি পথ ধরে হাতি পাতলাখাওয়া জঙ্গলে আসে। এর মধ্যে একটি রুট হল জলদাপাড়া থেকে ব্যাংডাকি, পলাশবাড়ি, পুঁটিমারি হয়ে পাতলাখাওয়া জঙ্গল। এছাড়া জলদাপাড়া থেকে চিলাপাতা, সিমলাবাড়ি হয়েও হাতিরা পাতলাখাওয়া জঙ্গলে আসছে। এই দুটি রুটে হাতিকে জলদাপাড়া থেকে পাতলাখাওয়া জঙ্গলে আসতে মাত্র ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়।

বক্সায় পর্যটকদের চরম ভোগান্তি

বন দপ্তর এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের বিবাদ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বক্সা ও জয়ন্তী- আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র। পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের এই জায়গাগুলোই এখন তালমিল ও সমন্বয়ের অভাবে 'খারাপ জায়গা' হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠছে। বন দপ্তর ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যকার বিবাদের জেরে বিগত দু'দিন ধরে চরম নাকাল হচ্ছেন পর্যটকরা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, অনেকে বক্সা ও জয়ন্তীর বুকিং বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। সমস্যার কোনও সহজ সমাধানের পথও দেখা যাচ্ছে না।

পরিস্থিতি সামাল দিতে এদিন জয়ন্তী গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা ও পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। জয়ন্তীর স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লালন মাহাতোর কথায়, 'জয়ন্তী থেকে আবার সাফারি চালুর দাবি জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে পর্যটকদের রাত কাটানোর অনুমতি দিয়ে পারমিটের সময়সীমা বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। দেখা যাক কী হয়। রাত কাটানো নিয়ে হাইকোর্টের যে নির্দেশ রয়েছে, তাও মানা হচ্ছে না।' বক্সা টাইগার রিজার্ভের এই পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে মূলত এই দুটি বিষয় নিয়েই বিবাদ চলছে।

এদিকে, পর্যটকদের দুর্ভোগ কিছুতেই কমছে না। বুধবার থেকে জঙ্গলে খুললেও বহু পর্যটক জয়ন্তীতে রাত কাটানোর সুযোগ পাননি। জয়ন্তী ও লেপচাখায় পূর্বনির্ধারিত বুকিং থাকা সত্ত্বেও তা বাতিল করতে হচ্ছে। কারণ, বন দপ্তরের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী— রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট পার হয়ে জঙ্গলে প্রবেশের পর পর্যটকদের বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র ৬ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে হবে। আর এই সীমিত সময়ের মধ্যে জঙ্গলের ভেতরে রাত কাটানো অসম্ভব।

জয়ন্তী, লেপচাখা ও সান্তলাবাড়ির মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো বক্সার মূল জঙ্গলের ভেতরেই অবস্থিত। নতুন নিয়মের ফলে বিপাকে পড়েছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা পর্যটকরা।

পর্যটকদের গাড়ির নথি যাচাই।

এদিন হাবড়া থেকে আলিপুরদুয়ারে ঘুরতে আসা শ্যামচরণ চক্রবর্তী ও তনুজ ঘোষরা জয়ন্তীতে রাত্রিযাপনের পরিকল্পনা করলেও রাজাভাতখাওয়া পৌঁছানোর পর নতুন নিয়ম সম্পর্কে জানতে পেরে চরম সমস্যায় পড়েন। তনুজ বলেন, 'এই এলাকায় যে এমন সমস্যা চলছে, তা আমাদের জানা ছিল না। যে হোমস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, তারাও বিষয়টি আমাদের জানায়নি। আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে এই সমস্যা জানছি। আগে থেকে সঠিক তথ্য পেলে আমরা আসতামই না।' শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ওই পর্যটকরা রাজাভাতখাওয়ার একটি হোমস্টেতে আশ্রয় নেন। শুক্রবার তাঁরা জঙ্গল সাফারির পরিকল্পনা করেছেন। পর্যটকদের আগে থেকে করা সমস্ত পরিকল্পনা আলিপুরদুয়ারে এসে বদলাতে হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ বাড়ছে।

বিষয়টি বুঝতে পারছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'রাজ্য সরকার যেখানে পর্যটনশিল্পকে উৎসাহিত করার কথা বলছে, সেখানে বন দপ্তরের নীতির কারণে পর্যটন মার খাচ্ছে। একেক সময় একেক রকম নিয়ম চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে পর্যটকদের সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।' এই সংকট দ্রুত না কাটলে পর্যটন ব্যবসায় বড় ধরনের ধস নামবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। বক্সা টাইগার রিজার্ভের এক শীর্ষকর্তাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, পর্যটকরা আসুক সেটাই তাঁরা চান এবং পর্যটক আসাও শুরু হয়েছে। তবে নতুন যে নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছে, তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই নিয়ম মেনেই সমস্ত জঙ্গলে পর্যটন পরিচালিত হবে। বন দপ্তরের তরফে কোনও সমস্যা নেই বলা হলেও মূলত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের এক প্রকার ঠান্ডা লড়াই চলছে। ব্যবসায়ীদের একটি অংশ এই সংকট কাটাতে আইনি পথে হাঁটারও কথা ভাবছে।

এরই মধ্যে বুধবার থেকে জঙ্গল সাফারি শুরু হলেও বেশ কিছু রুট নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। আগামী ২ অক্টোবর বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘ ছাড়ার প্রস্তুতি চলছে। যার কারণে জঙ্গলের ভেতরের কিছু নির্দিষ্ট রুটে সাফারি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। ২৫ মাইল ও ২৬ মাইলের মতো ভেতরের রুটগুলোতে আপাতত সাফারি বন্ধ। অথচ জঙ্গলের এই জায়গাগুলোতেই বন্যপ্রাণী দেখার সুযোগ সবচেয়ে বেশি থাকে।

সব ঠিক আছে তো? বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিলিগুড়ির সমরনগরে ছবিটি তুলেছেন বিট্টু রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আসছেন মন্ত্রী, ছুটির দিনেও কাজ

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : রবিবার পরিদর্শনে আসবেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। রবীন্দ্র ভবনে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। সেজন্য শুক্রবার বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে ছুটির দিনেও খোলা থাকল কোচবিহারের জেলা পরিষদ কার্যালয়। শুধু খোলা থাকাই নয়, জমি নিয়ে বৈঠকের পাশাপাশি বিভিন্ন আধিকারিক কাজকর্ম করেন দিনভর। গ্রাম পঞ্চায়েত সংক্রান্ত জেলা পরিষদের বিভিন্ন কাজকর্মের কাগজ 'আপ-টু-ডেট' রাখতেই ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। জেলা পরিষদ সূত্রে খবর, ষোড়শ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ কবে আসতে পারে, জেলা পরিষদ এই প্রকল্পের কাজকর্ম শুরু করবে কি না, মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইবেন কর্তৃপক্ষ। এছাড়া পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার প্রসঙ্গেও মন্ত্রীর কাছে জানতে চাইতে পারে জেলা পরিষদ। সব মিলিয়ে জেলা পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে মন্ত্রী কিছু জানতে চাইলে তার সঠিক উত্তর দিতে সমস্ত নথি তৈরি রাখা হচ্ছে।

ছুটির দিনে জেলা পরিষদ খোলা রাখা নিয়ে দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পঞ্চায়েতমন্ত্রী পর্যবেক্ষণে কোচবিহার আসছেন। তাই আপাতত প্রস্তুতি সারা হচ্ছে। কারণ সেদিন বৈঠকের সমস্ত কিছু আমাদেরই আয়োজন করতে হবে।'

নিখোঁজ তরুণ

নয়ারহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : সংসারের হাল ফেরাতে দুই মাস আগে বাবা ও কাকার সঙ্গে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কেরলে গিয়েছিলেন মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রামের নাজিমুল হোসেন। গত ছয়দিন ধরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। স্থানীয় থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের নিখোঁজের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, কাকা আশরাফুল হোসেন বাড়ি ফিরে এলেও বাবার সঙ্গে নাজিমুল কেরলে সেখানে থেকে যান। আশরাফুল হোসেন বলেন, 'দাদা ও ভাইপো একসঙ্গে মেসে থাকত। রবিবার জানতে পারি ভাইপোর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এখনও সন্ধান মেলেনি। আমরা বাড়ির সকলে উদ্বেগে রয়েছি।' নাজিমুলের বাড়িতে মা ও এক বোন রয়েছে। তাঁরাও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে উদ্ধার ছয়টি গোরু। শুক্রবার মানসাই এলাকায়।

যাত্রীবাহী গাড়িতে গোরু পাচারের চেষ্টা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : সাধারণ যাত্রীর বদলে ছোট চার চাকা গাড়ির সিটে গাদাগাদি করে রাখা বাছুর! পুলিশের চোখে ধুলো দিতে এভাবেই যাত্রীবাহী গাড়িতে গোরু পাচারের ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে পুলিশের তৎপরতায় সেই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। শুক্রবার সকালে অসম-বাংলা সীমানার মানসাই এলাকায় অসমের নম্বর প্লেটযুক্ত একটি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ৬টি বাছুর। ঘটনায় চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গাড়িটি অসমের নম্বর প্লেটের হওয়ায় মনে করা হচ্ছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনও এলাকায় বাছুরগুলি পাচারের ছক করা হয়েছিল। পাচারকারীদের এমন অভিনব কৌশল ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশকে। কেননা, রাতে ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি যাতায়াত করলে সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাচ্ছে পাচারকারীরা।

বক্সিরহাটের এক পুলিশ অফিসার জানান, জাতীয় সড়কের বদলে গলিপথ ধরে অসমের দিকে ওই ছোট গাড়িটি যাচ্ছিল। সকালে সন্দেহ হওয়ায় নাকা চলাকালীন গাড়িটিকে আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ছয়টি বাছুর উদ্ধার হয়েছে। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া বক্সিরহাটকে ট্রানজিট পয়েন্ট করে কখনও উত্তর-পূর্ব ভারতে, আবার কখনও সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অবাধে গোরু পাচার হয়েছে। সেই সময় বড় ট্রাকে দিনে-রাতে এই কারবার চলত। বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর গোরু, কয়লা ও বালি পাচার পুরোপুরি বন্ধের কথা বলেছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমদিকে বক্সিরহাটে গোরু ও মোষের আনাগোনা কমলেও, পুরোপুরি যে তা বন্ধ হয়নি এভাবে গোরু উদ্ধারের ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট বলে দাবি করেছেন অনেকে।

তদন্তকারীদের অনুমান, বর্তমানে তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সিরহাট গোরু কেনাবেচার হাট বন্ধ রয়েছে। দিনেদুপুরে বড় গাড়িতে বা হাঁটিয়ে গোরু নিয়ে যাওয়াও এখন প্রায় অসম্ভব। তাই রাতের অন্ধকারকে পাচারের জন্য নিরাপদ মনে করছে কারবারিরা। অসমে পাচারের পথে বক্সিরহাট এলাকাতেই পরপর অভিযান চালিয়ে যাত্রীবাহী ছোট চার চাকা গাড়িতেই গোরু ও মোষ পাচারের চেষ্টা রুখে দিয়েছিল পুলিশ। ৩০ অগাস্ট অসমে প্রবেশের পথে জোড়াই মোড় নাকা চেকিং পয়েন্টে একটি চার চাকা গাড়ির যাত্রী বসার আসনে চারটি গোরু উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুজনকে। সপ্তাহখানেক আগে একটি চার চাকা গাড়ি থেকে চারটি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। গত বুধবার ঠিক একইভাবে চার চাকা গাড়ি থেকে চারটি গোরু উদ্ধার করে পুলিশ। শুক্রবার ভোরেও একইভাবে যাত্রীবাহী চার চাকা গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ছয়টি গোরু।

পুলিশের অবশ্য দাবি, পাচার রুখতে এই রাস্তায় প্রতি রাতেই কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। সন্দেহভাজন যে কোনও গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শুক্রবার সকালে সাফল্য সেই পুলিশি সক্রিয়তারই ফল।

নাবালিকার বিয়ের খোঁজে পুলিশি হানা

নয়ারহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : দেড় বছর আগে চুপিসারে এক নাবালিকার বিয়ে হয়েছিল বলে অভিযোগ। বিয়ের সময় পাত্রও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। এতদিন সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। হঠাৎ গোল বাধল শুক্রবার। এদিন আচমকাই নাবালিকার শ্বশুরবাড়িতে হানা দেয় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। যদিও ওই সময় নাবালিকার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। এরপর পুলিশ ওই নাবালিকা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসে। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগরামগুড়ির।

পুলিশ জানিয়েছে, খবর পেয়ে নাবালিকার বিয়ের বিষয়টি যাচাই করতেই ওই বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় সূত্রের খবর, বছর দেড়েক আগে ভোগরামগুড়ির ১৭ বছরের এক কিশোরের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এলাকার ১৪ বছরের এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ সেই সময় বিয়ে বন্ধও করেছিল। তারপরেও চুপিসারে ওই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল বলে অভিযোগ। দেড় বছর পর এদিন হঠাৎ ওই বাড়িতে পুলিশ যাওয়ার ঘটনায় নাবালিকার শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এলাকায় শোরগোলও পড়েছে। নাবালিকা বিয়ের অভিযোগে কয়েকদিন আগেও শীতলকুচিতে নাবালিকার স্বামী, শ্বশুর ও বাবা গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এদিন ভোগরামগুড়িতেও একই কারণে পুলিশি হানায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

বাল্যবিবাহ রুখতে কড়া পদক্ষেপ করেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। এর পরেই বিভিন্ন থানার পুলিশ বিষয়টিতে আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

৮ মাস স্কুলে পা পড়েনি পড়ুয়াদের

ইসলামপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকরা রয়েছেন। ক্লাসরুমের দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে, টেবিল-বেঞ্চও রয়েছে নিজের জায়গায়। কিন্তু, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে চারদিক। কচিকাঁচাদের কোলাহলে গমগম করার কথা শ্রেণিকক্ষ, সামনের মাঠে ছুটে বেড়ানোর কথা নতুনের। অথচ, গত প্রায় আট মাস ধরে একজন পড়ুয়ারও পা পড়েনি বিদ্যালয়ে। খাতায়-কলমে ৫১ জন ছাত্র রয়েছে। রোজ সকালে তিনজন শিক্ষক আসেন। দরজা-জানলা খুলে বসেন। ছুটির সময় হলে ফিরে যান। গত আট মাস ধরে মিড-ডে মিলের হাঁড়িও চড়েনি স্কুলটিতে। ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা চমকে যাওয়ার মতোই।

প্রায় ৫ দশক আগে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুল। আশপাশের এলাকা অর্থাৎ কাঁঠালবাড়ি, বলগুণা, রুহিয়া, গোয়াবাড়ি এবং পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশের পরিবার একসময় এর ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীতে বলগুণায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কাঁঠালবাড়িতে এমএসকে ও একটি মাদ্রাসা চালু হয়। ধীরে ধীরে একাধিক ছোট-মাঝারি বেসরকারি বিদ্যালয় খোলে। যার প্রভাব পড়ে গোয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর। একদিকে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে, অন্যদিকে উপস্থিতির হার তলানিতে গিয়ে ঠেকে। পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ার পর থেকে উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি নেই। পরীক্ষায় না বসলেও উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন দিতে হয়। সেই নিয়মের অসদ্ব্যবহার চলছে।

ভৌগোলিক অবস্থানও অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ।

পথ চেয়ে তিন শিক্ষক

ধারেকাছে তেমন জনবসতি নেই। আর যেখানে বাড়িঘর রয়েছে, তার আশপাশে বিকল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাহলে, এখানে নাম লিখিয়ে রাখা কেন? এক পড়ুয়ার বাবা ইমতিয়াজ আলমের যুক্তি, 'আমাদের বাড়ির পাশেই মাদ্রাসা। কাছে এমএসকে। তাহলে, অত দূর আমার সন্তানকে পাঠাব কেন? সবাই যদি যেত, তাহলে অন্তত ভেবে দেখতাম।'

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পালা করে প্রতি সপ্তাহের শনিবার বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক রেজিস্টারে নথিভুক্ত পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যান। অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, লাভ হয় না। বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি) রজনী সু-র গলায় আফসোসের সুর, 'আমি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ডেকে কথা বলেছি। এখনও আসছে না। চেষ্টার কোনও খামতি রাখিনি আমরা।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'এমন চলতে থাকে, হয়তো একদিন বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাবে।'

বুড়িতোর্ষার চরে বিশ্বকর্মাতেই মিলন উৎসব

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ সেপ্টেম্বর : যখন গোটা বাংলা শরতের মেঘ দেখে দুর্গাপুজোর দিন গুনতে শুরু করে, তখন মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুড়িতোর্ষা নদীর ওপারের দুই গ্রামে উৎসবের আলো জ্বলে ওঠে আগেই। ঠিক তখনই ঘরে ফেরে ঘরের ছেলেরা। কাঁধে ব্যাগ, হাতে পরিবারের সবার জন্য নতুন জামাকাপড়। তবে এই ফেরা আশ্বিনের বোধনে নয়, ভাদ্রের শেষলগ্নে বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে। নদী পেরিয়ে প্রত্যন্ত লাফাবাড়ি ও সাউদেরবস— এই দুই গ্রামের প্রায় ১১০টি পরিবারের কাছে তাই দুর্গোৎসব নয়, দেবশিল্পীর আরাধনাই বছরের শ্রেষ্ঠ মিলনমেলা।

গ্রামে দুর্গাপুজো হয় ঠিকই, কিন্তু উৎসবের আসল আনন্দ জড়িয়ে থাকে এই বিশ্বকর্মাপুজোকে ঘিরে। কারণ, পেটের টানে রুটিরুজির সন্ধানে এই দুই গ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরের পুরুষ সদস্যদের সারা বছর বাইরে থাকতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক মণ্ডল বলেন, 'সাউদেরবস গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ির কেউ না কেউ ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রি কিংবা কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। সারা বছর পরিবারের পুরুষরা কর্মসূত্রে অসম, ভুটান, দিল্লি, রাজস্থান কিংবা কেরলের মতো নানা প্রান্তে পড়ে থাকেন। তাই বাড়িতে পরিবারের বাকি সদস্যরাই বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করেন।' সাউদেরবসের বাসিন্দা উত্তম মণ্ডল অসমে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। তিনি জানালেন, বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে দু'দিন আগেই বাড়ি ফিরেছেন। সারা বছর কাজের চাপ থাকে। তাই বাড়িতে আসার তেমন সুযোগ মেলে না। এই সময়েই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আনন্দ করেন। কারণ পুজোর পরেই ফের কর্মস্থলে ফিরে যেতে হবে।

সাউদেরবস গ্রামে বিশ্বকর্মাপুজো। শুক্রবার।

পরিযায়ী শ্রমিকদের এই ঘরে ফেরাটাই গ্রামের কাছে পুজো। লাফাবাড়ির শ্রীদাম মণ্ডলের কথায়, 'বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে গ্রামের ছেলেরা কর্মস্থল থেকে পরিবারের সকলের জন্য পুজোর কেনাকাটা সেরে একবারে বাড়ি ফিরে আসেন। শারদোৎসবের আনন্দ আগাম ভাগ করে নেন সকলে।' সুবল মণ্ডল, রেখা সরকার কিংবা সুলেখা মণ্ডলদের গলাতেও শোনা গেল একই আবেগের সুর। তাঁদের কথায়, এই ক'টা দিনই বাড়ি ভরে ওঠে আপনজনদের হাসিমুখ আর আড্ডায়।

এই দুই গ্রামে বিশ্বকর্মাপুজো চলে টানা তিনদিন ধরে। মণ্ডপে মণ্ডপে দেবশিল্পীর বন্দনার পর বুড়িতোর্ষা নদীতে প্রতিমা নিরঞ্জনের মধ্য দিয়ে পুজোর ইতি ঘটে। তবে উৎসবের বিদায়ের সঙ্গেই নেমে আসে গভীর বিষাদ। গ্রামবাসীরা জানান, পুজো কাটতে না-কাটতেই দু'-একদিনের মধ্যে পুরুষদের ফের পাড়ি দিতে হয় দূরদূরান্তের কর্মস্থলে, ভিনরাজ্যে কিংবা প্রতিবেশী দেশে।

সাউদেরবসের বাসিন্দা সুবল মণ্ডলের বক্তব্য, 'অসমে কাঠমিস্ত্রির কাজ করি। বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরেছি। তবে সামনেই দুর্গাপুজো। তাই পরিবারের প্রত্যেকের জন্য নতুন জামাকাপড় নিয়ে এসেছি।' তাই লাফাবাড়ি ও সাউদেরবস গ্রামে এখন থেকেই প্রতিটি বাড়িতে পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে শারদোৎসবের সমান উন্মাদনা। কারণ, এই পুজোই যে তাঁদের কাছে পরম আত্মীয়কে কাছে পাওয়ার দিন।

এরসঙ্গে ছবি আছে।

সীমানা প্রাচীর দাবি

ফুলবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি দেবসিংহপাড়া পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয় পঠনপাঠন, সৌন্দর্যায়ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য ২০১৮ সালে 'নির্মল বিদ্যালয়' ও 'শিশু মিত্র' পুরস্কার পেয়েছে। ২০১৯ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের সেরা বিদ্যালয়ের পুরস্কার জিতেছে এই স্কুল। আর এ বছর রাজ্য সরকারের 'বিদ্যাসাগর শিক্ষা সম্মান-২০২৬' পেয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্দীপন প্রামাণিক। একদম গ্রামের ভেতরে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় এত সম্মান পাওয়ায় গর্বিত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এত স্বীকৃতির পরও কিন্তু একটি না পাওয়ার বেদনা রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষের। সেটি হল বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৭০। তবে প্রধান রাস্তা ঘেঁষা এই স্কুলে প্রাচীর না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। তাই বাঁশের বাতা ও জাল দিয়ে বেড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।

বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে-র বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর তৈরির পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। তার মধ্যে দেবসিংহপাড়ার ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়টিও রয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ওই বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

সত্যমেব জয়তে

ভারত সরকার

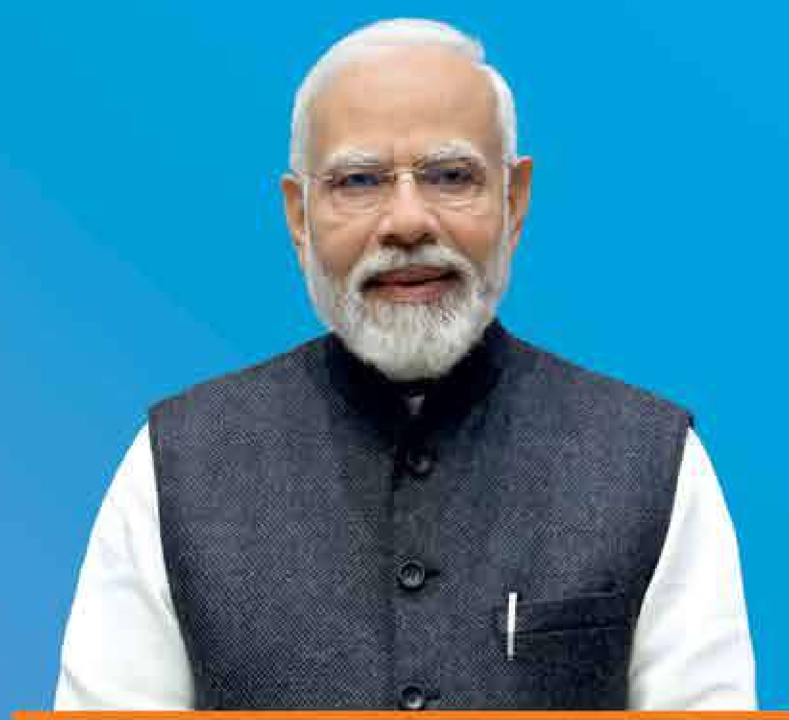

যুব শক্তি

বিকশিত ভারতের রূপকল্প বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি

সরকারি সেবার মাধ্যমে যুব সমাজকে জাতি গঠনের সাথে যুক্ত করার একটি উদ্যোগ

রোজগার মেলা

সারা দেশব্যাপি ৪৫টি স্থানে সরকারি চাকরির জন্য ৫১,০০০+ নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে

কর্তৃক

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২:৩০টায়

- ভারত সরকার এবং অংশগ্রহণকারী রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নিয়োগপত্র বিতরণ।
- ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সমান সুযোগ প্রদান।
- প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন- বিশেষ দ্রুত বিচার আদালত স্থাপন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ।
- ইউপিএসসি-এর 'প্রতিভা সেতু' পোর্টালের মাধ্যমে মেধাবী যুবকদের জন্য বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- ইউপিএসসি, এসএসসি, রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবি) এবং আইবিপিএস-এর মতো বিশিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান।
- স্বচ্ছ, সময়ভিত্তিক এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুবদের আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায়িত করা।
- আধার ভিত্তিক যাচাইকরণ এবং মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণের মাধ্যমে পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে ৬,৭০০ এর বেশি ই-লার্নিং কার্যক্রম উপলব্ধ সঙ্গে নবনিযুক্ত কর্মীদের জন্য 'কর্মযোগী প্রারম্ভ'– কার্যক্রম উপলব্ধ রয়েছে।

DD NEWS অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ডিডি নিউজে

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য কর্মযোগী মডিউল ওয়েবসাইট https://portal.igotkarmayogi.gov.in-এ পরিদর্শন করুন অথবা কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

CBC 15401/13/0004/2627

নদীর বুক চিরে।। আলিপুরদুয়ারে রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সুস্থ মা ও সন্তান

মাথাভাঙ্গা, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ১২ সেপ্টেম্বর সিজারের সময় ওটিতে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয় শীতলকুচির বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গামাটির মাধবী বর্মনের। হাসপাতাল সুপার ডাঃ অবিনাশ কুমার জানান, ৩ গাইনিকলজিস্ট, ২ অ্যানাস্থেটিস্ট ও ১ এমডি মেডিসিনের টিম গড়ে তাঁকে এইচডিইউতে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিকিৎসা করা হয়। সুপারের নেতৃত্বে ফের ওটিতে নিয়ে সিজার করা হয়। গাইনিকলজিস্ট ডাঃ পিকে কুণ্ডু বলেন, চিকিৎসকদের দ্রুত সমন্বয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মা ও শিশু সুস্থ থাকায় শুক্রবার ছুটি দেওয়া হয়েছে।

মাধবীর স্বামী জয়ন্ত বর্মন বলেন, 'স্ত্রীকে ওটিতে নিয়ে যাওয়ার পর কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ঘটনা ঘটায় আমরা ভেঙে পড়েছিলাম। তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা যেভাবে মা এবং শিশুকে বাঁচিয়ে তুলেছেন সেজন্য আমরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞ।' মাধবীকে এমজেএন মেডিকেল কলেজে কার্ডিওলজিস্ট দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নতুন সহায়তা কেন্দ্র

নয়ারহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার শিকারপুরে মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও অফিস চত্বরে সহায়তা কেন্দ্র ও বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাবু বর্মন, সহ সভাপতি বিপিন বর্মন ও বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল। বিডিও বলেন, 'সহায়তা কেন্দ্রটি মূলত একটি কেন্দ্রীভূত পরিষেবা ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে সরকারি পরিষেবা পেতে আসা সাধারণ মানুষকে অযথা বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরতে হবে না এবং তাঁরা দ্রুত সঠিক তথ্য পেতে পারবেন।' সহ সভাপতি বলেন, 'ব্লক এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা নিতে বিডিও অফিসে আসেন। কিন্তু অফিস চত্বরে বিভিন্ন দপ্তরের অফিস ছড়িয়ে থাকায় অনেক সময় তাঁদের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে যেতে হয়। সেই সমস্যা দূর করতেই এই সহায়তা কেন্দ্রটি চালু করা হল। এতে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।'

তিন বাড়িতে চুরি

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোদকপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাতে তিনটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লক্ষ্মণ মোদক এবং কেশব মোদকের বাড়িতে সিঁধ কেটে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। চোর হানা দেয় ওই এলাকারই আরেক বাসিন্দা মুণ্ডু মোদকের ঘরেও। অভিযোগ পেয়ে চুরির তদন্তে নেমেছে ফালাকাটা পুলিশ। গ্রামবাসী পুলিশের কাছে জানিয়েছেন, তিন বাড়ি থেকেই সোনার অলংকার ও নগদ টাকা চুরি গিয়েছে।

ভাঙাচোরা ঘরেই চলছে চিকিৎসা

৫ বছরেও তালা খোলেনি নতুন ভবনের

অমৃতা দে

সিতাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : পাঁচ বছর আগে নতুন ভবন তৈরি হয়েছিল। সেই ভবনে ধুলো জমলেও খোলেনি দরজা। আর তার ঠিক পাশেই ভাঙাচোরা টিনের চালের নীচে দুর্ভোগের মধ্যে চিকিৎসা চলছে রোগীদের। স্বাস্থ্য খাতের পরিকাঠামো নিয়ে সরকার ও প্রশাসনের বড় বড় দাবির মুখে সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এই বেহাল দশা তুলে ধরেছে এক অন্য বাস্তব। পরিষেবা ও পরিকাঠামোর চরম খামতিতে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'অসুস্থ হলে আমাদের এই হাসপাতালেই আসতে হয়। কিন্তু এখানকার যা অবস্থা, তাতে রোগী ভর্তি করাতেই ভয় করে। নতুন ভবন তৈরি থাকা সত্ত্বেও কেন সরকার সেটা চালু করছে না, বুঝতে পারছি না।'

পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠীর ভরসা প্রত্যন্ত প্রান্তের এই একমাত্র স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছোটখাটো ব্যাধি থেকে জরুরি চিকিৎসায় সাধারণ মানুষকে এখানেই আসতে হয়। ৩০ শয্যার হাসপাতাল হলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে পা রাখলেই চোখে পড়ে জরাজীর্ণ পরিবেশ। মঙ্গলবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে গিয়ে দেখা গেল, রোগীদের বেডের পাশেই একাধিক জানলার কাচ ভাঙা। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরলেও টিনের চালের অসহ্য গরমে নাভিশ্বাস উঠছে চিকিৎসাধীনদের। একই দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন রোগীর পরিজনরা। পর্যাপ্ত শৌচালয় নেই, নেই পরিচ্ছন্নতা। পানীয় জলের তীব্র সংকটে প্রতিদিন ভুগছেন

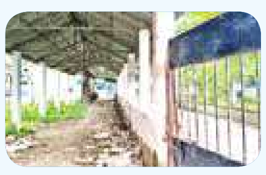

■ সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরকারি টাকায় নির্মিত নতুন ভবন কাজে আসছে না বলে অভিযোগ

■ ভাঙা জানলা, পানীয় জল ও শৌচালয় সংকটে চরম দুর্ভোগে রোগীরা, উদাসীন সরকার ও প্রশাসন

■ হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে আবর্জনার স্তূপ সাফাই, নতুন ভবন চালুর দাবিতে সরব বাসিন্দারা

রোগীরা। আরও মারাত্মক ছবি হাসপাতালের প্রবেশদ্বারে। ঢোকার মুখেই আবর্জনার স্তূপ জমিয়ে রাখা হয়েছে। সেই দুর্গন্ধের মধ্য দিয়েই যাতায়াত করছে অ্যাম্বুল্যান্স। ফলে রোগমুক্তির বদলে উলটে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় মালতী বর্মনের অভিযোগ, 'গরমে টিনের ঘরে রোগীদের রাখা হচ্ছে। পানীয় জল ও শৌচালয়ের তীব্র সমস্যা। সরকার কেন ন্যূনতম এই পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করছে না?' আরেক বাসিন্দা সঞ্জয় রায় বলছেন, 'হাসপাতালে ঢোকার মুখেই আবর্জনা জমে থাকে। অ্যাম্বুল্যান্স তার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে। সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমন দশা কেন থাকবে, সেটাই প্রশ্ন।'

বাসিন্দাদের স্পষ্ট দাবি, পড়ে থাকা নতুন ভবনটি অবিলম্বে চালু করতে হবে। একইসঙ্গে পুরোনো ভবনের সংস্কার, পানীয় জল, পরিচ্ছন্ন শৌচালয় ও চত্বর পরিষ্কারে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। সিতাইবাসীর বক্তব্য, সরকারি স্তরে উদ্যোগ না থাকলে গ্রামের গরিব মানুষের ভোগান্তি শেষ হবে না। আর আগে এই ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল যে, এই ভবনটি চালু করার মতো উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই? এখানেই প্রশ্ন উঠছে উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া নতুন ভবন তৈরি করে সরকারি টাকা কেন নষ্ট করা হল?

এবিষয়ে ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিককে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

নাবালিকা ধর্ষণে গ্রেপ্তার বিবাহিত তরুণ

পুণ্ডিবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক বিবাহিত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রেজ্জাক আলি। তিনি ভুটানে কাঠের কাজ করতেন। অভিযোগ, প্রায় এক বছর ধরে ওই নাবালিকার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

পরিবারের অভিযোগ, গত ৮ সেপ্টেম্বর ভুটান থেকে ফিরে রেজ্জাক ওই নাবালিকাকে কদমতলা মোড়ে আসতে বলেন। এরপর দেখা করার কথা বলে জোর করে তাকে একটি টোটোয় তুলে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। পরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় নাবালিকাকে পুণ্ডিবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকরা তাকে কোচবিহারে রেফার করেন।

রেজ্জাক আলির বিরুদ্ধে পুণ্ডিবাড়ি থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

নাবালিকার মায়ের দাবি, অভিযুক্ত ফোনে হুমকি দিয়ে তাঁদের সম্পর্কের বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য চাপ দিতেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে এলে পরিণতি খারাপ হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরিবারের তরফে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

চারটি রাস্তার কাজের সূচনা

দিনহাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দিনহাটা-১ ব্লকের গোসানিমারি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চারটি নতুন রাস্তার কাজের সূচনা হল। ভিবি-জি রাম জি-র মাধ্যমে এই রাস্তাগুলির কাজ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাউলেরকুটি গ্রামের ৬/১১৯ নম্বর বুথ, চোকিয়াপাড়ার ৬/১১৪ নম্বর বুথ এবং ফুলবাড়ি এলাকার ৬/১২২ নম্বর ও আরেকটি বুথে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও একটি এলাকায় রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। এই চারটি রাস্তার কাজের জন্য মোট প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তাগুলির কাজের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তপনকুমার সরকার, পঞ্চায়েত সদস্য অসীম শীল, মণ্ডল সম্পাদক সঞ্জয় বর্মন, মণ্ডল সহ সভাপতি সুভাষচন্দ্র বর্মন সহ দলের অন্যান্য কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

মেঘালয় থেকে আসা লরি ঢুকতে বাধা

জাতীয় সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে দিচ্ছে না বক্সিরহাট পুলিশ। এমন অভিযোগ তুলে এলোপাতাড়ি গাড়ি দাঁড় করিয়ে শুক্রবার ভিনরাজ্যের চালকরা অবরোধ করলেন অসম-বাংলা সংযোগকারী জাতীয় সড়ক। বিক্ষোভকারীরা 'বেঙ্গল পুলিশ হায় হায়' স্লোগান দিতে থাকেন। এমনকি পুলিশি ব্যারিকেড ভেঙে বাংলায় প্রবেশের চেষ্টা করেন চালকদের একাংশ। যা নিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে চালকদের তীব্র বাদানুবাদ হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় অসম-বাংলা সীমানা লাগোয়া তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় এলাকায়।

অভিযোগ, টানা সাতদিন ধরে মেঘালয় থেকে আসা কার্বনবোঝাই লরিকে অসমেই দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বারবার পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও গাড়ি আটকে রাখার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও উত্তর মেলেনি বলে দাবি চালকদের। অবরোধ প্রত্যাহার হয় রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। দীর্ঘক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ থাকায় স্তব্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। আটকে পড়ে জরুরি পরিষেবা থেকে সরকারি-বেসরকারি পরিষেবার গাড়িও। চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অসম ও বাংলা, দুই রাজ্যের বিশাল পুলিশবাহিনী। তবে কী কারণে গাড়িগুলিকে আটকে রাখা হয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, 'অনেক গাড়ির বৈধ নথিপত্র নেই। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পণ্যবাহী লরিগুলিকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। যেমন নির্দেশ আসবে, তেমন পদক্ষেপ করা হবে।' কয়েক ঘণ্টা অবরোধের পর রাত সাড়ে আটটা নাগাদ বিক্ষোভকারী চালকদের গাড়ি সহ সরিয়ে দেয় অসম পুলিশ। কারণ, শনিবার কোচবিহার থেকে অসমে সড়কপথে ফিরবেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

চালকদের বক্তব্য, মেঘালয় থেকে অসম দিয়ে আসার পথে কোনও সমস্যা হয়নি। শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রে লরি আটকে হেনস্তা করা হচ্ছে। যদি তাঁদের নথি অবৈধ হয়ে থাকে, তাহলে গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা করুক পুলিশ। কিন্তু এভাবে অল ইন্ডিয়া পারমিট থাকা হাজার হাজার লরিকে টানা সাতদিন ধরে আটকে রাখা যায় না। বাংলায় ঢুকতে না পারায় অসমে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়েছে। অসমের পেট্রল পাম্পে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখতে গিয়ে ১২ ঘণ্টায় ৫০০ টাকা পার্কিং চার্জ গুনতে হচ্ছে বলে দাবি চালকদের। ডিজেল চুরি, মোবাইল ফোন খোয়া যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। এই অবস্থায় আর কতদিন তাঁরা অসমে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চালকরা। এমন প্রশ্নকে সামনে রাখার পাশাপাশি প্রতিবাদে লরি দাঁড় করিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা।

পঞ্জাবের চালক পবীন্দ্র সিং বলেন, 'মেঘালয় থেকে অসম দিয়ে আসার সময় কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। অথচ বাংলার পুলিশ আমাদের প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না। কী কারণ, সেটা খুলে বলছে না। টানা সাতদিন ধরে প্রায় হাজারটি লরি দাঁড়িয়ে আছে। তাই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।' অন্ধ্রপ্রদেশের মনসুর আলি বলেন, 'আমাদের কাছে অল ইন্ডিয়া রোড পারমিট রয়েছে। কার্বন পরিবহণের বৈধ নথি রয়েছে। তা সত্ত্বেও সাতদিন ধরে বাংলায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। কী কারণ, তা পুলিশ কোনও নির্দেশিকা দেখাতে পারেনি। আমরা চাইছি, যদি আমরা অবৈধ হয়ে থাকি, আমাদের গাড়ি আটকে কেস করা হোক। নতুবা আমাদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক।'

■ মেঘালয় থেকে আসা কার্বনবোঝাই লরিকে ঢুকতে বাধা, অসম-বাংলা সীমানায় জাতীয় সড়ক অবরোধ

■ টানা সাতদিন ধরে গাড়িগুলিকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, অসমে আটকে থেকে আর্থিক ক্ষতির মুখে চালকরা

■ শনিবার সড়কপথে অসমে ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, রাতে অবরোধ সরাল অসম পুলিশ

মেঘালয় থেকে অসম দিয়ে আসার সময় কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। অথচ বাংলার পুলিশ আমাদের প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না। কী কারণ, সেটা খুলে বলছে না। টানা সাতদিন ধরে প্রায় হাজারটি লরি দাঁড়িয়ে আছে। তাই প্রতিবাদে আমরা আন্দোলনে নেমেছি।

পবীন্দ্র সিং লরিচালক

তিন নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার, ধৃত ১

শামুকতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রেমের টানে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল শামুকতলা থানা এলাকার তিন কিশোরী। শেষপর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় তিনজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় ফালাকাটার নবগ্রামের বাসিন্দা চিরঞ্জিত সরকারকে শুক্রবার সকালে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়া আরও দুই তরুণের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ফালাকাটা এলাকার তিন তরুণের সঙ্গে ওই তিন কিশোরীর বন্ধুত্ব হয়। গত রবিবার তাদের দক্ষিণ মহাকালগুড়ির মহাকালধামের মেলায় যাওয়ার পরিকল্পনা হয়। এরপর ওই কিশোরী ও তরুণরা মেলা থেকে একসঙ্গে বাসে করে আলিপুরদুয়ার যায়।

এরপর সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু নিখোঁজের বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হতেই ওই তরুণরা দুই কিশোরীকে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া এলাকায় তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাখে। অপর কিশোরীকে ফালাকাটায় একটি বাড়িতে রাখা হয়। এরপর দুই তরুণ গা-ঢাকা দেয়।

পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিন কিশোরীকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

বৃহস্পতিবার রাতে বাঁধের ধসে যাওয়া অংশ রক্ষায় কাজ করছেন বাসিন্দারা।

জলবৃদ্ধিতে কুচলিবাড়িতে তিস্তার বাঁধে ধস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : তিস্তার জলস্তর বৃদ্ধি ও সংলগ্ন এলাকায় তীব্র স্রোতের জেরে বাঁধের একাংশে ধস নামায় বৃহস্পতিবার রাতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯১ নম্বর অন্দরান কুচলিবাড়ি গ্রামে আতঙ্ক ছড়ায়। রাতেই পরিস্থিতি সামাল দিতে বাঁধ মেরামতির কাজে নেমে পড়েন গ্রামবাসীরা। তিস্তার স্রোতের চাপ কমাতে বাঁধের পাশে গাছের গুঁড়ি সহ বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে রাত ১টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেখলিগঞ্জের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও) নরেশরাজ রাই। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিজেপি যুব মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি জ্যোতিবিকাশ রায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাহস জোগানোর পাশাপাশি বাঁধ সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কথা বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন বিডিও।

এলাকার বাসিন্দা বিমল রায় বলেন, 'বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগে থেকেই নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করে। এরপর দেখি বাঁধসংলগ্ন সমতল জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ রক্ষার উদ্যোগ নেন। সারারাত বাঁধ পাহারা দেওয়া হয়েছে।' আর এক বাসিন্দা অনিল রায় বলেন, 'গ্রামবাসীরা এই পরিস্থিতির কথা জানতে পেরে প্রশাসনের অপেক্ষা না করে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ রক্ষার কাজ শুরু করেন। গাছ কেটে বাঁধের ধারে বেঁধে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।'

বিজেপি যুব মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা সহ সভাপতি বলেন, 'বিগত দিনে সরকার বাঁধের সংস্কারের কাজ না করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিধায়ক ও সাংসদ উভয়ের সঙ্গেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁরা দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন।'

মেখলিগঞ্জের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক জানান, বাঁধ সংস্কারের কাজ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে এবং শীঘ্রই তা শুরু করার বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার আগে থেকেই নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করে। এরপর দেখি বাঁধসংলগ্ন সমতল জমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ রক্ষার উদ্যোগ নেন। সারারাত বাঁধ পাহারা দেওয়া হয়েছে।

বিমল রায় স্থানীয় বাসিন্দা

আজ মধুপুর সত্রে হিমন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুধু অসম বা পশ্চিমবঙ্গই নয়, এবার গোটা ভারতের কাছে কোচবিহারের মধুপুর সত্রকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিল অসম সরকার। অসম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মধুপুরে পর্যটকদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি নিবাস তৈরি করা হবে। পাশাপাশি নতুন উপাসনার ঘর, মধুপুর চত্বরের রাস্তাঘাট তৈরি সহ সার্বিক উন্নয়নে সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা মধুপুরে আসবেন। তার আগে শুক্রবার অসম ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং মন্ত্রীরা মধুপুর সত্র দফায় দফায় ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সেখানে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে। কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'মধুপুরকে নিয়ে অসম সরকারের বেশকিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন।'

কোচবিহার তো বটেই, অসমের বাসিন্দাদের কাছেও কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর সত্রটি একটি অন্যতম পর্যটনস্থল ও পবিত্র ধর্মীয় জায়গা। কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে অসমের বিশিষ্ট ধর্মগুরু শংকরদেব কোচবিহারে আসেন। এই মধুপুরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। পরে সেই স্মৃতিবিজড়িত জায়গাকে কেন্দ্র করে সুবিশাল মন্দির গড়ে ওঠে। শংকরদেবপন্থী বৈষ্ণবদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। প্রায় প্রতিদিনই অসম থেকে বহু পর্যটক ও পুণ্যার্থী এখানে আসেন। তবে তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত থাকার জায়গা নেই। সেখানকার কীর্তনের ঘর, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামোর অনেকটাই বেহাল দশা। সর্বানন্দ সোনোয়াল অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এখানে পরিকাঠামোর বেশকিছু কাজ করেছিলেন। তবে বর্তমানে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ। মধুপুরের প্রধান সত্রাধিকারী পীতম্বর ভকত বলেন, 'এখানে প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন। তবে পরিকাঠামো সেভাবে মজবুত নয়। আমরা আগেই অসম সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম। এখানে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় আমরা খুশি।'

জোরকদমে কাজ চলছে মধুপুর সত্রে। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

মধুপুর সত্রটি মূলত অসম সরকারই দেখভাল করে। সেখানে ন'জন পুরোহিত রয়েছেন। নিয়মিত পুজো ও উপাসনা হয়। কিছুদিন আগেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখানে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন। অসম প্রশাসন সূত্রের খবর, সেই বিপুল টাকা দিয়ে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য পরিকাঠামো গড়া হবে। কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেছেন, 'সরকারিভাবে এখানে দুই রাজ্যের পর্যটন, সংস্কৃতি ও কুটিরশিল্পের বিনিময়কেন্দ্র গড়ে তুললে দুই রাজ্যের মানুষই উপকৃত হবে। এখানে স্টল তৈরি করে দুই রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' শুক্রবার অসমের মন্ত্রী অশ্বিনী রায় সরকার, কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সহ দুই রাজ্যের প্রশাসনের আধিকারিকরা মধুপুর সত্রে পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে একপ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তাঁরা।

গঙ্গার পাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'পিংকি, পিংকি, কোথায় গেলি রে...'— কেশরপুর বাঁধের ওপর কালো পলিথিনে ঘেরা অস্থায়ী আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার মেয়েকে ডাকছিলেন সুমা মণ্ডল। বন্যার জলে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার পর এখন এই বাঁধই তাঁদের ঠিকানা। তাই সাত বছরের মেয়ে চোখের আড়াল হলেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান মা। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও মেয়ের সাড়া না পেয়ে পলিথিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুমা। এদিক-ওদিক তাকাতেই কিছুটা স্বস্তি ফিরল তাঁর মুখে। কিছুটা দূরে বাঁধে আশ্রয় নেওয়া পিংকির বয়সি অর্চনার সঙ্গে দৌড়ে বাড়ির দিকে ফিরছে পিংকি।

মেয়ে কাছে আসতেই রাগমেশানো গলায় মা বলে উঠলেন, 'বলেছি না, আমাকে না বলে কোথাও যাবি না। ভয় নেই বুঝি?' মায়ের বকুনি খেয়ে পিংকির সরল উত্তর, 'অর্চনার বাড়িতে গিয়েছিলাম তো। ওখানে পুতুল খেলছিলাম।' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমা ফের বললেন, 'সারাদিন না খেলে একটু তো পড়াশোনা করতে পারিস।' সঙ্গে সঙ্গে পিংকির উত্তর, 'স্কুল তো বন্ধ।'

মাত্র তিনটি শব্দ। অথচ সেই কথার মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে বন্যায় আটকে পড়া অসংখ্য শিশুর দীর্ঘশ্বাস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্লাবনের জন্য শুধু মানিকচকেই বন্ধ ৫৮টি প্রাথমিক স্কুল। আর জেলায় সেই সংখ্যাটা ৮৩। পিংকি আর অর্চনা—দুজনেরই বয়স সাতের কাছাকাছি। পিংকিরা পড়ে কেশরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই সময়টায় তাদের হাতে থাকার কথা ছিল বইখাতা, আর পরনে থাকার কথা স্কুলের পোশাক। বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, ক্লাসে বসে পড়াশোনা আর টিফিনের সময় হইচইয়ে দিন কেটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গঙ্গার গ্রাসে সেই স্বাভাবিক জীবন এখন অনেক দূরে।

মালদায় বন্যার জলে ডোঙা নিয়ে খেলায় ব্যস্ত।

পিংকিদের মতোই কেশরপুর বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে হেমন্ত মণ্ডল। বয়সে নাবালক, স্বভাবে বেশ শান্তশিষ্ট। পুলিনটোলায় ছিল তাদের বাড়ি। কিন্তু রাক্ষুসে গঙ্গা সেই ভিটেমাটি কেড়ে নিয়েছে। এখন মা-বাবার সঙ্গে বাঁধের ওপরেই দিন কাটছে। একটা ভাঙা চেয়ারে বসেছিল হেমন্ত। হাতে বড়সড়ো একটি পেয়ারা। সামনে দিয়ে দুরন্ত গতিতে বয়ে চলেছে গঙ্গা। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছেলেটির চোখেমুখে যেন বন্দি জীবনের ক্লান্তি। কথা বলতে যেতেই হেমন্তের সরল স্বীকারোক্তি, 'জানি না কবে স্কুল খুলবে। কবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে আর থাকতে ভালো লাগছে না।' তারপর দেখিয়ে দিল বাঁধের ওপর খেলতে থাকা কয়েকজন শিশুকে। বলল, 'ওরাও আমার বন্ধু। ওই যে ওরা, সবাই খেলছে।' নিজে খেলতে যাচ্ছে না কেন? প্রশ্ন শুনে হেমন্ত বলল, 'এখন খেলতে গেলে মা বকবে। মা রান্না করছে। আর আমি এখানে বসে বোনকে পাহারা দিচ্ছি।'

একদিকে গঙ্গার গর্জন, অন্যদিকে বাঁধের ওপর পলিথিনের অস্থায়ী ঘর। তার মাঝেই বড় হয়ে উঠছে পিংকি, অর্চনা, হেমন্তরা। প্লাবন শুধু তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নেয়নি, থমকে দিয়েছে তাদের পড়াশোনা, খেলাধুলো, বন্ধুত্ব— সবকিছু।

ভুবনটোলায় দেখা হল অলোক আর দীপকের সঙ্গে। ওরা কিশোর। পড়াশোনা শিকেয় তুলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে দেখতে। ওরা একটু বড়, তাই হয়তো বেশ ভয়ডরহীন। কিন্তু আশঙ্কায় থাকেন অভিভাবকরা। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যদি কেউ তলিয়ে যায় সর্বগ্রাসী গঙ্গায়! বাঁধের ওপর আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে শুরু করে। পিংকিরা ফের পলিথিনের ঘরে ঢুকে পড়ে। হেমন্তের হাতে তখনও ধরাই রয়েছে সেই পেয়ারা। সামনে একইভাবে বয়ে চলে গঙ্গা। আর তারই পাশে, তাদের নিজেদেরও অজান্তে, একটু একটু করে শৈশব হারিয়ে ফেলছে হেমন্তরা।

মুক্তি

ছত্তিশগড়ে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক মুর্শিদাবাদের ২৩ শ্রমিকের মধ্যে ১৯ জনকে মুক্তি দিল পুলিশ। নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় বাকি চার জন এখনও আটক রয়েছে।

গিনেস রেকর্ড

চোখ বন্ধ করে সুরের নোট, স্কেল শনাক্ত করতে পারে মধ্যমগ্রামের ১১ বছরের যশমিতা দত্ত। মাত্র ২ মিনিট ২ সেকেন্ডে ৩৯টি মিউজিক্যাল নোট ও ২০টি কর্ড চিনে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছে সে। ভবিষ্যতে প্লেব্যাক সিঙ্গার হতে চায় যশমিতা।

ধৃত বাংলাদেশি

পার্ক স্ট্রিটে অভিযান চালিয়ে মোবাইল পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ৫৬টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধারের পাশাপাশি এক বাংলাদেশি ও এদেশের দুই নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সিঙ্গুরে বিশ্বকর্মা

সিঙ্গুরে টাটাদের পরিত্যক্ত কারখানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোহার রড, ভাঙা দেওয়াল। পরিত্যক্ত ওই জমিতে বিশ্বকর্মাপুজো করে শিল্পায়নের আশা করলেন কৃষকরা।

নাড়ির টানের চেয়ে স্নেহই বড়

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : নাড়ির টান নয়, অপত্য স্নেহই বড়। তিন বছর ধরে আগলে রাখা শিশুকে পালক পিতামাতার কাছেই ফিরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনের খাতা-কলমের হিসেব বা নথির অমিল যতই থাকুক না কেন, আদালতের মত, প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয়ের চেয়ে ভালোবাসায় ভরা পরিবারের শিশু সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকে।

২০২৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে জন্ম নেয় ওই শিশু। অপরিণত এবং শারীরিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রায় ২৫ দিন চলে প্রাণপণ লড়াই। দারিদ্রতার কারণে শিশুটিকে লালনপালন করতে অপারগ তাঁর জন্মদাতা বাবা-মা। তাই হাসপাতাল থেকে ছুটির দিনই তুলে দেওয়া হয় পালক বাবা-মায়ের কাছে। যে নোটারি করা হয়, তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। দীর্ঘ তিন বছর পরম স্নেহে শিশুটিকে বড় করে তোলেন তাঁরা। কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে বিপত্তি ঘটে। ভর্তি করাতে দরকার জন্মের শংসাপত্র। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন নিয়ে ছুটে গেলে তাদের পাঠানো হয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে। কিন্তু দত্তক গ্রহণের আইনি নিয়ম না মানায় ফেব্রুয়ারি মাসে শিশুটিকে দম্পতির হেপাজত থেকে নিয়ে নেয় কমিটি। শিশুটিকে ফিরে পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন পালক বাবা-মা। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'আইনের থেকেও শিশুর স্বার্থের গুরুত্ব বেশি। শিশুটি অনাথ বা পরিত্যাক্ত নয়। পালক বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ নেই। শিশুকে তার পরিচিত পারিবারিক পরিবেশেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।' শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে সে কেমন থাকে তা দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারিকে প্রতি তিনমাস অন্তর শিশুটির পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। দত্তক নেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকায় আইনগতভাবে সন্তানের দায়িত্বের জন্য আবেদন করবেন দম্পতি।

কয়লা কেনা নয়, বিক্রি করছে বাংলা

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : একসময় কয়লার জোগান আটকে গেলেই থমকে যেত বিদ্যুৎ উৎপাদন। চাহিদার সিংহভাগ মেটাতে ভরসা করতে হত কোল ইন্ডিয়ার ওপর। সেই নির্ভরতার দিন এখন অতীত। নিজেদের খনি থেকে প্রয়োজনের পুরো কয়লা তুলে এবার অতিরিক্ত কয়লা বিক্রির পথে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিপিডিসিএল)। তাদের প্রথম ক্রেতা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসি।

অতিরিক্ত কয়লাকে এবার রাজস্বের উৎস করতে চাইছে রাজ্য সরকারি সংস্থা। কেন্দ্রের ২০২১ সালের সংশোধিত খনিজ আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ক্যাপটিভ খনির অতিরিক্ত কয়লার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাজারে বিক্রি করা যায়। সেই সুযোগেই এনটিপিসির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে ডব্লিউবিপিডিসিএল। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এনটিপিসিকে দেওয়া হবে পাঁচ লক্ষ টন কয়লা। ইতিমধ্যেই পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে একই সময়ের মধ্যে ই-নিলামের মাধ্যমে আরও ৩০ লক্ষ টন কয়লা বিক্রির লক্ষ্য নিয়েছে নিগম। সব মিলিয়ে সাড়ে ৩৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত কয়লা বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্বকর্মার আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার নবান্নে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ভোটের স্বচ্ছতায় প্রশ্ন নন্দীগ্রামে

বিরোধীদের সমালোচনায় বিদ্ধ শাসক শিবির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের ৫ মাসের মধ্যে রাজ্যের দুটি উপনির্বাচনকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তারপর সরকার আদৌ নির্বাচন চায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে নন্দীগ্রাম আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন। আর গ্রেপ্তার হলেন কংগ্রেসের প্রার্থী। রেজিনগরে মমতার প্রার্থীকেও নিয়েও সংশয়ের মেঘ জমতে শুরু করেছে।

কমিশন প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়ার পর এমনিতেই মমতার তৃণমূল নির্বাচনী লড়াইয়ে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী গড়ে কার্যত শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করতেই হিমশিম অবস্থা হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সঞ্চিতা প্রধান দে কে প্রার্থী করেছিল তারা। কিন্তু, মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগের রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুক্রবার মনোনয়ন প্রত্যাহারে নানা জল্পনা উস্কে দিল। নাম প্রত্যাহারের পেছনে চাপের রাজনীতির অভিযোগও তুলেছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল। এদিকে দলের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের পর নন্দীগ্রামে মমতা কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা ঘোষণার পরেই কংগ্রেস প্রার্থীকে যে ক্ষিপ্রতায় নন্দীগ্রাম পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের তরফে এই ঘটনার প্রতিবাদই নয়, দলীয় প্রার্থীর গ্রেপ্তারিকে আইনী পথে চ্যালেঞ্জ ও কমিশনের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে।

এদিন সরকার ও কমিশনের সমালোচনায় একে নির্বাচনের নামে প্রহসন বলে সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। জল্পনা বেড়েছে রেজিনগরে মমতার প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরিকে নিয়েও। চাপের মুখে সেখানেও প্রতিদ্বন্দিতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন রবিউল। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার মুখোমুখি হতে চাইছে না বলেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে সরকার। সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়িও বলেন, 'গত চারমাসে রাজ্য সরকার যেভাবে একের পর জনবিরোধী নীতি কার্যকর করা ও আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর কাজ করে চলেছে তাতে এখনি এই সরকারের জনপ্রিয়তা মারাত্মক ভাবে কমেছে। নির্বাচন অবাধ হলে দুটি কেন্দ্রেই তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। কিন্তু মাত্র চার মাসে বিজেপির গ্রাফ নিম্নমুখী হলে, সরকারের মুখ পুড়বে। সেটা বুঝেই নির্বাচনকে কার্যত বিরোধীশূন্য করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, এক দেশ, এক ভোটের মতই বিজেপি একদলীয় ব্যবস্থাই কায়েম করতে চায়। রাজ্যে এটা তার শুরু। আইএসএফ এর কাছ থেকে প্রতীক খাম কেড়ে নিতে চলেছে কমিশন।

এই সব প্রশ্নেই বিজেপির অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের আসনে দলকে জিততে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে কেন? সেই জল্পনায় উঠে আসছে নন্দীগ্রামের প্রার্থী নির্বাচনও। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যেদিন নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে ভবানীপুরের বিধায়ক হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সেদিনই নন্দীগ্রাম আসন নিয়ে স্থানীয় বিজেপির অন্দরে অঙ্ক কষা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আচমকা হাসিরানীকে প্রার্থী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ায়, সেই সিদ্ধান্ত মানতে হয়েছে দলকে। কিন্তু তাতে দলের ক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়নি। দল ও দলের বাইরে এসব কারণই কি নন্দীগ্রাম নিয়ে উৎকণ্ঠা ফেলল দলকে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

হাজিরা এড়ালেন মহুয়া

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের ইস্যুতে দ্বিতীয়বার পুলিশের তলব এড়ালেন কালীঘাট তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার ই-মেলের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রতীক হাতছাড়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজিরা এড়ালেন মহুয়া। অপরদিকে এদিনই ডিম হামলার বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

গত বুধবার মহুয়াকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় ৮ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহুয়া। তেহট্ট ১ পঞ্চায়েত সভাপতি, সহসভাপতি সহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ই-মেলা মারফত থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সেই অনুযায়ী তদন্ত শুরু হয়েছে। সমগ্র ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও তেহট্টের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ জানান, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের দলের কোনও কর্মী সমর্থক জড়িত নন। সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

'খাম' সংকটে আইএসএফ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচনের আগে নতুন করে প্রতীক সংকট তৈরি হল। এতদিন আইএসএফের সঙ্গে খাম প্রতীকটি হয়েছিল সমার্থক। কিন্তু বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল চিহ্ন ফ্রিজ হতেই নতুন করে প্রতীক পেয়েছে দুই পক্ষ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির অর্থাৎ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকে খাম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি। এই পদক্ষেপ পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, '২০২৬-এর ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের কাছে খাম প্রতীক রিনিউ করিয়েছি। এটা ফ্রি সিম্বল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মঞ্জুর করেছিল। ২০২১ সাল থেকে আমরা এই প্রতীকে লড়ছি।' ২০২৬ সালের ভিত্তিতেই এই উপনির্বাচন হচ্ছে। তাই হঠাৎ করে প্রতীক দিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হবেন নৌশাদরা। কেন দুটি রাজনৈতিক দলকে একই প্রতীক দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি নির্বাচন কমিশন।

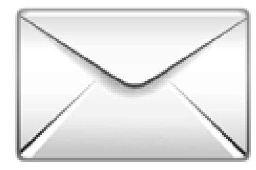

২০২৬-এর ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের কাছে খাম প্রতীক রিনিউ করিয়েছি। এটা ফ্রি সিম্বল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মঞ্জুর করেছিল। ২০২১ সাল থেকে আমরা এই প্রতীকে লড়ছি।

নৌশাদ সিদ্দিকী

নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী এহতেশামুল হক নতুন প্রতীক নিয়ে বেশ খুশি। তিনি জানিয়েছেন, এই প্রতীক তুলে ধরে প্রচার সারবেন তিনি। নৌশাদ বলেন, 'নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সেখানে মূল লড়াইয়ের জায়গা তৈরি হয়েছিল আইএসফের জন্য। ঠিক এই কারণে আইএসএফকে দুর্বল করার চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

তবে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, আইএসএফ রেকডনাইজড আনরেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি। ফলে তার নিজস্ব কোনও স্থায়ী বা সংরক্ষিত নির্বাচনি প্রতীক নেই। এই ধরনের দলের ক্ষেত্রে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন শেষ হলে কমিশনের হাতে থাকা ফ্রি সিম্বলের মধ্য থেকে প্রতীক দেওয়া হয়।

নিয়ম মেনে রেল ট্র্যাকে পুজো। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে। -পিটিআই

পুরভোটে সংরক্ষণের খসড়া প্রকাশ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ডিলিমিটেশন শেষ। এবার প্রকাশিত হল কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২০৯টি ওয়ার্ডের সংরক্ষণ-বিন্যাস জানাল পুরসভা। খসড়া অনুযায়ী, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৬টি জেনারেল ক্যাটাগরি এবং চারটি তপশিলি জাতির মহিলাদের জন্য। এছাড়াও তপশিলি জাতির জন্য আলাদা করে সংরক্ষিত হয়েছে ১২টি আসন। তবে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তপশিলি উপজাতির জন্য কোনও আসন সংরক্ষণ করা হয়নি।

প্রকাশিত খসড়া নিয়ে ইতিমধ্যে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের দুই বিরোধী দল সিপিআইএম ও কংগ্রেস। দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন অ্যাক্ট, ১৯৯৪ মেনেই এই খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। পুরসভা জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাগরিক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যক্তি আপত্তি বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। সেই আবেদন খতিয়ে দেখে দু'সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

কাঠগড়ায় কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্ট

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : খোদ রক্ষকই যখন ভক্ষক হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে কলকাতার এক ট্রাফিক সার্জেন্টের অভাবনীয় গ্রেপ্তারিতে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে লালবাজারের অন্দরে। শুধু তাই নয়, পুলিশের নিজস্ব ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেমে কীভাবে এত বড় গলদ তৈরি হল, তা নিয়ে রীতিমতো রাতের ঘুম উড়েছে শীর্ষ কর্তাদের।

ঘটনার সূত্রপাত ২৪ আগস্ট। ঝাড়খণ্ডের চান্ডিল থানা এলাকায় ৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারের একটি হোটেলের কাছে খুন হন নিখিল সবলোক (৩৭) নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী। তদন্তে নেমে ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানতে পারে, এটি একটি রীতিমতো ছক কষা সুপারি কিলিং। তদন্তকারীদের জালে উঠে আসে কলকাতার বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট অয়ন গুপ্তের নাম। অভিযোগ, ২০১০ ব্যাচের এই পুলিশ অফিসার সুপারি কিলারদের ওই ব্যবসায়ীর রিয়েল-টাইম টাওয়ার লোকেশন এবং কল ডিটেল রেকর্ড বা সিডিআর পাচার করতেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করত একই ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাস। টুইঙ্কলই খুনের মূল চক্রী রাঘবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

বৃহস্পতিবার লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে অয়ন ও টুইঙ্কলকে ম্যারাথন জেরা করেন গোয়েন্দারা। বয়ান রেকর্ড করার পরই অয়নকে গ্রেপ্তার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট কীভাবে এই ধরনের হাই-প্রোফাইল ডিজিটাল তথ্য হাতালেন?

মামলা খারিজ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সর্বত্র গেরুয়াকরণের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া রং করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

তৃণমূল আমলে সব জায়গায় নীল-সাদা রং করা হয়। সরকার পরিবর্তন হতেই গেরুয়াকরণ চলছে। মামলাকারীর অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত সরকারি টাকা নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি হঠাৎ করে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের দেওয়ালেও গেরুয়া রং করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের গেটেও গেরুয়া রং দেওয়া হয়েছে। যদিও আবেদনকারীকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলা হয়।

জল পেরিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে। কলকাতায়। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

পুলিশি হেপাজতে আকাশ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কিষেনজি ঘনিষ্ঠ মাওবাদী শীর্ষ নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে পুলিশি হেপাজতে পাঠাল আদালত। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারির পর শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। নিম্ন আদালতে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের আইনজীবী দাবি করেন, আকাশের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় ৩৩টি মামলা রয়েছে। তাঁকে ধরার জন্য মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের আইনজীবী জানান, একের পর এক নাম বদলে নিজেকে আড়াল করতেন অসীম। যদিও তাঁকে আকাশ নামে বেশিরভাগ লোক চেনে। তিনি একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে গিয়ে বেআইনি কার্যকলাপ ও নাশকতামূলক কাজের চক্র গড়ে তুলতেন আকাশ। যদিও আকাশের আইনজীবী ইয়াসিন রহমান দাবি করেন, ২০১১ সালের আগে এমন অনেকে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যাঁরা এখন সমাজের হিরো হয়ে গিয়েছেন। আকাশকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পাহাড়ে পার্কিং জোন তৈরির নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে পাহাড়ের যানজট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের মূল রাস্তার প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা যত্রতত্র অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে বিপাকে পড়ছেন পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুলপড়ুয়ারা। পাহাড়ের এই সমস্যা সমাধানে এবার দ্রুত নতুন পার্কিং জোন গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার সল্টলেকের 'আরক্ষা ভবন'-এ রাজ্য পুলিশের সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিবের উদ্যোগে এবং ট্রাফিক পুলিশ আইজি ত্রিপুরারি সাহেবের নেতৃত্বে এই আধুনিক কন্ট্রোল রুমটি চালু করা হয়েছে। সেখানেই পাহাড়ের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ে জমির প্রাকৃতিক ঘাটতি থাকলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ে সমতলের মতো জমি পাওয়ার সমস্যা থাকলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যানজট মোকাবিলায় বিকল্প ও নতুন পার্কিং জোন চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে। এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরসি) এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুর প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষের পরামর্শ ও সার্বিক সমন্বয় বজায় রেখেই প্রস্তুত করা হবে নতুন ট্রাফিক ও পার্কিং ব্লু-প্রিন্ট।

পাশাপাশি, পাহাড়ের যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ের রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামতির লক্ষ্যে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-কে ৪৬৫টি প্রকল্পের অধীনে ২৪৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্য বাজেটে আরও ৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুজো ও পর্যটন মরশুম শুরুর আগেই যাতে কাজ শেষ হয়, সে বিষয়ে জিটিএ-র নবনিযুক্ত প্রশাসককে বিশেষ নজর দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

শুধু পাহাড় নয়, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির যানজট নিয়ন্ত্রণ করতেও এবার সরাসরি নজর রাখবে নবান্ন। সল্টলেকের সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম থেকে এদিন ভিডিও নজরদারির মাধ্যমে পুরো রাজ্যের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। ফরাক্কা,

পলসন্ডা, পালসিট, ডানকুনি ও ধূলাগড় চেকপোস্টের লাইভ ট্রাফিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সড়ক নিরাপত্তা ও যানজট দূরীকরণে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ পেতে একটি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর (১৮০০-৩৪৫-৮৯২২) চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা এবং পৃথক মোবাইল অ্যাপও চালু করবে পরিবহন দপ্তর। দূরপাল্লার সড়ক এবং জাতীয় মহাসড়কগুলিতে কৃত্রিম বা উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে যানজট তৈরি করা হচ্ছে কি না, তাও এই সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

বাদল মেঘেও বাহারি ঘুড়ির মেলা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আকাশে কালো মেঘ, সঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়া। তবু শুক্রবার নিউটাউনের ইকো পার্কের হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে দেখা মিলল প্রায় চল্লিশ রকম বাহারি রং ও আকারের ঘুড়ির। পাইলট, টিলোবিট, স্ট্যান্টার, রোকাকো—নামেও যেমন বৈচিত্র্য, নকশাতেও তেমন চমক। বিশেষ নজর কেড়েছে রোকাকো। সামনেই দুর্গোৎসবের কথা মাথায় রেখে সেই ঘুড়িতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মা দুর্গার মুখ। তেরঙার ওপর 'ভারত' ও 'আই লাভ কলকাতা' লেখা ঘুড়িও জায়গা করে নিল আকাশে। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আয়োজিত হল একদিনের 'কলকাতা ঘুড়ি উৎসব ২০২৬'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

ঘুড়ি উৎসবে শংকর ঘোষ ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী। শুক্রবার ইকো পার্কে।

শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'প্রযুক্তি ও সময়ের কারণে হারিয়ে যেতে বসা শৈশবকে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে নিজেদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে আমাদের এই উদ্যোগ।' তবে এদিন খারাপ আবহাওয়ার কারণে যে ধরনের জনসমাগম আশা করা হয়েছিল সেটা পূরণ হয়নি। তা স্বীকার করে শংকর বলেন, 'আবহাওয়া প্রতিকূল না হওয়ায় বড় আকারে করার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।' আগামীদিনে এধরনের অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গ সহ বাকি জেলায় পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'সিটংয়ে কমলালেবু উৎসব, দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে চা উৎসব, মেঘনা থেকে সান্দাকফু পর্যন্ত ওয়াকাথন কর্মসূচি করার কথা রয়েছে। ডুয়ার্স ও মালদাকে সামনে রেখেও কিছু উৎসব করার পরিকল্পনা রয়েছে।' এদিন কিছুক্ষণের জন্য খোশমেজাজে লাটাই-সুতো হাতে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা গিয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীকে। পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কথায়, 'মনে হল শৈশবে ফিরে গেলাম।'

এই অনুষ্ঠানে ঘুড়ির দায়িত্বে ছিল আহমেদাবাদের মাই ইন্ডিয়া কাইট টিম নামের এক সংগঠন। তাদের এক আধিকারিকের কথায়, 'চিন, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে ঘুড়ির নকশা। সেই নকশা অনুযায়ী আহমেদাবাদে তৈরি হয় ঘুড়ি। ঘুড়ি আমাদের কাছে হেরিটেজ।' তাঁর দাবি, পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তেলেঙ্গানা, দিল্লি, গোয়া, মহারাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে তাঁর বক্তব্য, পর্যটনের সঙ্গে স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে যুক্ত করার সুযোগও বাড়ছে।

ঘোষণায় চিঁড়ে ভিজবে না, রাজ্যের চাই রকেটের গতি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতার শতবর্ষ, অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে গোটা দেশ যখন 'উন্নত ভারত' গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন বাংলা কি পিছিয়ে থাকবে? একেবারেই নয়। বাংলার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতিকে অন্তত পাঁচগুণ বড় করা। কিন্তু স্বপ্ন দেখা আর তা বাস্তবে রূপায়ণের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' বা ওআরএফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট।

নীলাঞ্জন ঘোষ, আর্য রায়বর্ধনদের লেখা 'বিকশিত বঙ্গ : অ্যান এভিডেন্স-বেসড পলিসি রোড ম্যাপ ফর ওয়েস্ট বেঙ্গলস ৫এক্স ইকনমি' শীর্ষক এই রিপোর্ট স্পষ্ট বলছে, অর্থনীতিকে পাঁচগুণ করতে হলে আগামী কয়েক দশক রাজ্যকে ধারাবাহিকভাবে ৭.২৫ শতাংশ হারে আর্থিক বৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে। অথচ গত একদশকের (২০১১-১২ থেকে ২০২৪-২৫) হিসেব বলছে, বাংলার বৃদ্ধির হার আটকে আছে মাত্র ৪.৬৯ শতাংশে।

কোথায় গলদ? রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পরিষেবা ক্ষেত্র কিছুটা আশার আলো দেখালেও বাংলার অর্থনীতির অন্যতম বড় ভরসা—কৃষি খাত রীতিমতো ধুঁকছে। রাজ্যের জিএসডিপি-তে প্রায় ২২.২৪ শতাংশ অবদান থাকলেও এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার মেরেকেটে ২.৮৯ শতাংশ। আলু, মাছ বা সবজি উৎপাদনে বাংলা প্রথম সারিতে থাকলেও সংরক্ষণের অভাব এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বেহাল দশার কারণে প্রচুর ফসল নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিষেবা ক্ষেত্রে পর্যটন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো

যাচ্ছে না। পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণের জট এবং ভগ্ন পরিকাঠামো লগ্নিকারীদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে।

তবে আশার কথা হল, রাজ্য সরকারও এই খামতিগুলো বুঝতে শুরু করেছে। ২০২৬-২৭ সালের রাজ্য বাজেটে চিরাচরিত অনুদানের রাজনীতি থেকে সরে এসে উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পে গতি আনতে বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভ পলিসি এবং ১০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নির জন্য 'সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' চালু করার কথা বলা হয়েছে,

বিকশিত বঙ্গের ব্লু-প্রিন্ট

যাতে জমির জট বা সরকারি অনুমোদনের লাল ফিতের ফাঁস লগ্নিকারীদের বিরক্ত না করে। ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য চালু হচ্ছে 'বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড'।

কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে তাল মেলানোর সুফলও মিলতে শুরু করেছে। আয়ুষ্মান ভারত (পিএমজেএওয়াই) প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করতে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য, যার ফলে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে এবং বার্ষিক প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় তহবিল রাজ্যের হাতে আসবে। পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে শিলিগুড়ি এবং ডানকুনিতে লজিস্টিক হাব, দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সীমান্ত বাণিজ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে এই শিলিগুড়ি লজিস্টিক হাব। তবে ওআরএফ রিপোর্ট শেষে একটা বড় সতর্কবার্তাও দিয়েছে। বাজেটে বড় বড় ঘোষণা করা এক জিনিস, আর তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্পূর্ণ অন্য। লগ্নির প্রতিশ্রুতিগুলো কত দ্রুত বাস্তবে কারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে, কত মানুষের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র উঠছে এবং পরিকাঠামোর কাজ কত দ্রুত শেষ হচ্ছে—তার ওপরই নির্ভর করছে 'বিকশিত বঙ্গ'-র আসল ভবিষ্যৎ।

নিঠারি খ্যাত সুরিন্দর কোলির আত্মহত্যা

হরিদ্বার, ১৮ সেপ্টেম্বর : ২০০৬ সালের সাড়া জাগানো নিঠারি হত্যাকাণ্ডে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বেকসুর খালাস পাওয়া সুরিন্দর কোলির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল হরিদ্বারের একটি চায়ের দোকান থেকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শুক্রবার ভোরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

হরিদ্বারের ভূপতওয়ালা এলাকার সপ্ত সরোবর রোডে লালমাতা মন্দিরের উলটো দিকে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চা বিক্রি করছিলেন সুরিন্দর। সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দোকান থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার খবর পেয়ে ফরেন্সিক দল পৌঁছোয়। প্রথম দর্শনে এটি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। দেহ হেপাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার বাসিন্দা সুরিন্দর নয়ডায় ব্যবসায়ী মণিন্দর সিং পান্ধেরের পরিচারক ছিলেন। ২০০৬ সালে সেই বাড়ির পিছনের নিকাশি নালা থেকে বহু শিশু ও তরুণীর কঙ্কাল উদ্ধার হলে দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়। একের পর এক মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও পরবর্তীতে প্রমাণের অভাবে তা খারিজ হয়ে যায়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট শেষ মামলাটিতেও সুরিন্দরকে সম্পূর্ণ বেকসুর মুক্তি দেয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে হরিদ্বারে দিনযাপন করছিলেন তিনি।

অন্যদিকে, নিঠারি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সুরেন্দ্র কোলির 'আত্মহত্যা'র খবরে যেন জ্বালা জুড়িয়েছে স্বজনহারা পরিবারগুলির। শুক্রবার সুরেন্দ্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর গ্রামের ভুক্তভোগী পরিবারগুলির সমস্বরে স্বীকারোক্তি, 'যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ওর বাঁচার কোনও অধিকার নেই! থাকতে পারে না।'

জাহাজে ধাক্কা
ভারত-পাক তর্জা

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : আরব সাগরে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কলকাতা ও পাকিস্তানি নৌসেনার জাহাজ পিএনএস হুনেইনের ধাক্কা লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক তরজা শেষ হয়েও হচ্ছে না।

ইসলামাবাদের দাবি খারিজ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা যে প্রতিবাদ করেছিলাম, তার ভিত্তিতে পাকিস্তানের উত্তর দেখেছি। সেই একই গড়িমসি, সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা।' নয়াদিল্লির অভিযোগ,

গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক জলসীমায় রুটিন টহলদারির সময় পাক জাহাজ বিপজ্জনকভাবে অতিক্রম করতে গিয়ে ১৯৯১ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন লঙ্ঘন করেছে। ওই চুক্তিতে দুই দেশের নৌসেনা জাহাজের মধ্যে অন্তত তিন নটিক্যাল মাইল দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। সংঘর্ষে ভারতীয় রণতরীর বিশেষ ক্ষতি হয়নি।

অন্যদিকে, দিল্লির দাবি উড়িয়ে পাকিস্তানের বক্তব্য, নিজেদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মহড়া চলাকালীন ভারতীয় যুদ্ধজাহাজটিই আক্রমণাত্মক আচরণ করেছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পাক জাহাজটি বন্দরে ফিরলেও ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনায় দুই দেশই কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।

হাতি মেরে সাথী... শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার একটি পার্কে।

জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস মুডিজ-এর

নিউ ইয়র্ক, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক সংঘাত সামলে ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করেছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা 'মুডিজ'।

চলতি ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি লাফিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২ শতাংশে। বিশ্বমঞ্চে এই অর্থনৈতিক হার জি-২০ ভুক্ত সমস্ত প্রধান দেশের চেয়ে অনেকটাই দ্রুততর। সাধারণ মানুষের কেনাকাটা বাড়ার পাশাপাশি সরকারি পরিকাঠামোয় বিপুল অর্থ বরাদ্দ ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ এই জোরালো বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। গত অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছিল ৭.৭ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা আইএমএফ, এস অ্যান্ড পি কিংবা দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বাভাসের তুলনায় মুডিজের নতুন হিসাব অনেকটাই বেশি। দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে পিএলআই প্রকল্প এবং পরিকাঠামো বিকাশে গতিশক্তি যোজনা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। তবে জিডিপি সংক্রান্ত ইতিবাচক ধারার মাঝেই মূল্যবৃদ্ধি ঘনিয়ে ওঠার আশঙ্কার কথাও শোনানো হয়েছে রিপোর্টে। মুডিজ সতর্ক করে বলেছে, 'পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ না থামলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের চড়া দাম গড় মূল্যবৃদ্ধিকে ৪.৮ শতাংশের ওপরে নিয়ে যেতে পারে।' পাশাপাশি এল নিনোর প্রভাবে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সূচকের ঊর্ধ্বমুখী গতি সাধারণ পরিবারের খরচে বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে।

অবশ্য জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত খরচ সত্ত্বেও দেশের পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ও তেল আমদানিতে উৎসের বৈচিত্র্য বড় ঢাল হিসাবে কাজ করবে। সেই কারণে রাজকোষ ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে ভারতের সার্বভৌম ঋণ রেটিং স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ অপরিবর্তিত রেখেছে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা।

দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণ, কুপিয়ে খুন

ধৃত তিন নাবালক সহ ৪

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে ফের গণধর্ষণ করে খুন। নয়ডার পর স্বরূপনগর। চলন্ত টেম্পোতে ষোলো বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে কুপিয়ে খুনের নৃশংস ঘটনায় কেঁপে উঠেছে রাজধানী। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির স্বরূপনগরের খোলা মাঠে ফেলা ক্ষতবিক্ষত দেহ কুকুর খুবলে খাওয়ার দৃশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসার পরেই তোলপাড় শুরু হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে স্বরূপনগরের কুশক রোড সংলগ্ন জয়পাল রানার মাঠ থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নাকে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে দেখতে গিয়ে হাড়হিম দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খোলা মাঠে বিকৃত দেহ ঘিরে কয়েকটি পথকুকুর টানাটানি করছিল। দেহের মুখ সম্পূর্ণ ক্ষতবিক্ষত ছিল, একাধিক ছুরির আঘাতের চিহ্নও ছিল তাতে। একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছিল। পচাগলা দেহের অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে প্রাথমিকভাবে পুরুষ না মহিলা তা বোঝার উপায় ছিল না। পরে দেহ পরীক্ষায় কিশোরীকে গণধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন চিকিৎসকরা।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ১১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) রাতে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। পরিচিত এক বন্ধুর ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি মালবাহী টেম্পোতে উঠেছিল ওই কিশোরী। টেম্পোটি এক নাবালক অভিযুক্তের ভাইয়ের। গাড়ির মধ্যে অভিযুক্তরা মদ্যপান করার পর কিশোরীকে গণধর্ষণ করে। এরপর পুলিশে নালিশ করার ভয়ে তাকে দু'টি ছুরি দিয়ে অন্তত আটবার কুপিয়ে খুন করা হয়। রক্তাক্ত নিথর দেহ কুশক রোডের ধারে মাঠে ফেলে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা।

মেয়ে দু'দিন ধরে বাড়ি না ফিরলেও থানায় কোনও অভিযোগ জানায়নি পরিবার। তারা জানিয়েছে, 'মেয়ে মাঝেমধ্যেই কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেত এবং তিন-চারদিন পর আবার ফিরে আসত, তাই এবারও তেমনটাই হবে ভেবেছিলাম।' কিন্তু মেয়েটির যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেননি পরিজনেরা।

তদন্তে নেমে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন তদন্তকারীরা। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। একমাত্র সম্বল ছিল এলাকা ও সংযোগকারী রাস্তার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ। তদন্তে নেমে ৫০টিরও বেশি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে পুলিশ। গভীর রাতে ঘটনাস্থলের লাগোয়া এলাকায় একটি টেম্পোর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলেও তাতে নম্বরপ্লেট স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু হাল ছাড়েননি তদন্তকারীরা। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে গাড়িটির সম্ভাব্য পথ পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের রাতে একটানা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে স্বরূপনগরের খাদ্দা কলোনি থেকে ঘাতক টেম্পোটি খুঁজে বের করে পুলিশ। গাড়ির চালককে ধরতেই জট খোলে রহস্যের।

এরপর দ্রুত অভিযান চালিয়ে চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। মূল অভিযুক্ত ১৯ বছরের তরুণ শিবম ওরফে সুদামা ওরফে চুচু খাদ্দা কলোনির বাসিন্দা। বাকি তিন অভিযুক্ত ১৬-১৭ বছর বয়সি নাবালক। ধৃতদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত দু'টি ছুরি, ঘটনার সময় পরা পোশাক ও টেম্পোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই জামাকাপড় ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও পকসো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে।

৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদন অমীমাংসিত

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের পর যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল সেইরকম ৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, এসআইআরের পর ট্রাইবিউনালে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮,২০,৬৮৩টি আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র ১,০২,২৩১টি আবেদনের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। বকেয়া রয়েছে ৩৭,১৮,৪৫২টি আবেদনের নিষ্পত্তি। তবে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদন এবং নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে জমা পড়া আপিলের আলাদা কোনও হিসেব হলফনামায় জানানো হয়নি।

> **নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নজর এড়িয়ে ইচ্ছেমতো আরও ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা করছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কমিশন।**
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির প্রধান প্রসেনজিৎ বসুর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত ওই রিপোর্ট তলব করেছিল। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি চলছে। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে ২০২৬ সালের ৭ আগস্টের মধ্যে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য (ফর্ম ৬) প্রায় ৩৪.১৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। অন্যদিকে আবেদনকারী প্রসেনজিৎ বসুর দাবি, প্রাথমিক গণনার সময় প্রায় ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্যায়ে ফর্ম ৬ ও ৬এ-র মাধ্যমে প্রায় ৯.৬৪ লক্ষ নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন এবং ফর্ম ৭-এর মাধ্যমে ৯৯ হাজারেরও বেশি নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জমা পড়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় মাত্র ১.৮২ লক্ষ নতুন নাম যুক্ত করা হয়েছে। ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। এদিকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, 'নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নজর এড়িয়ে নতুন নতুন কারসাজি করে চোরাগোপ্তা ভাবে ইচ্ছেমতো আরও ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা করছে। এসআইআর সারাদেশে কেলেঙ্কারি করছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কমিশন।'

চিতা বেড়ে ৫২

ভোপাল, ১৮ সেপ্টেম্বর : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মেগাপ্রকল্প 'প্রজেক্ট চিতা' চার বছর পূর্তি হল চলতি মাসের ১৭ তারিখ। এই প্রকল্প সফল হওয়ায় এদেশে চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২। এর মধ্যে ৩২টি চিতাশাবক। তারা জন্মেছে ভারতে। আফ্রিকান চিতার অভিযোজন ও বংশবৃদ্ধি এদেশে যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ চিতার সংখ্যাবৃদ্ধি। ভারত ৭০ বছর চিতাশূন্য ছিল। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে একটাও চিতা নেই বলে ঘোষণা করেছিল। ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ৫২টি চিতার মধ্যে ৪৯টি রয়েছে কুনোয়। ৩টি গান্ধি সাগর অভয়ারণ্যে।

উদ্ধার আরও ৬ দেহ

কাঠমাণ্ডু, ১৮ সেপ্টেম্বর : নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রায় ২৪ দিনের মাথায় মিলল আরও ছ'টি মৃতদেহ। শুক্রবার নুয়াকোট জেলায় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গ থেকে দেহগুলি উদ্ধার হয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ত্রিশূলী নদীর ওপর নির্মিত জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের অডিট-৩ সুড়ঙ্গ থেকে মিলেছে দেহগুলি।

অন্য সুর ওমরের

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের শরিক ওমর আবদুল্লা এবং তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গেও বিবাদ ক্রমশ বাড়ছে হাত শিবিরের। বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবক গাওয়া নিয়ে প্রথমে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল দুই শরিকের। এবার দ্বৈরথের কেন্দ্রে ইউপিআই মাশুল।

কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ২ হাজার টাকার বেশি ব্যবসায়িক লেনদেনে মাশুল বসানোয় তীব্র আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু উল্টোপথে হেঁটে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই মাশুল তো সকলের ওপর চাপানো হচ্ছে না। একজন ব্যক্তি অন্যকে পাঠালে কোনও চার্জ কাটা হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট একটি সীমা পার না করলে লেনদেনে কোনও মাশুল দিতে হবে না।' ওমরের সাফ কথা, 'ইউপিআই ব্যবস্থা সচল রাখা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর খরচ হয়। কোনও পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনা খরচে পেয়ে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব বুঝি না। তবে সাধারণ নাগরিকদের থেকে যেন মাশুল কাটা না হয়। সংস্থাগুলির ওপর চার্জ বসালে আমার কোনও আপত্তি নেই। তারা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে এমনিতেই অনেক লাভবান হয়।' ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআইয়ে ২ হাজার টাকার বেশি ব্যবসায়িক লেনদেনে ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর প্রযোজ্য হবে।

আবার এসো... শুক্রবার মুম্বইতে।

ফের গাড়িবোমা বিস্ফোরণ, হত ১৬

ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : কয়েক মাস আগে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। শুক্রবার ফের হল। এদিন জুম্মার নমাজ চলাকালীন গাড়িবোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন পুলিশ আধিকারিক। আহতের সংখ্যা কয়েক ডজন। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঘটনাস্থল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাট শহরের ওল্ড পুলিশ লাইন্স। এখানে জুম্মার নমাজ পড়া চলাকালীন মসজিদের দেওয়ালে ধাক্কা মারে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি। তাতেই বিস্ফোরণ হয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের দেওয়াল ধসে পড়ে, একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে একাধিক দেহ। ক্ষতি হয়েছে কয়েকটি বাড়িরও। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের

সময় কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তাঁদের পরিবার নিয়ে মসজিদে প্রার্থনায় বসেছিলেন। খাইবার পাখতুনখোয়ার পুলিশ প্রধান এদিনের ঘটনাকে আত্মঘাতী হামলা বলে উল্লেখ করেছেন। বিস্ফোরণের পরে গুলি চালনার শব্দও শোনা গিয়েছে। আহত ২৫ জনকে কোহাটের জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী ওল্ড পুলিশ লাইন্স এলাকা ঘিরে ফেলে। মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। কারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।

পাকিস্তানে সবচেয়ে অবহেলিত প্রদেশ হল খাইবার পাখতুনখোয়া। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এখানকার মানুষ বঞ্চিত। তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। ইসলামাবাদের বক্তব্য, তারা নাশকতা চালিয়ে পাকিস্তানকে অস্থির করে তুলছে।

পাকিস্তানে যেন লকডাউনের ছায়া

ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : নৈশভোজ নিষিদ্ধ। বন্ধ গাড়ি কেনাও। জ্বালানি বাঁচাতে কাতর আর্জি কষ্টে-সৃষ্টে দিন চালানোর। তবে তেলে মিলছে ভরতুকি। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি সংকট কাটাতে পাকিস্তানে ফের লকডাউনের মতো কড়াকড়ি চালু করল শাহবাজ শরিফের সরকার। তিন মাসের জন্য সরকারি খরচে ব্যাপক কাটছাঁট ও ব্যয় সংকোচের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে তীব্র জ্বালানি সংকটে কাবু পাকিস্তান। সেই কারণেই এহেন ফরমান, ইঙ্গিত ইসলামাবাদের।

করোনা মহামারির সেই দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে নতুন নিয়মকানুন। নতুন আদেশে সব ধরনের সরকারি গাড়ি কেনা পুরোপুরি বন্ধ। সরকারি গাড়িগুলির জ্বালানির বরাদ্দ একধাক্কায় অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। তবে সেনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জরুরি পরিষেবার গাড়ি এর বাইরে থাকবে। আগামী তিন মাস সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের বিদেশযাত্রা স্থগিত। খুব দরকারি কাজে বিদেশে যেতে হলে সস্তা ইকনমি ক্লাসে সফর করতে হবে। দপ্তরগুলিতে কেনাকাটা ও পরিচালন ব্যয় ৫ শতাংশ কমানোর নির্দেশ এসেছে।

শুধু খাতায়-কলমে নয়, সরকারি কাজকর্মেও পড়েছে কড়াকড়ির ছাপ। এখন থেকে সমস্ত সরকারি বৈঠক, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনলাইনেই সারতে হবে। সরকারি টাকায় জমকালো সভা-সমাবেশ বন্ধ। নিতান্ত বাধ্য হয়ে বৈঠক করতে হলে হোটেলের বদলে সরকারি অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সব ধরনের সরকারি নৈশভোজ বাতিল করা হলেও একমাত্র বিদেশি প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে ছাড় মিলবে।

গত মার্চেও ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের শুরুতে ইসলামাবাদ এমন পদক্ষেপ করেছিল, যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় তুলে নেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, নতুন করে জ্বালানি সংকট দেখা দিলে পুরোনো নিয়ম ফেরানো হতে পারে।

নতুন বিধিনিষেধের ছায়া পড়েছে আমজনতার হাঁড়িতেও। রাত ৯টার মধ্যে সমস্ত দোকানপাট, বাজার ও শপিং মল বন্ধ করার হুকুম জারি হয়েছে। আলো ঝলমলে রেস্তোরাঁ ও কাফেগুলিকে পাততাড়ি গুটোতে হবে রাত ১১টার মধ্যে। অবশ্য হোম ডেলিভারিতে ছাড় থাকছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে বিয়েবাড়ির মোচ্ছবে। রাত ১০টার মধ্যে অনুষ্ঠানকক্ষ খালি করার পাশাপাশি অতিথিদের পাতে একাধিক পদের বদলে কেবল একটিই পদ পরিবেশন করা যাবে। তবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, পেট্রোল পাম্প ও আইটি সংস্থাকে এই সময়ের কড়াকড়ি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়। শুক্রবার কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

পুজো স্পেশাল ট্রেন

মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো থেকে ছটপুজো পর্যন্ত ভিড় সামাল দিতে মালদা টাউন থেকে বেঙ্গালুরু সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন চালু করছে রেল। মালদা থেকে ট্রেনটি ছাড়বে প্রতি বুধবার আর বেঙ্গালুরু থেকে প্রতি রবিবার। ২৩ সেপ্টেম্বর মালদা টাউন থেকে ০৬৫৫৬ মালদা টাউন-এসএমভিবি বেঙ্গালুরু স্পেশাল ট্রেন, চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত। ০৬৫৫৫ এসএমভিবি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন পরের রবিবার ছাড়বে বেঙ্গালুরু থেকে, চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। ট্রেনটি যাত্রাপথে পূর্ব রেলের নিউ ফরাক্কা, রামপুরহাট, বোলপুর, বর্ধমান ও ডানকুনি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার ক্লাস ও শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কোচ থাকবে।

ভোটেও নেই

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি আঁচ করে কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরার পরিকল্পনায় নন্দীগ্রামে হাত প্রতীকের প্রার্থীকে সমর্থনের ঘোষণা করেন শুক্রবার। তাতেও শেষরক্ষা হল না। তাঁর ওই ঘোষণার কিছুক্ষণ পর নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নন্দীগ্রামে এখন তৃণমূল নেত্রীর হাতে কিছুই রইল না। শুভেন্দু সুযোগ পেয়ে কটাক্ষ করেছেন, 'রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা... ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপে কার্যত আত্মবিশ্বাস খুইয়ে ভোটের ময়দান থেকে আপাতত সরে দাঁড়ালেন মমতা। রেজিনগরে প্রার্থী ঠিক করলেও সেখানে তাঁর দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সংশয় জিইয়ে জানালেন, ওই কেন্দ্র নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে। দলের নাম ও প্রতীক বাতিল হওয়া যতই কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করুন, ভোটের ময়দান থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন তিনি।

গালভরা নাম 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক পেয়েও পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ কোণঠাসা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে এভাবে খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়ার নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের' মতো বিচক্ষণ চাল কাজ করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই মহাসংকটে কংগ্রেস পাশে এসে দাঁড়ালেও মমতার দলের আদৌ লাভ হল না।

এর আগে ওই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তাঁর জোট প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু দলের নাম ও প্রতীক গায়েব হওয়ার পর সেই কংগ্রেস নিজে থেকেই পাশে এসে দাঁড়ায়। শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধি লেখেন, 'এই লড়াই কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার নয়, এটা প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও এমন ভোটারদের লড়াই, যাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান।'

নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, 'ভোটচুরি, সরকার চুরির পর দল চুরি। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের অধোগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন গোটা একটি দলকেই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব, তখন কোটি কোটি ভারতীয়র ভোটও যে চুরি হতে পারে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?' তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন মিলে দল ভাঙার পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং পরে নির্বাচনি প্রতীক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

তবে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কথায়, 'নির্বাচনের আগেই নির্বাচনি সার্কাস শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষকে বলব, বিজেপি বিরোধীরা একজোট হোন। কংগ্রেস একটা বট গাছ। বটের ঝরা পাতা ছিল তৃণমূল। আপনারা সরাসরি বটবৃক্ষের ছায়ায় আসুন। বিজেপির সত্যিকারের বিরোধিতা কংগ্রেসই করতে পারে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, 'বিজেপির ভয়ংকর আগ্রাসন নীতি এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষহীনতার বিরুদ্ধে লড়াইকে সংগঠিত করতে গেলে কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

তৃণমূলের অবশ্য দাবি, বৃহস্পতিবার রাতেই রাহুল ও মমতার ফোনে কথা হয়। মমতা তা স্বীকার করেন শুক্রবার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'রাহুলজি, অরবিন্দজি ও আরও অনেক নেতা যোগাযোগ করেছেন। আমরা একসঙ্গে আছি এবং এই রাজনৈতিক লড়াই একসঙ্গে করব।' উপনির্বাচন থেকে কার্যত সরে দাঁড়ালেও মমতা কমিশনের বিরুদ্ধে মুখে রণংদেহি মেজাজেই আছেন। ঘুরে দাঁড়ানো আস্ফালনও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে।

শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আজ গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন। যা হচ্ছে তা দুর্ভাগ্যজনক, অসাংবিধানিক, গণতন্ত্র বিরোধী এবং পলিটিক্যালি রাজনৈতিক পক্ষপাতযুক্ত। একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছে। ঝুটা এসআইআর, ঝুটা ভোট করেছে। মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে কমিশন। আমরা মাথা নত করব না। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছি না।'

মমতার বক্তব্যের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উনি দলকে একজোট রাখতে পারেননি। দল তিন ভাগ, চার ভাগ হয়েছে। তার দায়দায়িত্ব তো ওঁর। এতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই।' তাঁর কটাক্ষ, 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা। দম্ভ যার হবে, তাকে চূর্ণ করবে ভগবান। সর্বশক্তিমান আছেন।' কমিশনের বৃহস্পতিবারের নির্দেশে বিকল্প নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তৃণমূলের উভয় পক্ষ। মমতা শিবিরের প্রস্তাবে তিনটি নাম ছিল- 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস', 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা' এবং 'তৃণমূল মমতা কংগ্রেস'। প্রথম নামটিতে অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

উচ্চবিদ্যালয়েই প্রাথমিকের পঠনপাঠন

আজও নেই নিজস্ব ভবন

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : নিজস্ব ভবন নেই, নেই নির্দিষ্ট জমিও। ফলে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চবিদ্যালয়ের ঘর ব্যবহার করেই চলছে পেটলা এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পেটলা উচ্চবিদ্যালয়ের চত্বরে একটি ঘর এবং ফ্লাড শেল্টারের বিল্ডিংয়ে চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস। পরিকাঠামোর এই সমস্যার জেরে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো এবং মিড-ডে মিল নিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে খুদে পড়ুয়াদের।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পেটলা এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনও ভবন বা নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই পেটলা উচ্চবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দেওয়া ঘরেই ক্লাস নিতে হয়। সেখানে একটিমাত্র ঘরের মাঝখানে টিনের প্রাচীর দিয়ে দুটি ক্লাসরুম চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে ফ্লাড শেল্টারের নীচের ঘরগুলোতে অফিস ও মিড-ডে মিলের রান্নার ঘর এবং ওপরের ঘর দুটিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পঠনপাঠন চলে।

প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি পড়ুয়া রয়েছে ওই বিদ্যালয়ে। স্বভাবতই পঠনপাঠন পরিচালনা করতে গিয়ে নানা সমস্যা তৈরি হয়। পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় পড়ুয়াদের খেলাধুলোর জন্যও কার্যত কোনও ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র রায় সরকার বলেন, 'আমরা পেটলা উচ্চবিদ্যালয়ের ঘর ব্যবহার করছি। আমাদের নিজস্ব কোনও ঘর নেই, এমনকি নিজস্ব জায়গাও নেই। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে নিজস্ব জায়গা ও ভবনের দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও সেই সমস্যার সমাধান হয়নি।'

■ নিজস্ব ভবন ও নির্দিষ্ট জমি না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে উচ্চবিদ্যালয়ের ঘরেই চলছে পেটলা এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন

■ প্রায় সাড়ে তিনশো পড়ুয়ার এই বিদ্যালয়ে জায়গার অভাবে খেলাধুলো এবং মিড-ডে মিল পরিচালনাতেও সমস্যা হচ্ছে

■ দ্রুত নিজস্ব জমি ও ভবনের ব্যবস্থা করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা

> আমরা পেটলা উচ্চবিদ্যালয়ের ঘর ব্যবহার করছি। আমাদের নিজস্ব কোনও ঘর নেই, এমনকি নিজস্ব জায়গাও নেই। দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের কাছে নিজস্ব জায়গা ও ভবনের দাবি জানানো হয়েছে।
>
> **গোপালচন্দ্র রায় সরকার**
> প্রধান শিক্ষক

শুধু শ্রেণিকক্ষের সমস্যাই নয়, নিজস্ব পরিকাঠামো না থাকায় মিড-ডে মিল পরিচালনাতেও তৈরি হয়েছে নানা অসুবিধা। বিদ্যালয়ে রান্নার জন্য পৃথক ঘর নেই। শিক্ষকদের অফিস ঘরের পাশের একটি ঘরেই মিড-ডে মিলের রান্নার ব্যবস্থা করতে হয়। আবার পড়ুয়াদের খাওয়ার জন্যও নেই নির্দিষ্ট শেড কিংবা অতিরিক্ত ঘর। ফলে প্রতিদিন মিড-ডে মিলের সময় যে শ্রেণিকক্ষে পড়াশোনা চলে, সেখান থেকেই পড়ুয়ারা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যায়। ওই ঘরেই তাদের খাবার খাওয়ানো হয়। খাওয়ার পর ঘর পরিষ্কার করে ফের সেটিকে শ্রেণিকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে। এর ফলে একই ঘরকে কখনও পড়াশোনা, কখনও আবার খাবার খাওয়ার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে।

পেটলা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তরণীকান্ত রায় বর্মন বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়টি অনেক বড়। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়কে দুটি ঘর দিতে পেরেছি। তবে ওদের নিজস্ব জায়গা না থাকায় বাচ্চাদের খেলাধুলোর খুবই অসুবিধা হয়। বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি।'

অভিভাবকদের একাংশের বক্তব্য, প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, শ্রেণিকক্ষ, খেলার জায়গা এবং মিড-ডে মিলের জন্য পৃথক পরিকাঠামো থাকা প্রয়োজন। অথচ দীর্ঘদিন ধরে অন্য বিদ্যালয়ের ঘর ব্যবহার করে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলায় স্বাভাবিক পঠনপাঠনের পরিবেশও ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের তরফে দ্রুত নিজস্ব জমি ও ভবনের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রেসে বিশ্বকর্মাপুজো। শুক্রবার।

ডিসেম্বরেই ছুটবে শতাব্দীপ্রাচীন ৭৯৯-বি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাহাড়ের বুক বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে খেলনা গাড়ি। আঁকাবাঁকা পথে ছুটতে ছুটতে কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার আড়ালে, আবার কখনও হুইসলের শব্দে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি। দৃশ্যটা এখন শুধুই স্মৃতি। তবে খুব শীঘ্রই সেই স্মৃতিই ফের বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।

তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে এখন চলছে প্রস্তুতি।

দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় দিল্লির মিউজিয়ামে কাটানোর পর পাহাড়ে ফিরেছে ৭৯৯-বি স্টিম ইঞ্জিন। শতাব্দীপ্রাচীন সেই ইঞ্জিনকে ফের ট্র্যাকে নামানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। চলছে পরিচর্যা, চলছে মেরামতি। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই পর্যটকবোঝাই খেলনা গাড়ি নিয়ে দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে ফের যাত্রা শুরু করতে পারে ৭৯৯-বি।

একসময় যে ইঞ্জিনের কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া পাহাড়ের আকাশে মিশে যেত, সেই ইঞ্জিনই এতদিন ছিল দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে। এবার তার ঠিকানা তিনধারিয়া। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'শতাব্দীপ্রাচীন ওই স্টিম ইঞ্জিনটির মেরামতি হচ্ছে। শীঘ্রই ট্র্যাকে নামানো হবে। পর্যটকমহলে আকর্ষণের অন্যতম কারণ হতে চলেছে ওটা। সেইসঙ্গে রেলের ইতিহাসেও ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে।'

কিন্তু ৭৯৯-বি'র গল্প আজকের নয়।

তখন ব্রিটিশ শাসনকাল। আনুমানিক ১৯২৫ সাল। বিদেশের মাটিতে তৈরি হয়েছিল এই স্টিম ইঞ্জিন। তারপর দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছায়। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথই হয়ে ওঠে তার চলার সঙ্গী। কখনও ব্রিটিশ সরকারের পদাধিকারীদের নিয়ে, কখনও পর্যটকদের নিয়ে। এভাবেই কেটে যায় বছরের পর বছর। টানা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাহাড়ের পথে ছুটে বেড়ায় ৭৯৯-বি। তারপর থেমে যায় সেই ছুটে চলা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের দুর্দিন ক্রমশ প্রকট হতে থাকায় ইঞ্জিনটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে। পাহাড়ের রেললাইন ছেড়ে নতুন ঠিকানা হয় মিউজিয়াম। দীর্ঘ সময় ধরে সেখানেই সাজিয়ে রাখা ছিল শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিনটি। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে মিউজিয়ামেই হয়ে উঠেছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯ শতকের শেষ দিকে ইউনেসকোর তরফে হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর ক্রমেই ডিএইচআরের আর্থিক স্থিতি বদলাতে থাকে। বাড়তে থাকে নিত্যনতুন জয় রাইডের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সালে ৭৯৯-বি-কে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। সে বছরই শতবর্ষ পূর্ণ করে ইঞ্জিনটি। বর্তমানে বয়স ১০১। ডিএইচআর সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের শেষ দিকেই দিল্লির মিউজিয়াম থেকে ফিরিয়ে আনা হয় ৭৯৯-বি-কে। রেলকর্তাদের দাবি, সংস্কার শেষ হলে ইঞ্জিনটিকে দার্জিলিং-ঘুম জনপ্রিয় রুটে চালানো হতে পারে।

আগামী সপ্তাহে বাঘিনী চিহ্নিতকরণ

বাল্মীকিতে বাঘ ধরার পাঠ বক্সার কর্মীদের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বক্সার জঙ্গলে রাজকীয় পদচারণা ফেরানোর চূড়ান্ত তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কাঙ্ক্ষিত বাঘিনীকে খাঁচাবন্দি করার প্রক্রিয়ায় সামান্য বিলম্ব ঘটায় সেই ফাঁকা সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছেন এ রাজ্যের বনকর্মীরা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে পৌঁছে গিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ১৫ জনের বিশেষ দল। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে সুন্দরবন থেকেও গিয়েছে পাঁচজনের আরেকটি দল। কিন্তু দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউআইআই) বিশেষজ্ঞ দল এখনও বাল্মীকিতে না পৌঁছনোয় বাঘিনী চিহ্নিতকরণের কাজ সোমবারের আগে শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে বাড়তি এই সময়টিতে বাল্মীকির অভিজ্ঞ বনকর্মীদের কাছ থেকে বাঘ ট্র্যাকিং ও বন্যপ্রাণের নজরদারির খুঁটিনাটি হাতে-কলমে শিখে নিচ্ছেন বক্সার কর্মীরা।

বিশেষজ্ঞদের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকা এই পর্ব নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আমাদের কর্মীরা বিহারে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন বাঘিনী চিহ্নিত করার কাজ বাকি। তার আগে হাতে যে সময় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাঘের গতিবিধির উপর নজরদারির বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করছেন কর্মীরা।' একই সুর শোনা গিয়েছে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর গৌরব ওঝার গলাতেও। তিনি বলেন, 'ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটের দল এখনও এসে পৌঁছায়নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আরও কিছু আধিকারিক আসতে পারেন। ২০ বা ২১ তারিখের মধ্যে সবাই একসঙ্গে জড়ো হবেন।

■ বাঘিনী আনতে বিহারে রাজ্যের ২০ জনের দল, বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষায় থমকে চিহ্নিতকরণ

■ বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের কর্মীদের কাছ থেকে নজরদারি ও রেইকির প্রশিক্ষণ বক্সার বনকর্মীদের

■ ২০১০ সালে আটটি থেকে বেড়ে ৫৪ বাঘ বাল্মীকিতে, সেখান থেকেই সঙ্গী মিলবে বক্সার

এরপরই বাঘিনী চিহ্নিত করার মূল কাজ শুরু হবে। আপাতত বাংলার কর্মীরা আমাদের কর্মীদের সঙ্গে জঙ্গলে টহল দিয়ে কাজ শিখছেন।' রাজ্য বন দপ্তর সূত্রে খবর, গোটা প্রক্রিয়াটি তদারকি করতে সুন্দরবনের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখরকেও বিহারে পাঠানো হতে পারে।

আপাতত বক্সার কর্মীদের বাল্মীকি জঙ্গলের গোবর্ধন ও মাঙ্গুরাহা রেঞ্জ এলাকায় টহলের কাজে নামানো হয়েছে। গভীর জঙ্গলে বাঘের সঠিক অবস্থান বোঝা, পায়ের ছাপ ও গতিবিধি বিশ্লেষণ, ট্র্যাপ ক্যামেরার যথাযথ ব্যবহার এবং শান্তভাবে রেইকি করার আধুনিক পাঠ দেওয়া হচ্ছে। বাঘিনী চিহ্নিত হওয়ার পর যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ছাড়াই তাকে সুরক্ষিতভাবে ট্রাঙ্কুলাইজ করে খাঁচাবন্দি করা যায়, তারই মহড়া চলছে।

বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে এই প্রথম অন্য কোনও রাজ্যে বাঘ স্থানান্তর করা হচ্ছে। একসময় যে বাল্মীকিতে ২০১০ সালে মাত্র আটটি বাঘের অস্তিত্ব ছিল, নিবিড় নজরদারি ও বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের জেরে ২০২২ সালের গণনায় সেই সংখ্যা একলাফে বেড়ে ৫৪-তে পৌঁছেছে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বেড়ে ওঠা চারটি বাঘিনীকে বক্সার জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই চূড়ান্ত একটিকে বেছে নেওয়া হবে, যার বয়স দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এবং এখনও কোনও শাবকের জন্ম দেয়নি। বন দপ্তরের আশা, অসম বা সংলগ্ন ভুটান পাহাড় থেকে কোনও পুরুষ বাঘ বক্সার জঙ্গলে নেমে এলে সে সহজেই নতুন সঙ্গিনীর দেখা পেয়ে যাবে। এখন শুধু বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত সিলমোহর আর বক্সায় রাজকীয় আগমনের অপেক্ষা।

অবৈধ মদ সহ গ্রেপ্তার

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধা বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। মেখলিগঞ্জ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ১০ লিটার বেআইনি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হবে। এদিকে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশ জানিয়েছে, বিশ্বকর্মাপুজো থেকেই উৎসবের মরশুম শুরু হয়। সামনে দুর্গাপুজো ও কালীপুজো। এই সময় জুয়া ও অবৈধ মদের কারবার বৃদ্ধি পায়। তাই পুলিশি টহলদারির পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশের সংখ্যা বাড়াল প্রশাসন।

৫ রাস্তার সংস্কার

পলাশবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : গত তিন বছরে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন কোনও পাকা রাস্তার কাজ হয়নি। দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে কোনও রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। কোথাও আবার দুর্ঘটনা যেন নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, স্থানীয় প্রশাসন এই কয়েক বছরে প্রশাসনের উপরমহল থেকে পাকা রাস্তার কাজের বরাদ্দ নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এই ব্যর্থতা এবার ঘুচতে চলেছে। দুর্গাপুজোর আগেই ওই এলাকায় পাঁচটি নতুন পাকা রাস্তার কাজ শুরু হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকেই রাস্তার কাজগুলি হবে।

শুভেন্দু ও জ্ঞানেশ

প্রথম পাতার পর

শুভেন্দুর মনোবাঞ্ছা ও 'শপথ' পূর্ণ হল নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপে। তৃণমূলের আদত নাম ও নিশান রইল না। এর আগে শিবসেনাকে দু'ভাগ করার পর প্রকৃত প্রতীক শিন্ডেদের দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) বিভাজনের পর শারদ পাওয়ারের হাত থেকে ঘড়ি কেড়ে তাঁর ভাইপো প্রয়াত অজিত পাওয়ারকে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের কোনও শিবিরের সেই সৌভাগ্য হল না।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শব্দটি থেকে গেলে যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম ও নিশানা মুছে দেওয়ার সাধ পূর্ণ হয় না। প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট যাদের ঝুলিতে, তাদের নাম ও প্রতীক- দুটিই ভয়ের বিষয়। ফলে নাম-নিশান উধাও করে দেওয়ার এই চিত্রনাট্য ছিল বাংলার অপারেশন লোটাস-এ। তাতে কমিশনের জড়িয়ে পড়াটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে বাংলায় হল দল ভেঙে দেওয়ার সফল অপারেশন।

প্রশ্ন জাগবে, ভাঙানো ও ভেঙে দেওয়ার মধ্যে কী আর ফারাক! দুটি তো একই। সূক্ষ্ম মনে হলেও বাস্তবে ফারাকটা মারাত্মক। ভাঙানো হলে বদনাম কুড়োনোর ঝুঁকি থাকে। ভাবমূর্তি হারানোর আশঙ্কা থাকে। এমনকি নিজের শিবিরে ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যে কারণে দলের দরজায় এসে হত্যে দিয়ে বসে থাকলেও লোকসভার ২০ জন তৃণমূলছুট সাংসদকে সরাসরি গ্রহণ করছে না বিজেপি নেতৃত্ব। এই ২০ জনকে নিলে পদ্মের অন্দরে ক্ষোভ সামাল দেওয়া মুশকিল হবে।

তাই তাঁদের গোপন উদ্দেশে আগাম তৈরি করে রাখা নাম-গোত্রহীন এনসিপিআই-এ ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। গোদা বাংলায় যাকে বলে এঁটো করে রাখা। না ঘরকা, না ঘাটকা। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে এঁদের যাওয়ার কোনও জায়গা না থাকে। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। মন উড়েছে উড়ুক না...।' কখনও প্রধানমন্ত্রী প্রাতরাশে ডাকছেন বলে, কখনও নবান্নের ডাক পেয়ে নিজেদের কেউকেটা ভাবার সুযোগ তো দেওয়া হল।

শমীক ভট্টাচার্য তাঁদের বিজেপিতে নেওয়া হবে না বলে যতই চ্যাঁচান, এই ২০ জনের অধিকাংশ জানেন, পদ্মাশ্রয়ী না হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচন এসে গেলে এই ২০ জন 'শের বন যায়গা চুহা।' তখন এঁদের না থাকবে একা জেতার ক্ষমতা, না থাকবে অন্য দলে যাওয়ার সুযোগ। এঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকিয়ে দেওয়া তৃণমূলকে ভেঙে দেওয়ার আরেক লক্ষ্য।

বিজেপিতে না হোক, দিল্লিতে ২০ সাংসদকে এনডিএ-তে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। এনডিএ-র মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসার সুযোগ পেয়ে কাকলি ঘোষদস্তিদাররা সমাজমাধ্যমে সেই ছবি দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। অপারেশন লোটাসের ফাঁদে বন্দি সাংসদদের এভাবে হয়তো সান্ত্বনা বোধ হয়। বাংলায় অবশ্য দল ভাঙানোর ছকটা অন্যরকম। তৃণমূল ভেঙে দিতে এখানে কাউকে বিজেপি দূরে থাক, এনডিএ-তে জায়গা দেওয়া হয়নি।

মমতার বেছে দেওয়া লোকদের বদলে বাংলার প্রায় ৬০ জন বিধায়ককে বিরোধী আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুর মন্ত্রীসভা গঠনের পরপরই নয়াদিল্লিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' এবং তারপর অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অধ্যক্ষের কাছে মমতা শিবিরের সই জালের অভিযোগ ঋতব্রতের পৌঁছানো এবং ৬০ জন বিধায়কের গোষ্ঠীকে বিধানসভায় স্বীকৃতি- সবই নাম ও নিশানা মুছে ফেলার চিত্রনাট্য।

কাগজে-কলমে পক্ষে নয় ঠিকই, কিন্তু আদতে বিপক্ষেও নয় এই বিরোধী শিবির। ট্যাঁ-ফোঁ করলে ববি হাকিমকে বিধানসভাতেই হুমকি দিতে পিছুপা হন না মুখ্যমন্ত্রী। দল ভাঙানোর খেলায় বাইরে থেকে লোভ ও টোপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল হয়। ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে টার্গেটের দলটির ভেতরে এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের কেউ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, কারও বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ। কারও বেআইনি সম্পত্তি বাঁচানোর তাগিদ।

এসব কারণে গ্রেপ্তারির খাঁড়া তাঁদের মাথার ওপর। সেজন্য এজেন্ট পেতে অসুবিধা হয়নি অপারেশন লোটাসে। অনিয়ম, কেলেঙ্কারি, অপরাধ ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিয়ে গত ১৫ বছরে নিজের দলের অবলুপ্তির এই মৃত্যুফাঁদটা অবশ্য তৈরি করে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। সেই অর্থে অপারেশন লোটাসে পরোক্ষে তাঁরও ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অপারেশন লোটাসের ভয়ংকর কৌশলী ধাক্কায় নিজের হাতে গড়া দল, নিজের হাতে আঁকা প্রতীক মমতার হাতছাড়া।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্বে ও নির্বাচনি প্রচারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ভ্যানিশ কুমার বলে বিদ্রুপ করতেন মমতা। জ্ঞানেশ শেষপর্যন্ত মমতার দলের নাম ও প্রতীকই ভ্যানিশ করে দিলেন। শুভেন্দুর ইচ্ছা ও জ্ঞানেশের কর্মকাণ্ড একবিন্দুতে মিলে গেল।

জরিমানায় সর্বস্বান্ত লরি মালিকরা

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি রাজ্যের সমস্ত টোল প্লাজায় স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে যানবাহনের নম্বর প্লেট স্ক্যান করে নথিপত্র যাচাইয়ের পদ্ধতি চালু হয়েছে। এই পদ্ধতি চালু হওয়ায় এখন আর পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যানবাহনের নথিপত্র যাচাই করার প্রয়োজন পড়ছে না। ফলে কোনও লরি টোল প্লাজা পার হতেই স্বয়ংক্রিয় ডিভাইস গাড়ির নম্বর প্লেট স্ক্যান করছে। যানবাহনের সমস্ত নথিপত্র যাচাই করে তাৎক্ষণিক বলে দিচ্ছে সেই গাড়ির কোন নথির মেয়াদ পেরিয়ে গিয়েছে। সেই মতো জরিমানাও করা হচ্ছে। যতবার সেই যানবাহন টোল প্লাজা পার করছে, ততবারই জরিমানার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ লরি মালিকদের।

তিন লক্ষ টাকা দিয়ে বালি পরিবহণের পুরোনো ট্রাক কিনে পরিবহণ দপ্তরের প্রায় তিন লক্ষ টাকার জরিমানার মুখে পড়েছেন তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বাসিন্দা তাপস সাহা। তিনি বলেন, 'কোচবিহার-তুফানগঞ্জ সংযোগকারী রাস্তায় রয়েছে সেই টোল প্লাজা। ফলে যতবার আমার ট্রাক সেই রাস্তা দিয়ে পারাপার হয়েছে, ততবার জরিমানা হয়েছে। মোবাইলে বার্তা না আসায় আমি সেই বিষয়টি বুঝতে পারিনি। এত টাকা কীভাবে পরিশোধ করব, তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছি।' অপর লরি মালিক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'একটি গাড়ির ক্ষেত্রে রোড ট্যাক্স, রোড পারমিট, ইনসুরেন্স, পলিউশন, ফিটনেসের বিষয় থাকে। সব সময় তো আর সব বিষয় মাথায় থাকে না। জরিমানার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই জরিমানা পূরণ না করলে পুনরায় জরিমানা হলে আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার লরি যতবার টোল প্লাজা দিয়ে গিয়েছে, ততবার জরিমানা হয়েছে। আমাদের মতো ছোট ব্যবসায়ীরা পথে বসার জোগাড়। বিষয়টি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের প্রচারের আলোয় আনা উচিত ছিল। আমার প্রায় দুই লক্ষ টাকার জরিমানা হয়ে আছে। যতক্ষণ না পরিশোধ করতে পারব, ততক্ষণ লরি বিক্রিও করতে পারব না।'

তুফানগঞ্জের ঘোগারকুঠি টোল প্লাজা।

কোচবিহার-তুফানগঞ্জ জাতীয় সড়কের চিলাখানা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারকুঠি টোল প্লাজা কর্তৃপক্ষ এতে চরম সমস্যায় পড়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আমাদের টোল পারাপারের সময় ছোট-বড় যানবাহনকে নথি সংক্রান্ত জরিমানা করেছে পরিবহণ দপ্তর। কিন্তু কীভাবে জরিমানা হচ্ছে, সেটা নিয়ে আমরাও ধোঁয়াশায়। অনেক লরির মালিক জরিমানার লক্ষাধিক টাকা নিয়ে তা পরিশোধের জন্য আমাদের কাছে ছুটে আসছেন। সমস্যা হল, টোল প্লাজার নাম ভাঙিয়ে যদি কেউ সেই টাকা হাতিয়ে নেয়, তাহলে লরি মালিককে প্রতারণার শিকার হতে হবে।

কারা এই জরিমানা করছে, কীভাবে হচ্ছে, কেনই বা একটি লরিকে বারবার জরিমানা করা হচ্ছে— সেই প্রশ্নের উত্তর নেই খোদ পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের কাছেও। জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের এক কর্তার কথায়, 'পরিবহণ দপ্তর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে এই জরিমানা করা হচ্ছে। জাতীয় সড়কে টোল প্লাজাগুলিতে ই-ডিটেকশন ডিভাইস বসানো হয়েছে। সেখান থেকেই গাড়ির নথিপত্র ফেল থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানা করা হচ্ছে।'

পরিবহণ দপ্তরের অপর এক আধিকারিক বলেন, 'গাড়িচালকদের এমন অভিযোগে আমরাও অতিষ্ঠ। লরিচালকদের জরিমানার অঙ্কটা অনেক বড়। আসলে আমাদের হাতে কিছুই নেই। আদতে গোটাটাই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হওয়ায় নথির বৈধতা না থাকা লরি যতবার টোল প্লাজা পার হচ্ছে, ততবারই জরিমানা হচ্ছে। জরিমানার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় দেওয়া উচিত ছিল।'

শুধু তাই নয়, জরিমানা প্রদানের ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে সমস্যা। লরি মালিক মফিজুল শেখ বলেন, 'আমার লরির প্রায় তিন লক্ষ টাকা জরিমানা হয়েছে। সেই জরিমানা পরিশোধ করতে আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরে গেলে সেখান থেকে বলা হচ্ছে অনলাইন ক্যাফে থেকে পরিশোধ করতে। আবার অনলাইনে দিতে গিয়ে সেখানে বলা হচ্ছে জেলা পরিবহণ দপ্তরে গিয়ে পরিশোধ করতে হবে।' সব মিলিয়ে গোলকধাঁধায় পড়েছেন মালিকরা।

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৩ সংখ্যা, শনিবার, ১ আশ্বিন ১৪৩৩

ভাঙা হাট

পশ্চিমবঙ্গের ভোটের মঞ্চ থেকে আচমকা উধাও তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং ঘাসের ওপর জোড়াফুল নির্বাচনি প্রতীকটি। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে দল এবং নির্বাচনি প্রতীকের জন্ম হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের কলমের এক আঁচড়ে তা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই গোষ্ঠীর দড়ি টানাটানির এই সাময়িক মীমাংসা ভারতে নতুন সন্ধিক্ষণের সূচনা।

দুই পক্ষের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আপাতত মমতা গোষ্ঠীকে ‘মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ এবং ঋতব্রত গোষ্ঠীকে ‘ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নামে স্বীকৃতি দিয়েছে। মমতার দলকে ফুটবল খেলোয়াড় এবং ঋত-গোষ্ঠীকে খাম প্রতীক বরাদ্দ করেছে। ভারতে এই ধরনের প্রতীকযুদ্ধ এবং দলের নাম হাতছাড়া হওয়া নতুন নয়। সাম্প্রতিক অতীতে মহারাষ্ট্রে প্রায় একই ঘটনা হয়েছিল। শিবসেনা এবং এনসিপি আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

কমিশনের নির্দেশিকায় উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ারের হাত থেকে যথাক্রমে ‘তিরধনুক’ এবং ‘ঘড়ি’ প্রতীক তাঁদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। উদ্ধব ও শারদ-এর দুই দল শেষমেশ নতুন নাম ও প্রতীকে নির্বাচনে লড়াই করতে বাধ্য হয়। তাঁদের সঙ্গে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল মমতার ক্ষেত্রে। প্রতীক হারানো যদি মমতার প্রথম ধাক্কা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি নন্দীগ্রামে তাঁর শিবিরের প্রার্থীর নির্বাচনি ময়দান থেকে পিছু হটা।

এই সিদ্ধান্তের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মমতার প্রার্থীর সাক্ষাৎও আরেকটি ধাক্কা। এরপর তৃণমূল নেত্রী নন্দীগ্রামে তাঁর দল কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করবে জানিয়ে দিয়েছেন। যে কংগ্রেসকে ভেঙে মমতা একদা নতুন দল গড়েছিলেন, ১৫ বছরের শাসনে যে কংগ্রেসকে বাংলার ভোট মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন, এখন পরিস্থিতির চাপে সেই কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেন তিনি।

অবশ্য কংগ্রেস হাইকমান্ড অতীতের তিক্ততা এবং রাজনৈতিক বিরোধ দূরে সরিয়ে মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর রাহুল গান্ধি মমতার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে এই সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টার পাশাপাশি হাত শিবিরকে বাদ দিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্দরে আরেকটি গোষ্ঠী তৈরি করতে মমতার চেষ্টায় তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জোড়াফুল এবং তৃণমূল নাম ছাড়া মমতা কি আদৌ প্রভাব ধরে রাখতে পারবেন? তাঁর আবেগভিত্তিক রাজনীতি সর্বদাই প্রতীক বা নামকে ছাপিয়ে গিয়েছে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটারের কাছে ইভিএমে জোড়াফুল বোতামে চাপ দেওয়া ছিল অভ্যাস। সেই অভ্যাস একদিনে বদলে নতুন চিহ্নে ভোটারদের পরিচিত করানো মমতার কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত যেখানে আরেকটি গোষ্ঠী নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এতে দলের সাধারণ ক্যাডার ও সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। মমতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন, জোড়াফুল প্রতীক ফিরবেই। যে প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও আইনি জটিলতায় ভরা। শিবসেনা বা এনসিপি-র উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত কখনও বদলায় না। ফলে কমিশন জোড়াফুল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত নতুন নাম ও প্রতীক মেনেই এগোতে হবে মমতাকে।

একদিকে নিজের হাতে গড়া দল ও প্রতীক হাতছাড়া, অন্যদিকে নতুন সমীকরণে ভোটে লড়ার দ্বিমুখী চাপের মুখে তাঁর ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীতে আদি বনাম নব কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে ইন্দিরা গান্ধিকেও পিছু হটতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি লড়াই করে ফের নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। আপাতত কংগ্রেস ও ‘ইন্ডিয়া’ শরিকদের হাত ধরে চলা ভিন্ন তাঁর সামনে বিকল্প নেই।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

বিশ্বকর্মা ও গণেশ : মধ্যরাতের কথোপকথন

বাঙালির শারদোৎসবে নতুন সংযোজন গণেশপুজো। ওদিকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকর্মাপুজো।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই

রাসবিহারী মোড় থেকে রুবি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। রাত বারোটা তখন। মনটন খারাপ, অনেক চেষ্টা করেও এই গণেশপুজোয় অনলাইনে মোদক আনতে পারিনি। সব অ্যাপে দেখাচ্ছে ‘আউট অফ স্টক’! সাধারণ মিষ্টির দোকানে মোদক মোটামুটি ক্ষীরের ঢেলা। বাইরের রাজ্যগুলোর মোদকই ভালো।

এসব ভাবনার মাঝে হঠাৎ দেখি, বালিগঞ্জ বিজন সেতুর ওপর এক অদ্ভুত দৃশ্য।

একদিক থেকে ঢাক, ডিজের শব্দে মুখর লরিতে আসছে সুবিশাল গণেশ প্রতিমা। ডিজে যে কোথায় সরকারি ব্যান হল বুঝলাম না। গণপতি বিসর্জনে যাচ্ছেন। অন্যদিক থেকে এক ছোট ম্যাটাডোরে নীরবেই আসছেন বিশ্বকর্মা। তাঁর মুখ ঢাকা। তিনি প্যান্ডেলের পথে।

বিজন সেতুর ঠিক মাঝামাঝি এসে দুটো শোভাযাত্রাই মুখোমুখি। মাঝরাতে যানজট।

সেই ফাঁকে ট্রাকের ওপর থেকে গণেশ দেখলেন, পাশের ম্যাটাডোরে অত্যন্ত করুণ মুখে ঝিমিয়ে বসে বিশ্বকর্মা। সহাস্য গণেশের গলায় গাঁদার মোটা মালা। পেটভর্তি মোদকের তৃপ্তি। উলটোদিকে বিশ্বকর্মার মুখটি প্রথমার চাঁদের মতো শুকিয়ে।

গণেশ শুঁড় দুলিয়ে হাত নাড়লেন।

‘কী হে বিশ্বকর্মা ভায়া! মুখখানা এমন হাঁড়িপানা করে বসে কেন? কাল তো তোমারই পুজো!’

বিশ্বকর্মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাতের হাতুড়িটা পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, ‘কী আর বলব দাদা। তোমার যা রমরমা দেখছি, আমার তো নিজের বাহনটার দিকে তাকাতেই লজ্জা করছে। হাতিটা পর্যন্ত কেমন কাঁচুমাচু হয়ে বসে।’

গণেশ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন। তাঁর মন্তব্য, ‘বাঙালি এখন আমাকে বড্ড ভালোবাসছে বুঝলে ভাই! আগে শুধু পৈতাধারী পুরোহিত আর বড়বাজারের অবাঙালি ব্যবসায়ীরা আমাকে চিনত। এখন দ্যাখো কাণ্ড! পাড়ায় পাড়ায় আমার প্যান্ডেল। এমন অবস্থা, সাতদিন লোকে অনলাইনে অর্ডার দিতে গিয়ে হাত কামড়েছে। মোদক নাকি সব আউট অফ স্টক! রসগোল্লা বা সন্দেশ নয়, সবাই মোদক খাচ্ছে।’

বিশ্বকর্মার চোখ ছলছল। কোনওমতে জবাব, ‘তুমি তো অ্যাপে মোদক খেয়ে পেট ফুলিয়ে বসে আছো দাদা। আর আমার খবর রাখো? আমার রিকশাস্ট্যান্ডগুলো একে একে সব উঠে গেল। শহরের ট্রাম বন্ধের মুখে। গ্যারাজগুলোতে আর নতুন কোনও কাজ আসে না। মেকানিকরা বসে মাছি তাড়াচ্ছে। হাওড়া-হুগলি-ব্যারাকপুরের কারখানার চিমনিগুলো দিয়ে আর ধোঁয়া ওড়ে না। জুটমিল বন্ধ। যারা হাতুড়ি, ছেনি আর বাটালির ঠোকাঠুকিতে আমার পুজো জমিয়ে রাখত, তারা আজ বেকার।’

গণেশ একটু নড়েচড়ে বসলেন যেন। গলায় বোঝানোর সুর, ‘আরে ভাই, ডিজিটাল বাংলা! ডিজিটাল ইন্ডিয়া! একেই তো প্রগতি বলে। তুমি এখনও সেই পুরোনো লোহালক্কড়, হাতুড়ি আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে? টেকনলজি তো তোমারই ডিপার্টমেন্ট ছিল। সময়ের সঙ্গে আপডেট হওনি কেন?’

বিশ্বকর্মা যেন এবার একটু ক্ষুব্ধ। তাঁর কথায়, ‘আপডেটটা হব কোথায় শুনি? কারখানা না থাকলে কীসের প্রযুক্তি? এখন ব্যবসা নাকি বাংলায় দারুণ বেড়েছে। কিন্তু সেই ব্যবসার চরিত্র দেখেছ? সব ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোনে বন্দি। ঘরে বসে, সোফায় শুয়ে তরুণ-তরুণীরা ফোন স্ক্রল করছে। গায়ে এক ফোঁটা ঘাম নেই। একটা লোহার নাটবল্টু কীভাবে আঁটতে হয়, এই প্রজন্ম জানে না। তাদের কাছে টেকনলজি মানে স্রেফ কয়েকটা বিদেশি অ্যাপ।’

গণেশ মুচকি হাসলেন, ‘ভাই রে, বাঙালির চরিত্রটাই তো বদলে গেল। তুমি খেয়াল করছ না? বাঙালি আর ঘাম ঝরিয়ে কারখানায় খাটতে চায় না। তারা শর্টকাট খুঁজছে। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস। আমি হলাম সিদ্ধিদাতা। আমায় ডাকলে স্টার্টআপের ফান্ডিং মেলে, ক্রিপ্টোর দর ওঠে, আইটি কোম্পানির শেয়ার বাড়ে। পুজো দিয়ে ভাবে রাতারাতি বড়লোক হবে। তাই তো তোমার গ্যারাজে তালা, আর আমার ক্যাশ বাক্স উপচে পড়ছে।’

বিশ্বকর্মা করুণ চোখে বিজন সেতুর রেলিংয়ের দিকে তাকালেন। নীচে সম্ভবত বজবজ বা বারুইপুরের শেষ ট্রেন চলে গেল।

বিশ্বকর্মা আরও করুণ, ‘বাঙালির এই হুজুগটাই আমাকে মারল। এককালে এই বাংলায় যাওয়া মানে ছিল অন্যরকম উন্মাদনা। সকালে ছাদে দাঁড়িয়ে ভোকাট্টা চিৎকার। আকাশে লাল-নীল ঘুড়ির মেলা। গ্যারাজে গ্যারাজে চোঙা বেঁধে মান্না দে বা কিশোরকুমারের গান। পুজোর গান কোনটা হিট হবে, ঠিক করে দিতাম আমি। রিকশা, সাইকেল, অটোর গায়ে ফুলমালা ঝুলত। মেকানিকদের মুখে আনন্দের ছাপ থাকত। আর এখন? ঘুড়ি ওড়ানো নাকি ব্যাকডেটেড। ছাদে ঘুড়ি ওড়াবে কে, সবাই তো ফোনে রিলস বানাতে ব্যস্ত! বাংলা পুজোর গানও শেষ।’

গণেশ সায় দিলেন, ‘তা ঠিক বলেছ। গানও শেষ, পুজো সংখ্যার বইও শেষ। আছে শুধু রিল। আমার শোভাযাত্রাতেও সবাই ফোনের ক্যামেরা তাক করে নাচছিল। মন কেবল ইনস্টাগ্রামে লাইভ করায়।’

বিশ্বকর্মার গলায় রাগ, ‘শুধু তাই? তোমার পুজো নিয়ে যা চলছে, ভাবা যায় না! রাস্তা আটকে পুজো হচ্ছে। সরস্বতীপুজোর চেয়েও তোমার পুজোয় চাঁদার জুলুম বেশি। বাঙালি নিজের সংস্কৃতিটাই ভুলে গেল দাদা। সরস্বতীরও কপাল পুড়েছে। বাঙালি বিদ্যার পুজো ছেড়ে শুধু ধনদৌলতের পুজোয় মেতেছে।’

গণেশ একটু অপ্রস্তুত। শুঁড় চুলকে বললেন, ‘আরে, এতে আমার কী দোষ? আমি কি বলেছি রাস্তা আটকে প্যান্ডেল বানাও? তা তোমার প্যান্ডেল কোথায় হয়েছে এবার?’

বিশ্বকর্মার মুখ আরও কালো, ‘সেটাই তো চরম অপমানের কথা দাদা। তোমার ফেলে যাওয়া প্যান্ডেলেই আমাকে ঢুকিয়ে দেবে। তোমার ব্যানারটা ছিঁড়ে নামিয়ে সেখানে আমার নামের ফ্লেক্স ঝুলিয়ে দেবে। মানে তোমার এঁটো প্যান্ডেলে আমাকে বসতে হচ্ছে।’

গণেশ হো হো করে হেসে উঠলেন।

‘ভায়া, এতে মন খারাপ করছ কেন? বাংলায় একেই বলে অপচয় রোধ! আধুনিক পরিবেশবান্ধব পুজো। আমার ফেলে যাওয়া মোদকের মিষ্টি শুঁকতে শুঁকতেই কালকের দিন কাটিয়ে দাও। বেশি বায়না কোরো না। মন্দার বাজারে নিজের আলাদা প্যান্ডেল পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার।’

বিশ্বকর্মার গলায় দীর্ঘশ্বাস, ‘তোমার আনন্দও বেশিদিন টিকবে না দাদা। বাঙালি যে হারে মোদক গিলছে আর শুয়ে বসে ফোন ঘাঁটছে, ঘরে ঘরে সুগার আর প্রেশার। শুনলাম, মিষ্টির দোকানে খাঁটি জিনিস দেওয়া বন্ধ। অতিরিক্ত ভেজাল তেল আর বাসি গুঁড়ো দুধ দিয়ে ঝটপট মোদক তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিকের যন্ত্রে।’

গণেশ আঁতকে উঠলেন। ‘বলো কী হে? সত্যি?’

বিশ্বকর্মা এতক্ষণে মুখে এক চিলতে বিজয়ের হাসি ফুটিয়ে তুললেন, ‘একশো বার সত্যি। আমি যন্ত্রের দেবতা। মিষ্টি বানানোর সব মেশিনের নাটবল্টু ঢিলে। রক্ষণাবেক্ষণের কারিগর বাংলায় আর নেই। মিষ্টির ভালো কারিগরও হারিয়ে যাচ্ছে। ভালো মিষ্টির দিন শেষ। ভেজাল মোদক খেয়ে তোমার পেটও একদিন বিগড়োবে দাদা।’

গণেশ হাত দিয়ে নিজের বিশাল ভুঁড়িটা একটু মেপে দেখলেন। মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

ঠিক এই সময় নীচের ট্রাফিক সিগন্যালে এতক্ষণে পুলিশ এসে হাজির। কে একজন ছুটে এসে তাড়া দিল। সেতুতে গাড়ির লম্বা লাইন।

গণেশ হাত নাড়েন, ‘চললাম ভাই। বাবুঘাটে আমার বিসর্জন। গঙ্গায় ডুব দিয়ে একটু গা জুড়োই। এই শহরে যা দূষণ, গঙ্গার জলেই একমাত্র শান্তি।’

বিশ্বকর্মা তাঁর বাহন হাতির পিঠে হাত বুলিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার ইশারা করলেন। কিছুটা উদাস গলা, ‘যাও দাদা। স্বর্গরাজ্যে গিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও। আমাকে তো কাল দিনভর এই কর্পোরেট শহরটার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে। যেখানে কোনও কারখানার সাইরেন বাজে না। কেউ যন্ত্রকে ভালোবেসে পুজো করে না। কাল সকাল হতেই একদল লোক ঘুম থেকে উঠে শুধু ল্যাপটপের ধুলো মুছবে। কিবোর্ডে একটু চন্দনের ফোঁটা ছোঁয়াবে। তারপর আমাকে দুটো শুকনো বোঁদে আর জিলিপি অফার করে ফের সেই ফোনে বুঁদ হয়ে যাবে।’

গণেশের বিশাল শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে। বিশ্বকর্মার ম্যাটাডোর ধীরে ধীরে নামল কসবার দিকে।

রাত বারোটা পঁচিশে বিজন সেতুর ওপর একা পড়ে রইল উড়ে আসা শুকনো রজনীগন্ধা ও গাঁদার পাপড়ি। এবং দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল দুটো ভিন্ন বাংলার দীর্ঘশ্বাস। একদিকে হারিয়ে যাওয়া একচিলতে সোনালি শৈশব আর কারখানার ব্যস্ত সাইরেন। অন্যদিকে সাউন্ডবক্সে বাজল বাঙালির অপরিচিত অপটু উচ্চারণের স্লোগান, ‘গণপতি বাপ্পা মোরিয়া, মঙ্গলমূর্তি মোরিয়া।’

যেতে যেতে বিশ্বকর্মা হাসলেন, মোরিয়া-টা মরিয়ার মতো শোনাচ্ছে দেখে। তাঁর নামেও একসময় বহুবার স্লোগান উঠত, বিশ্বকর্মা মাইকি জয়। ‘মা’ কথাটা শুনে বিরক্ত হতেন। এখন তাঁর মনে হল, সেই পুরোনো স্লোগানেই আন্তরিকতা বেশি ছিল। গণেশ কিন্তু সেই আন্তরিকতা দেখতে পেল না জীবনে!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা জহর রায়।

২০২৫

শিল্পী জুবিন গর্গ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভোট চুরি, সরকার চুরির পর দল চুরি। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের অধোগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন গোটা একটি দলকেই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব, তখন কোটি কোটি ভারতীয়র ভোটও যে চুরি হতে পারে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! এই লড়াই কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। এটা প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং এমন প্রতিটি ভোটারের লড়াই, যাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। প্রথমে শিবসেনা, তার পর এনসিপি, এখন তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেকবার একইভাবে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে একটি দলকে টুকরো করে।

- রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হরিয়ানা থেকে বন্যাপীড়িত বিহারে পৌঁছেছিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। তবে ত্রাণ বণ্টনের সময় একদল মানুষ লাইনে না দাঁড়িয়ে ফল ও জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে। ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও চলে। কর্মীরা শান্ত হতে বললেও কাজ হয়নি।

ভাইরাল/২

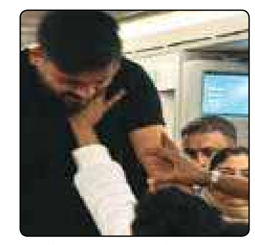

চলন্ত বিমানে মারামারি! লন্ডন থেকে বাংলাদেশগামী একটি বিমানে দুই ব্যক্তি তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়ান। কথা কাটাকাটি চলার সময় একে অপরকে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন। তাণ্ডবে এক যাত্রীর টি-শার্ট ছিঁড়ে যায়। মাঝআকাশে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে।

জনমন
জনমত

বিল-বোর্ডে কেন শুধুই রাজনীতিবিদ ও অভিনেতারা?

সম্প্রতি চিনের শানদং প্রদেশের হেজে শহর থেকে শুরু হওয়া একটি ছোট্ট উদ্যোগ আজ গোটা বিশ্বের আলোচনার বিষয়। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের বদলে সে দেশের ব্যস্ততম সড়ক, শপিং মল আর মেট্রো স্টেশনের বিশাল ডিজিটাল স্ক্রিনে এখন শোভা পাচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানী চিয়ান শুয়েসেন, নোবেলজয়ী তু ইউইউ, কৃষিবিজ্ঞানী ইউয়ান লংপিং কিংবা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানী তেং চিয়াক্সিয়ানের ছবি। এই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে চেংচৌ, হাংচৌ, চুংছিং থেকে আনহুই, ইনার মঙ্গোলিয়া, হুনান, হুবেই পর্যন্ত।

এই খবর সামনে আসার পর শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কার একটি মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে বেশ চর্চিত হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতের বিল-বোর্ড কেন শুধু রাজনীতিবিদ ও চলচ্চিত্র তারকাদের দখলে থাকবে? বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক বা উদ্ভাবকদের কেন নয়? প্রশ্নটি নিছক আলংকারিক নয়। একটি সমাজ প্রকাশ্য পরিসরে কাকে উদযাপন করছে, তা সেই সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকেও নির্ধারণ করে দেয়।

ভারতের ক্ষেত্রে ছবিটা আরও জটিল। অনেক বিল-বোর্ডে তারকাদের মুখে দেখা যায় পানমশলার ছদ্মবেশী বা সারোগেট বিজ্ঞাপন, যা তামাকজাত পণ্যের প্রচ্ছন্ন প্রচার বলে দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচিত। অর্থাৎ প্রকাশ্য পরিসর শুধু রাজনীতি বা বিনোদনের দখলেই নয়, স্বাস্থ্য-ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যের হাতিয়ারও হয়ে উঠছে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রতীক নির্মাণের এই রাজনীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিশু ও কিশোরদের মনে যে মুখগুলো বারবার দেখা যায়, তারাই একসময় তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। তাই শুধু চিনের অনুকরণ নয়, নিজের দেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও গবেষকদের সম্মানের জায়গা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই অঞ্চল বর্ণময় লোকসংস্কৃতি, বৈচিত্র্যময় জাতি-জনজাতির ঐতিহ্য এবং বহু নিভৃতচারী গবেষক ও শিক্ষাব্রতীর নীরব সাধনায় সমৃদ্ধ। রাজবংশী, টোটো, মেচ কিংবা অন্যান্য জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়, তাঁদের লোকশিল্প ও জীবনধারার ছবি যদি প্রকাশ্য পরিসরে, বিল-বোর্ডে বা প্রচারমাধ্যমে যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ শুধু সমৃদ্ধই হবেন না, সেইসব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে এবং চর্চা করতেও উদ্বুদ্ধ হবেন। এভাবেই স্থানীয় পরিচয় আর জাতীয় গর্ব একসূত্রে বাঁধা সম্ভব।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শুধুই একটা মিরাকলের অপেক্ষা!

বর্তমান জীবনের ভেতরেও মানুষ আরেক অলৌকিক জীবনের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে।

কল্যাণময় দাস

প্রতীকী।

স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঘড়ি আর খালি ট্র্যাকের দিকে তাকানোটা খুবই সরল অপেক্ষা। কিন্তু ট্রেনের উইন্ডো সিটে বসে ট্রেন ছুটলে আপনি কীসের অপেক্ষা করেন? রবিবারের ছুটির? মাইনে বাড়ার? নাকি রিটায়ারমেন্টের পর বারান্দায় জাঁকিয়ে বসে দার্জিলিং টি খাওয়ার? মানুষ আসলে একটা চলন্ত ট্রেনের ভেতর বসে আরেকটা অলৌকিক ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। আর সোজা বাংলায়, এই অপার্থিব বস্তুটার নামই ‘মিরাকল!’ লটারি জেতার ফ্যান্টাসি, ক্রাশের হঠাৎ একখানা ‘টুং’ মেসেজ, কিংবা আগামীকালই জীবনের মোড় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়ার অমূল্য আশা। পর্দার আড়ালে বসে থাকা কোনও নিয়তি যেন আমাদের বোরিং চিত্রনাট্যটা রি-রাইট করছে! বর্তমানের বাস্তবটা মারাত্মক ঘূর্ণাবর্তের মতো। এই মুহূর্ত থেকে পালিয়ে ভবিষ্যতের ফুরফুরে ফ্যান্টাসিতে আশ্রয় নেওয়ার নামই অপেক্ষা, নিজের একটা আপগ্রেডেড ভার্সনের খোঁজে।

তবে পৃথিবীর সবার এই গভীর, খটোমটো দার্শনিক বিলাসিতা পোষায় না। কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের মোড়ে ঘাম মুছে চা বানানো বীরেন্দর যদি ছাঁকনি ডুবিয়ে ভাবে, আহা, জীবন মানেই তো টাইলর সিরিজের মতো অসীম অপেক্ষা, তবে চায়ের প্যান নিশ্চিত পুড়ে ছাই! ভিড় বাসের প্যাসেঞ্জারের কাছে অপেক্ষা অতি প্র্যাকটিকাল : কনডাক্টর কখন পাঁচ টাকার খুচরো ফেরত দেবে! দর্শন হল পেট ভরার পরের চাটনি বা ডেজার্ট। ফাঁকা পেটে কেউ কাফকা বা সার্ত্রে কোট করে না। অধিকাংশ মানুষের অপেক্ষার স্পষ্ট দাম আর ডেডলাইন আছে, র‍্যাশনের চাল, বাচ্চার অ্যাডমিশন বা আইপিএলে প্রিয় দলের ট্রফি। আবার কিছু চিন্তাশীল মানুষ রাতে ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে ভাবে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

অপেক্ষার এই ছক রাজনীতিতেও দেখা যায়। ভোটের পরে মানুষ ভাবে, এই বুঝি পালাবদল হল, এবার আমার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে! কিন্তু গদি বদলায়, শাসকের চেহারা বদলায়, সাধারণ মানুষের অপেক্ষার মেয়াদ শেষ হয় না। অপেক্ষা করাটা মানুষের ডিএনএ-তে থাকা অটোমেটিক ড্রাইভার। জিন যেন আমাদের বর্তমানে বাঁচতে শেখায় না। শৈশবে অপেক্ষা স্বাধীনতার, যৌবনে স্থায়িত্বের, আর বার্ধক্যে... থাক, সেকথা নাইবা বললাম! আসল ট্র্যাজেডি হল, যে স্টেশনে নামার জন্য সারা জীবন টিকিট কেটে বসে থাকা, ট্রেনটা কোনওদিন সেই স্টেশনে আসেই না। আমরা খালি স্টেশন বদলাই, প্ল্যাটফর্ম বদলাই আর ভাবি, পরের ট্রেনেই হয়তো ট্রেজার আইল্যান্ডে পৌঁছে যাব! অথচ পরের ট্রেনটিও একদিন এখনকার মতোই হয়ে যায়। তখন আবার নতুন কোনও গন্তব্যের অপেক্ষা শুরু হয়।

আসলে মিরাকল তো কোনও দূরের স্টেশনে নেই; মিরাকল লুকিয়ে আছে এক তীব্র আকুলতায়, নিভে আসার ঠিক আগের মুহূর্তেও বুক ভরে শ্বাস টানার আকুতিতে, হাজারো ধ্বংসের পর আবার কারও হাত ধরে বেঁচে থাকার! আমরা তো ট্রেনের জানলা দিয়ে কেবল গন্তব্য খুঁজি না, খুঁজি একটু ভালোবাসার আশ্রয়, একটুখানি উষ্ণতা। এই উষ্ণতার খোঁজই আমাদের অপেক্ষা। কখনও সেই অপেক্ষা আমাদের হাসায়, কখনও ক্লান্ত করে, কখনও আবার বোকা বানায়। তবু অপেক্ষা ছাড়া মানুষ বোধহয় চলতেও পারে না। কারণ অপেক্ষা মানেই এখনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এখনও কোনও দরজা খোলার বাকি, এখনও কোনও অচেনা প্ল্যাটফর্মে নেমে নতুন করে শুরুর সুযোগ আছে।

হয়ত মিরাকল কোনও দূরের স্টেশনে অপেক্ষা করে নেই। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যে মানুষটি আগামীদিনের ছবি আঁকে, মিরাকল হয়তো সেই কল্পনাতেই। যে মানুষটি ব্যর্থতার পরও আবার চেষ্টা করে, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই অলৌকিক শক্তি। আমরা তাই ট্রেন বদলাই, স্টেশন বদলাই, প্ল্যাটফর্ম বদলাই, কিন্তু অপেক্ষা ছাড়ি না। কারণ অপেক্ষার মধ্যেই থাকে আগামীকালের ফুরফুরে ফ্যান্টাসি, বদলে যাওয়ার আশা এবং নিজের আরও ভালো একটি সংস্করণ খুঁজে পাওয়ার আকুলতা। শেষপর্যন্ত মিরাকল হয়তো কোনও ট্রেন নয়, অপেক্ষা করে চলার সেই অদ্ভুত সাহসটাই।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৪

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। মেঘের আবির্ভাব ৩। ক্ষতি বা হানি ৫। অমাবস্যা, পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাত্রে উপবাস ৭। গোরু-মোষের চর্বিতচর্বণ ৯। দই-এর সঙ্গে ছাতু চিঁড়ে মিশিয়ে তৈরি খাদ্য ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। স্বর্ণকার ১৫। কাঁকরোল গাছ।

উপর-নীচ : ১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ২। মন্থনদণ্ডের আরেক নাম ৩। নদীতে যে বান হঠাৎ আসে ৪। বুদ্ধিমান বা সমঝদার ৬। মোটা লাঠি ৮। পরিবর্ত, বিনিময় ১০। নাচগানের আসর ১১। লেখক, লিপিকর বা চিত্রকর ১২। গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত ক্ষুদ্র স্থান, ওই স্থানের মতো ক্ষুদ্র জলাশয় ১৩। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড বা আলতা।

সমাধান ■ ৪৫৫৩

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৩। কেতা ৫। কেয়া ৬। তকলি ৮। কামনা ১০। মিরাশ ১২। গবেট ১৪। ইরা ১৫। কত্তা ১৬। মঞ্জুর।

উপর-নীচ : ১। জুনিপোকা ২। ইকেবানা ৪।তালুক ৭।লিচু ৯।বগ ১০।মিজোরাম ১১।শশধর ১৩। বেবাক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৮০৮০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৫৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৮৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৮৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135. Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কিউআর কোডে দক্ষিণা

বিশ্বকর্মাপুজোয় প্রযুক্তির ছোঁয়া তুফানগঞ্জে

বিশ্বকর্মাপুজোয় তুফানগঞ্জে নজর কাড়ল আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। খুচরো টাকার সমস্যা এড়াতে এবং দক্ষিণা পাওয়া সুনিশ্চিত করতে এবার পুজোমণ্ডপ ও গ্যারাজে প্রতিমার পাশেই ঠাঁই পেয়েছে প্রিন্ট করা 'ইউপিআই কিউআর কোড'। মোবাইলে স্ক্যান করেই ভক্তরা সরাসরি পুরোহিতের অ্যাকাউন্টে প্রণামি পাঠাচ্ছেন।

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোকে ঘিরে তুফানগঞ্জে এক অভিনব দৃশ্য নজর কেড়েছে। পুজোর আসনে ধূপধুনো ও বেলপাতার পাশাপাশি এবার জায়গা করে নিয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি 'ইউপিআই কিউআর কোড'। খুচরো সমস্যা এড়াতে ও দক্ষিণা পাওয়া সুনিশ্চিত করতে শহরের পুরোহিতরা এবার এই আধুনিক পথ বেছে নিয়েছেন।

শুক্রবার সাতসকালে স্নান সেরে তুফানগঞ্জ থানা মোড়ের একটি গ্যারাজে বাইক পুজো দিতে এসেছিলেন ৪৫ বছরের চিন্ময় সেন। পুজো শেষে পুরোহিতকে প্রণামি দিতে গিয়ে পকেটে খুচরো টাকা না থাকায় বিপাকে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরোহিতমশাই নিজেই এগিয়ে দেন কাগজের একটি প্রিন্ট করা কিউআর কোড। মোবাইলে সেই কোড স্ক্যান করে নিমেষেই প্রণামি মেটান চিন্ময়। প্রযুক্তির এই সহজ ব্যবহারে তিনি যেমন অবাক, তেমনই আপ্লুত।

এই ছবি শুধু থানা মোড়ের ওই গ্যারাজের নয়, তুফানগঞ্জের বহু কারখানা, প্রতিষ্ঠান ও গৃহস্থের পুজোতেও দেখা গিয়েছে। ভেজা হাতে বারবার মোবাইল বের করার ঝক্কি এড়াতে পুরোহিতরা এবার আগেই কিউআর কোডের প্রিন্ট আউট পুজোর উপকরণের পাশে দৃশ্যমান স্থানে রেখে দিচ্ছেন।

শহরের পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী জানান, বহু ক্ষেত্রে পুজো শেষে খুচরো না থাকায় প্রণামি বাকি থেকে যেত। আবার পুষ্পপত্রে দেওয়া কাগজের নোট ভেজা হাতে নষ্ট হত। কিউআর কোড চালু হওয়ায় এই সমস্যা দূর হয়েছে এবং সময়ও বাঁচছে।

প্রতি বছর বিশ্বকর্মাপুজোয় ছোট-বড় বিভিন্ন যানবাহনের পুজো করেন মালিকরা। গ্যারাজ, দোকান কিংবা বাড়ির উঠোনে চলে পুজোর আয়োজন। সাধারণত পুজোর আসনে ফুল, বেলপাতা, ধূপধুনো সহ বিভিন্ন উপকরণ দেখা গেলেও এবার সেখানে জায়গা করে নিয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। প্রতিমা ও পুজোর সামগ্রীর ফাঁকে রাখা হচ্ছে 'ইউপিআই কিউআর কোড'। এদিন শহরের বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পুজোতে দেখা যায়, সামগ্রীর পাশে সেটি এমনভাবে রাখা হয়েছে, যাতে দক্ষিণা দিতে আসা ব্যক্তির সহজেই চোখে পড়ে। ফলে নগদ টাকা না থাকলেও আর সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না কাউকে। মোবাইলের ক্যামেরা খুলে কিউআর কোড স্ক্যান করলেই নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা চলে যাচ্ছে পুরোহিতের অ্যাকাউন্টে। এতে নগদ টাকা রাখার বা বহনের ঝুঁকি কমছে বলে মত ভক্তদের একাংশের।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবাংশু কর্মকারের মতে, 'চায়ের দোকান থেকে বাজার—সর্বত্রই যখন মোবাইলে লেনদেন চলছে, তখন পুজোর দক্ষিণাতেই বা প্রযুক্তি বাদ থাকবে কেন?' দেব আরাধনার পাশাপাশি তুফানগঞ্জের পুজোয় এভাবে একই ফ্রেমে ধরা দিল ঐতিহ্য ও ডিজিটাল ভারত।

- খুচরো টাকার অভাব এবং দক্ষিণা বাকি রাখার সমস্যা এড়াতে পুরোহিতদের এই বিশেষ উদ্যোগ
- ভেজা হাতে মোবাইল ছোঁয়ার ঝুঁকি এড়াতে প্রিন্ট করা কিউআর কোড সঙ্গে রাখছেন পুরোহিতরা
- ভক্তরা ইউপিআই অ্যাপ দিয়ে সহজেই পুরোহিতের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতে পারছেন
- তুফানগঞ্জের বিভিন্ন গ্যারাজ ও কারখানায় 'ডিজিটাল দক্ষিণা' ব্যাপক সাড়া ফেলেছে

হাসপাতালের আবাসন যেন ভূতুড়ে ঘর

হলদিবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের আবাসনের মাথার ওপর ছাদ নেই, কোনও কোনও আবাসনে ত্রিপল টাঙিয়েই থাকতে হচ্ছে। আবাসন আজ পরিণত হয়েছে বিষধর সাপ আর পোকামাকড়ের মুক্তাঞ্চলে।

এই আবাসনগুলি তৈরি হয়েছিল হলদিবাড়ি হাসপাতালের চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য। কিছু আবাসন এখন পরিত্যক্ত। বাকিগুলিতে কোনওরকমে থাকছেন অনেকে। আগাছা আর বুনো লতাপাতায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে গোটা ছাদ ও দেওয়াল। ভগ্নপ্রায় দরজা-জানালা দিয়ে উঁকি মারছে অন্ধকার। স্থানীয় বাসিন্দা বিপুল গোস্বামী বলেন, 'দিনের বেলায় দরজা-জানালা থেকে শুরু করে আসবাবপত্র অবাধে লুট হচ্ছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, 'আবাসনে ভয়ে থাকি। রাতে পোকামাকড়, সাপের উপদ্রব উপেক্ষা করেই বসবাস করছি। যে বিল্ডিংগুলিতে বসবাস করছি, সেগুলির সংস্কার খুব দ্রুত হওয়া দরকার।' অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক অর্ঘ্য রায় প্রধান বলেন, 'আশির দশকে তৈরি এই আবাসনগুলির শুধু বাইরে রং করা ছাড়া বিগত সরকার সংস্কারের বিষয়ে পুরোপুরি উদাসীন ছিল।' যদিও পালটা প্রশ্ন উঠছে, তিনি এই আবাসনের দুরবস্থা ঘোচাতে আদৌ উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না।

বিএমওএইচ সত্যেন্দ্র কুমার বলেন, 'পূর্ত দপ্তর কিছু বিল্ডিং পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। বাকিগুলির সংস্কারের জন্য এস্টিমেট করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। তারা আরও কিছু রিপোর্ট চেয়েছে, যা দ্রুত পাঠানো হচ্ছে।' হলদিবাড়ি পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হীরক বিশ্বাস জানান, মেখলিগঞ্জ মহকুমা অফিসে যাবতীয় তথ্য পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে, রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক দধিরাম রায় আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। কিন্তু কবে এই জঙ্গল সাফ হয়ে আবাসনের হাল ফিরবে, সেই উত্তর এখনও অধরা।

বস্ত্র বিতরণ

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে মিনি ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে বস্ত্র বিতরণ করা হল। সংগঠনের সম্পাদক শ্যামলচন্দ্র দাস বলেন, 'এই প্রথম আমরা এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছি, আশা করছি প্রতি বছর এই বস্ত্র বিতরণ আমরা করতে পারব।'

কারদানার সঙ্গে জাল-কাতান

পুজোর বাজার জমতেই দিনহাটার শাড়ির দোকানে বাড়ছে ভিড়। চেনা জামদানি, বালুচরি, সিল্কের সঙ্গে এবার ক্রেতাদের নজর কেড়েছে কারদানা, অরগ্যাঞ্জা, জাল-কাতান, বাফতা ও খারিয়াল।

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো মানেই নতুন পোশাক, সাজগোজ আর বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। পুজোর বাজার জমতেই দিনহাটার শাড়ির দোকানগুলিতে মহিলাদের ভিড় বাড়ছে। জামদানি, বালুচরি, পিওর সিল্ক, তসর ও তাঁতের চাহিদা এখনও রয়েছে। তবে এ বার পুরনো শাড়ির সঙ্গে নতুন নকশা ও কাজও নজর কাড়ছে। ট্রেন্ডিং তালিকায় রয়েছে কারদানা জামদানি, কারদানা অরগ্যাঞ্জা, জাল-কাতান, বাফতা ও খারিয়াল। শুধু কারদানা জামদানি নয়, বিভিন্ন শাড়ির সঙ্গে কারদানা মিলিয়েও তৈরি হচ্ছে নতুন ম্যাচিং শাড়ি। কোথাও পাড় ও আঁচলে কারদানা, কোথাও অরগ্যাঞ্জার সঙ্গে জাল-কাতানের কাজ। আবার কোথাও সিল্ক বা তাঁতের সঙ্গে যোগ হচ্ছে নতুন নকশা। ফলে সাবেকি বুননের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশনের মেলবন্ধন ঘটছে।

পুজোর কোন দিনে কোন শাড়ি পরবেন, সেই পরিকল্পনাও শুরু করেছেন দিনহাটার মহিলারা। ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে হালকা তাঁত, অরগ্যাঞ্জা বা বাফতা পছন্দ করছেন অনেকে। অষ্টমীতে কারদানা, জামদানি ও জাল-কাতান নজর কাড়ছে। নবমীতে পিওর সিল্ক, বালুচরি ও খারিয়াল থাকছে পছন্দের তালিকায়। দশমীতে আবার লালপাড় সাদা শাড়ি বা তাঁতের সাবেকি সাজ ফিরছে।

এ বার পুজোর বাজারে তাই শুধু পরিচিত নামের শাড়ি নয়, নতুন নামের শাড়িও ক্রেতাদের টানছে। বিশেষ করে মহিলাদের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে নতুন নকশা ও কাজের শাড়ি। শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ এবং গয়নার মিল নিয়েও ভাবছেন ক্রেতারা। ফলে শাড়ি বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও বদলাচ্ছে পুজোর সাজের হিসাব। ঐতিহ্যের ভিতের উপরেই তৈরি হচ্ছে নতুন ফ্যাশনের এই পছন্দ। এখানেই বাজারের নতুন ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে।

শাড়িপ্রেমী গোপা ঘোষ চন্দ বললেন, 'জামদানি ও বালুচরি সবসময়ই ভালো লাগে। তবে পুজোয় প্রতিবছর একই ধরনের শাড়ি পরতে ইচ্ছে করে না। তাই এবার নতুন ডিজাইনের কারদানা ও জাল-কাতানের শাড়ি দেখছি। অষ্টমীর জন্য কারদানা এবং সপ্তমীর জন্য হালকা অরগ্যাঞ্জা নেওয়ার কথা ভাবছি।' ক্রেতা পদম মুখীয়র কথায়, 'শাড়ির পাশাপাশি ব্লাউজ ও গয়নার ম্যাচিং এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ধরনের শাড়ির সঙ্গে কনট্রাস্ট ব্লাউজ ও সাবেকি গয়না পরলে সাজটা আরও সুন্দর লাগে।'

দিনহাটার শাড়ি বিক্রেতাদের দাবি, তরুণীদের মধ্যে নতুন নকশা ও কম্বিনেশনের শাড়ির চাহিদা বাড়ছে। বিশেষ করে কারদানা ও অরগ্যাঞ্জা নজর কাড়ছে। ব্যবসায়ী বান্টি গুহ রায় বললেন, 'পুজো আসতেই শাড়ি কেনার ধুম পড়ে যায় তবে সাবেকিয়ানা এবং পুরোনো নামের যে শাড়িগুলো আছে সেগুলো পুজোর সময় অনেকেই কিনতে চান না, তবে পুজোর আগে থেকে শুরু হয়ে যায় ট্রেন্ডিং কিছু কালেকশন। এবারও সেই ট্রেন্ড ফলো করে আমরা শাড়ি রেখেছি। মহিলারাও নতুন নামের শাড়ি কিনতে পছন্দ করেন।'

স্কুলের রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি

মাথাভাঙ্গা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াতের রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। তার ওপর রাস্তার গা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে বাড়ির সীমানা প্রাচীর। বিদ্যুতের খুঁটিও ঢুকে গিয়েছে পাঁচিলের ভেতরে। ফলে নিত্যদিন ভোগান্তির মুখে পড়ছে খুদে পড়ুয়ারা। অবিলম্বে ওই বেআইনি পাঁচিল ভেঙে রাস্তা চওড়া করার দাবিতে সরব হল বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ। পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের গণস্বাক্ষরিত স্মারকলিপি। শনিবার মাথাভাঙ্গা পুরসভার প্রশাসকের হাতে এই স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হবে।

সিলভার জুবিলি রোড সংলগ্ন ওই সংকীর্ণ পথ দিয়ে শুধু বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরই নয়, আরও একাধিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া এবং মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের রোগীরা যাতায়াত করেন। বিদ্যালয় শুরু ও ছুটির সময় পরিস্থিতি সবচেয়ে ভয়াবহ হয়ে ওঠে। যানজটের মধ্যে খুদেদের যাতায়াত নিয়ে চিন্তায় অভিভাবকরাও। অষ্টম শ্রেণির জয় সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণির পার্থ বর্মনরা অবিলম্বে রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি তুলেছে।

রাস্তার ধারে এভাবেই পাঁচিল তোলার অভিযোগ।

এবিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমি অধিকারী বলেন, 'সিলভার জুবিলি রোডের একাংশে একটি বাড়ির সীমানা প্রাচীর ও গেট রাস্তা ঘেঁষে তৈরি করায় স্কুল শুরু এবং ছুটির সময় অন্য যানবাহনের কারণে পড়ুয়াদের যাতায়াত করতে সমস্যা হচ্ছে। বহু মানুষও এই রাস্তা ব্যবহার করেন।'

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপিও। দলের মাথাভাঙ্গা শহর মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক শিবশংকর সাহার বক্তব্য, 'পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে দলের তরফে রাস্তা সম্প্রসারণের দাবি জানানো হবে।'

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গা পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক স্বপনকুমার পাত্র জানান, রাস্তার ধার ঘেঁষে পাঁচিল তোলার বিষয়টি পুরসভার নজরে রয়েছে। পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট এলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

প্রয়াণ দিবস

কোচবিহার ও তুফানগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের প্রয়াণ দিবস পালিত হল কোচবিহার ও তুফানগঞ্জে। দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে কেশব আশ্রমে ও তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলে মহারাজার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক জিতিন যাদব, সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী, দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি কুমার জিতেন্দ্রনারায়ণ, কুমার বিরাজেন্দ্রনারায়ণ, কুমার মৃদুলনারায়ণ সহ অন্যরা।

জলের সমস্যা মেটাতে পাম্প চালুর দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : মেখলিগঞ্জ শহরের কদমতলায় বিধায়ক কার্যালয়ের বিপরীতে থাকা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি (পিএইচই) দপ্তরের জলের পাম্পটি অবিলম্বে চালুর দাবি উঠছে। প্রায় চার বছর আগে মেখলিগঞ্জ পোস্ট অফিসের পেছনে পাম্প বসানোর জন্য একটি ঘর তৈরি করা হলেও তা আজও চালু হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পাম্প ঘরটি বর্তমানে পুরোপুরি জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এমনকি লোহার গ্রিলের গেটটিও লতাপাতার দখলে চলে গিয়েছে। চার বছর ধরে পড়ে থাকা এই পরিকাঠামো দ্রুত চালু করা না হলে সেটি পুরোপুরি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

মেখলিগঞ্জ পুরসভা এলাকায় মোট ৯টি ওয়ার্ড রয়েছে। পুরসভা এলাকায় পিএইচই-র ৬টি পাম্পের মধ্যে বর্তমানে সাকুল্যে ৩টি সচল রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ জানিয়েছেন, কদমতলায় বিধায়ক কার্যালয়ের উলটোদিকে থাকা পাম্পটি চালু হলে পুরো শহরে পানীয় জলের জোগান এবং গতি বহুলাংশে বাড়বে। তবে এই বিষয়ে পুরসভার তরফ থেকে একাধিকবার পিএইচই'এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও আখেরে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

পর্যাপ্ত জলের গতি না থাকায় শহরবাসীকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশের চিত্র দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা অসীম বর্মনের কথায়, 'শহরে ৬টি পাম্প থাকলেও ৩টি পাম্পের সাহায্যে শহরের ৭টি ওয়ার্ডে জল সরবরাহে গতি নিয়ন্ত্রণ হয়। তাই আমাদের অহরহ জলের গতির সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পোস্ট অফিসের পেছনে একটি পাম্প ঘর নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ৪ বছর আগে। সেটি চালু করা হলে শহরে জলের গতি অনেকাংশেই বাড়বে।' শহরের অপর বাসিন্দা শিবা সাহার বক্তব্য, 'পোস্ট অফিসের পেছনে পাম্প ঘরটি জঙ্গলে ঢেকেছে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থেই যখন এটি নির্মাণ করা হয়েছে, তখন সেটা এভাবে ফেলে রাখার কোনও মানে হয় না। অন্যদিকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুপুর এবং বিকেলে জলের গতি ভীষণ কম থাকে। এই পাম্পটি চালু হলে সেই সমস্যা অনেকটা কমবে।'

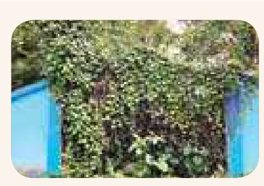

- চার বছর ধরে বন্ধ পোস্ট অফিসের পেছনের পিএইচই পাম্প ঘর
- জলের কম গতির কারণে ৯টি ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'বিগত দিনে পুরসভার তরফে এবিষয়ে একাধিকবার পিএইচই'এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে বলেই জানি। এই পাম্পটি চালু হলে জলের গতির সমস্যা অনেকাংশেই মিটবে। বিধায়কের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।' অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়ও দ্রুত এ বিষয়ে পিএইচই'এর আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন।

রংদার রোববার

ত্রিনয়ন

দুই চোখে দেখা পৃথিবীটুকুই কি সম্পূর্ণ? মানুষ বরাবরই তার দৃশ্যমান সীমানার বাইরে যেতে চেয়েছে। কখনও পুরাণের কল্পনায়, কখনও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে, কখনও নিজের মন ও সম্পর্কের জটিল অন্ধকারে। অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, আর চেনা সত্যের ভিতরেও অন্য এক সম্ভাবনার খোঁজ— এই তিন ভিন্ন পথেই খুলে যায় দেখার আরও বিস্তৃত দরজা। সেই দরজা পেরোলেই পরিচিত পৃথিবী আলোয় ধরা দেয়, বদলে যায় দেখার অভ্যাসও।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, ডঃ গৌতম সরকার ও নীলাদ্রি দেব
রম্যরচনা ইথার নাগ
ছোটগল্প মৌমিতা আলম
অণুগল্প সুমন্ত বাগচী ও জয় দাস
কবিতা গৌরাঙ্গ সিনহা, রানা সরকার, উত্তম চৌধুরী, অনুভব সরকার, অতীশচন্দ্র ভাওয়াল ও অরিন্দম ঘোষ

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

আপনিও লেখক

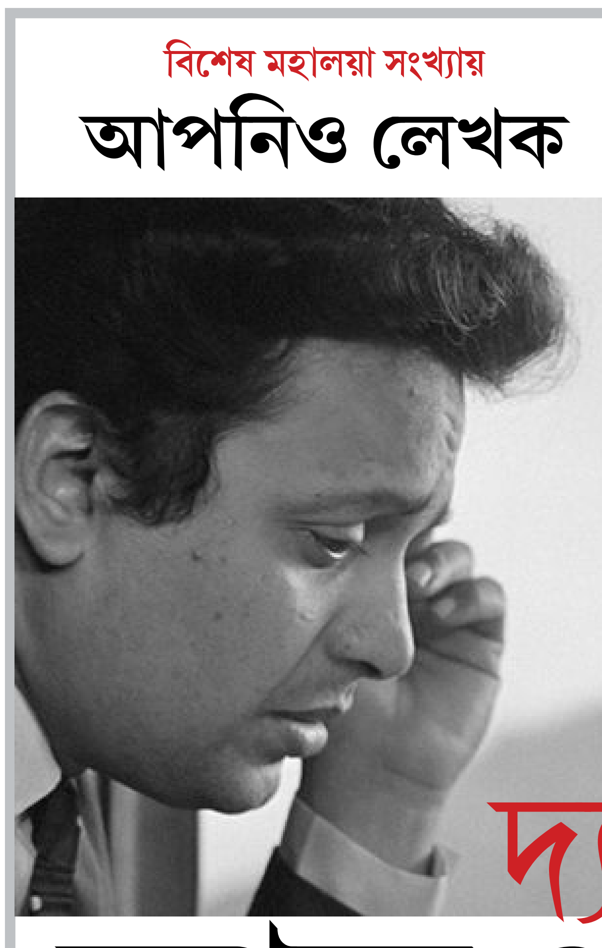

উত্তম প্রেমে

সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্য টপ দ্য টপ দ্য টপ আজও

রসনায় উত্তম

মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে— ৯৮৩০২৫৮৬৬৮

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর

স্বল্পগল্পে উত্তম

রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

দারুণ দর্পণ

টিভি দেখা, ফোনে কথা বলা, টাকাপয়সা না দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে রোজকার ঝামেলা। তাই বৃদ্ধ বয়সে খিটখিটে কৃপণ স্বভাবের স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্স ফাইল করবেন বলে ঠিক করলেন গিন্নি। আইনজীবীর চিঠি গেল কর্তার কাছে। কর্তারও এক গোঁ। যা হয় হবে, মাথা নোয়াবেন না। আইনজীবীর পরামর্শে আপাতত একই বাড়িতে ওপরতলা-নীচতলা করে আলাদা থাকতে শুরু করেন দুজনেই। কয়েক মাস পর ঘটনাক্রমে একদিন স্ত্রীর হাতের সুস্বাদু ইলিশ মাছের রান্নাই দুজনের মানসিক দূরত্ব কমিয়ে দেয়। আর এই নিয়েই দর্পণ নাট্য সংস্থার শ্রুতিনাটক 'অন্তঃসলিলা'। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দর্পণ নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে এক সন্ধ্যায় তিনটি মনোগ্রাহী নাটক। তার একটি ছিল শ্রুতিনাটক। রচনায়— শ্যামলী রায় আর পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়।

শ্রুতিনাটকে দৃশ্যমান অভিনয় থাকে না। চরিত্রের পোশাক, মুখভঙ্গি, শরীরী ভাষা বা মঞ্চসজ্জাও থাকে না। শ্রোতাদের মনে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কণ্ঠই হয়ে ওঠে প্রধান হাতিয়ার। এই নাটকে ছিল চারটি চরিত্র। কর্তা— উদয়শংকর ভট্টাচার্য, গিন্নি— সুমনা কর্মকার, কাজের মেয়ে লক্ষ্মী— শম্পা ঘোষ এবং আইনজীবী— প্রণব বড়ুয়া। তাঁরা তাঁদের স্বরের ওঠানামা, গতি, বিরতি, উচ্চারণ, জোর, শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে সফলভাবেই চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। ফলে এই নাটক শ্রোতাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী

আবেগঘন।। দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'খেলা' নাটকের একটি দৃশ্য।

হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় নাটকটি ছিল একক অভিনয়ের 'অথৈ সমুদ্র'। বিশিষ্ট নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের মেয়ে বনানী মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটকটিও মূলত শ্রুতিনাটক। একে মঞ্চনাটকের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই নাটকে অসুস্থ স্বামী হাসপাতালে ভর্তি। সারাদিন বৃষ্টিতে শহর জলে থইথই। যান চলাচল বন্ধ। স্বামীকে দেখতে হাসপাতালে যেতে পারছেন না স্ত্রী। এই অবস্থায় কয়েকবার ফোন বাজে, কিন্তু ভালো করে কথা শোনা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জেরে ঘরেও জল ঢুকে যায়। সাহায্য করার কেউ নেই। এই অবস্থায় অসুস্থ স্বামীর পাশে থাকতে না পারার জ্বালায় অসহায় স্ত্রী হাল ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই বিষয়বস্তুকে নাটকে অসাধারণ অভিনয় দক্ষতায় তুলে ধরেন শিল্পী অলকা চক্রবর্তী। আর তার সঙ্গে নাটকের দুর্যোগপূর্ণ রাতের আবহও যেন একটা চরিত্র হয়ে উঠেছিল। এই আবহ নির্মাণে ছিলেন শিলিগুড়ির নাটকের নীরব নেপথ্য কর্মী রূপক দে সরকার।

এদিনের তৃতীয় তথা শেষ উপস্থাপনা ছিল বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি এবং ভারতে তুলনামূলক সাহিত্য শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ শিশিরকুমার দাশের একাঙ্ক নাটক 'খেলা'। পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়।

অসুস্থ মা কৌশল্যা বিদেশে থাকা ছেলেকে বহুদিন কাছে না পেয়ে বড়ই আকুল। মানসিকভাবে বিধ্বস্তও। দিন-দিন দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। এখন আর চোখেও ভালো দেখেন না। বাবা শশধর এক এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই এজেন্সি তাদের লোককে ছেলে ও বৌমা সাজিয়ে একদিনের জন্য মায়ের কাছে পাঠায়। বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে নকল ছেলে-বৌমা চলে যায়। শশধরের ধারণা ছিল কৌশল্যা কিছু বুঝতে পারেননি। এরপর কৌশল্যা স্বামী শশধরের কাছে জানতে চান, কত টাকা দিয়ে এইরকম খেলা খেলতে হয়? আর এই সংলাপের সঙ্গে কৌশল্যার কান্নায় ভেঙে পড়াটাই এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স। অনবদ্য অভিনয় দক্ষতায় মঞ্চে তা ফুটিয়ে তোলেন যূথিকা নন্দী। অভিনয়ে পরিচালক ছাড়াও অন্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উদয়শংকর ভট্টাচার্য, প্রণব বড়ুয়া, শম্পা ঘোষ, গঙ্গাসাগর পাল, অলকা চক্রবর্তী ও সুমনা কর্মকার। তিনটি নাটকেই বোঝা গেল, নাটক নির্বাচনের কুশলতা আর শিল্পীদের অভিনয় দক্ষতাই দর্পণের বড় সম্বল।

–ছন্দা দে মাহাতো

উত্তাল ৫০

জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখট বলেছিলেন সংগ্রামী মানুষের চেতনার উৎসের কথা। সেই উৎস খুঁজতেই শিলিগুড়িতে সাতের দশকের শেষের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন একদল কলেজ পড়ুয়া।

১৯৭৭ সালের ৭ অগাস্ট তৈরি হয়েছিল নাটকের দল 'উত্তাল'। শিলিগুড়ির নাটকের একটি মাইলস্টোন। বাংলা নাটকের চর্চায় উত্তাল ইতিমধ্যেই একটা উল্লেখযোগ্য নাম। নাটক নিয়ে তাঁরা যেমন মঞ্চে সজীব, তেমনই প্রসেনিয়ামের বাইরে মুক্তমঞ্চে, পথে, অন্তরঙ্গে—সবেতেই সমান সক্রিয়। সম্প্রতি উত্তাল নাট্যগৃহে ঘরোয়া পরিসরে অনাড়ম্বরভাবে ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল 'জেন জেড' প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

নৃত্য, সংগীত, কবিতা পাঠ ও আলাপচারিতায় এদিন জমে উঠেছিল পঞ্চাশের আসর। উপস্থিত ছিলেন উত্তালের তিন প্রজন্মের মানুষরা। কাঞ্চনময় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এদিনের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন ভাবনা হালদার ও ববিতা রায়। গান গেয়ে শোনান জয়তী শীল।

কবিতা পাঠ করেন দুর্গাশ্রী মিত্র। বর্তমান নাট্যচর্চার নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন উত্তালের প্রবীণ প্রজন্মের শ্যাম ভট্টাচার্য, সমীর মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর দাস। পাশাপাশি নবীনদের মধ্য থেকে দিয়া দত্ত ও অপূর্ব সাহার কণ্ঠেও শোনা গেল নাট্যভাবনার নববার্তা। আপাতত পঞ্চাশের উদযাপন ভাবনায় মগ্ন 'উত্তাল'।

–ছন্দা দে মাহাতো

নাটকের ছোঁয়ায়

অঙ্গীকার।। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'চক্রব্যূহ' নাটকের একটি মুহূর্ত।

বিদ্যালয় স্তরে নাট্য সংস্কৃতির প্রসারকে সামনে রেখে কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠী প্রতি বছর আন্তঃবিদ্যালয় অণুনাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১২টি বিদ্যালয়। অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের রচনা ও নির্দেশনায় কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের 'চক্রব্যূহ' সেরার শিরোপা পায়। দ্বিতীয় হয় পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুল। পূর্বাচল দাশগুপ্তের রচনা এবং অনামিকা দেব ও শুভ্রা গুহ পালের নির্দেশনায় তাদের প্রযোজনা 'অসম্ভবের ছন্দেতে'। তৃতীয় নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুলের 'ভালোবাসার রং তুলি'। রচনা ও নির্দেশনায় মাধুরি বরগাঁও। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হন পূর্ব গুড়িয়াহাটির অনামিকা দেব। সদর গভর্নমেন্টের ঋদ্ধিমান দত্ত এবং সিস্টার নিবেদিতার ডালিয়া রায় সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী চন্দ্রিলা কুণ্ডু এবং অবন্তিকা বর্মন। চন্দ্রিলা পূর্ব গুড়িয়াহাটির, অবন্তিকা মহিষবাথান আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। শ্রেষ্ঠ মঞ্চ, আবহ ও রূপসজ্জার পুরস্কার পান যথাক্রমে কোচবিহার উচ্চ বালিকার তানিশা পাল, সদর গভর্নমেন্টের কুণাল রায় এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের মিলি পাল। দিনভর প্রতিযোগিতার শেষে একই মঞ্চে ইন্দ্রায়ুধ আয়োজন করে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। সদস্যদের সমবেত সূচনা সংগীতে ছিলেন সোমা দাস, হৃতচেতা দেব, অর্জয়িতা ঘোষ ও অমিত ঘোষ। যন্ত্রসংগীতে সন্দীপা ঈশোর, তালবাদ্যে দেবাশিস চক্রবর্তী এবং নৃত্যে অনুষ্কা সরকার ও তুলিকা দত্ত। তাই তৈরি হল নাট্যচর্চার নতুন উজ্জ্বল পরিসর। সমগ্র অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

জমজমাট।। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে পরিবেশিত নাটক 'জন্মদিন'-এর একটি পর্ব।

সবুজসঙ্গী রবীন্দ্রনাথ

২২শে শ্রাবণ উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করল প্রায় আড়াই দশকেরও বেশি পুরোনো পত্রিকা সৃজনী ধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচর্চায় উদ্ভিদের ভূমিকা বিষয়টিকে সামনে রেখে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ির গোমস্তপাড়ায় অবস্থিত প্রাক্তন স্কুল সবুজ বিদ্যালয়ের মহড়াকক্ষ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন। উদ্বোধনের দিন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অরণ্য সংরক্ষণের বার্তা দেন পত্রিকার সদস্যরা। কবিগুরুর হলকর্ষণ উৎসবের প্রেক্ষাপট এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ভিদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক তথা প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম মল্লিক ও জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্থসারথি চক্রবর্তী। এবার মূল ভাবনার কেন্দ্রে ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশের উপস্থিতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে পাঠ করা। এটাই ছিল মূল প্রয়াস।

পরবর্তী দিনগুলিতে ছিল সেমিনার। সেমিনারে সংস্থার অন্য সদস্য-সদস্যারাও অংশ নেন। এর পাশাপাশি বেতারশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনে ওডিশি নৃত্যশিল্পী শিবম ঘোষের নৃত্যানুষ্ঠান ছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে কবিতা পাঠ, একাধিক গীতিআলেখ্য ও নৃত্যআলেখ্য পরিবেশিত হয়। জলপাইগুড়ির অনুভব হোমের আবাসিকদের অংশগ্রহণ দর্শকদের মন জয় করে, তাদের নৃত্যআলেখ্য প্রশংসিত হয়। সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক জানান, অরণ্য, বন্যপ্রাণ ও বনসংরক্ষণ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সারা বছর রবীন্দ্রচর্চার পাশাপাশি এ বছর পরিবেশ সংরক্ষণকে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম অংশ হবে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

ছন্দোবদ্ধ।। সম্প্রতি গাজোল কলেজে ছাত্রীদের পরিবেশিত আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান। -পঙ্কজ ঘোষ

সাহিত্যসভা

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের আয়োজনে বইবাগানে কবি ও সাহিত্য মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যসভা। রূপালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতে সভার সূচনা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শিশুকবি অনুভব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ইচ্ছেডানা আবৃত্তি সংস্থার খুদে শিল্পীদের শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তিও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নুরুল ইসলাম, অসীম শর্মা, মিনতি দত্ত মিশ্র, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, নন্দা ঘোষ মুখোপাধ্যায়, মিলি দাস প্রমুখ। প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ নৌশাদ আলি। দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'গল্পের পিছনে গল্প' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা। অংশ নেন উমাদাস ভট্টাচার্য, শুভ্র মৈত্র, উমাশংকর বড়ুয়া ও মৌসুমি ঘোষ দাস। সঞ্চালনায় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার। গল্প পাঠ করেন প্রশান্ত গুহ মজুমদার। সুসঞ্চালনা ও সাহিত্যিকদের পারস্পরিক আলোচনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি মৌ চট্টোপাধ্যায়।

–সৌকর্য সোম

ভূপেন স্মরণ

গানের ভাষায় সাম্য, মানুষের লড়াই, সমানাধিকারের কথা এবং অসমিয়া লোকসংগীতকে পৌঁছে দেওয়া ভারতরত্ন ডঃ ভূপেন হাজারিকাকে শতবর্ষে স্মরণ করল 'আলোর দিশা'। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় বইবাগানে সম্প্রতি আয়োজিত ৩৩তম অধিবেশনে গান ও আলোচনায় উঠে আসে তাঁর জীবন। অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় গান গাওয়া এই শিল্পী কলকাতায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছেন। আর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে অনুষ্ঠানের সূচনা। সংগীতে ছিলেন বৈশালী সেন, মণিশংকর সান্যাল, সুব্রত সোম ও সলিল মুখোপাধ্যায়। 'সুরের প্রতিবাদী স্বর : শতবর্ষে ভূপেন হাজারিকা' শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ সুস্মিতা সোম।

আলোচনায় অংশ নেন সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মজুমদার, ডঃ আইরিন শবনম, ডঃ ইন্দ্রজিৎ পান, ডঃ সলিল মুখোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষিতীশ মাহাতো, রুনা লায়লা, মৃন্ময় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় দাস ও দুলাল ভদ্র। সঞ্চালনায় দুলাল ভদ্র, সভাপতিত্বে প্রশান্ত গুহ মজুমদার।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

কবিতার উড়ান

ডুয়ার্সের শালকুমারহাটের সম্মিলিতা দত্ত বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সম্প্রতি কোচবিহারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উড়ান'। মোড়ক উন্মোচন করেন কবি ও শর্টফিল্ম পরিচালক সমীরণ রায় এবং সমাজকর্মী বিপ্লব রায়। কবিতা পাঠ করে শোনান কবি। সমাদৃতা দত্ত, সমীরণ ও বিপ্লব তাঁর কবিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

–পার্থ নিয়োগী

মঞ্চে জন্মদিন

সমাজের নানা অসংগতি, নারীর প্রতি নির্যাতন এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে পরিবেশিত হল নাটক 'জন্মদিন'। ঋষির পরিচালনায় গত সোমবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। নাটক, নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন শংকর রায়। সঙ্গে ছিলেন দেবারতি ঘোষ, তন্ময় চৌধুরী, অভিষেক ভট্টাচার্য, সায়নী রায় এবং শিশুশিল্পী সৃজন্যা সাহা। এক নারীর জীবনের টানাপোড়েন, পারিবারিক সংকট এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর লড়াই নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রে। সংসার ও সমাজের নানা বাধা পেরিয়ে নিজের অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার প্রয়াস কীভাবে নতুন পথের সন্ধান দেয়, বিভিন্ন দৃশ্যে উঠে এসেছে সেই বাস্তবতা। পাশাপাশি কুসংস্কার ও নারীবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছে বার্তা। অভিনয়, সংলাপ ও মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে শিল্পীরা কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলেন। নাটকটি দর্শকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নারীসম্মান নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেয়। স্থানীয় নাট্যপ্রেমীরাও উপস্থিত ছিলেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি ঘিরে তৈরি হয়েছিল মনোযোগী পরিবেশ, যা দর্শকদের সাড়া ও আগ্রহে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এদিন।

–দীপঙ্কর মিত্র

সানন্দে চার

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের কনফারেন্স রুমে পালিত হল 'ত্রিস্রোতা' সাহিত্য পত্রিকার চতুর্থ জন্মদিন। স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি বলরাম সরকার। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কিংশুক ভৌমিক। শহরের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে বর্ণিল। সম্পাদক সুদীপ সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মতো। অরিজিৎ কুণ্ডুর বাঁশির সুর বিশেষ মাত্রা যোগ করে। সুব্রত দত্ত ও সম্পা দত্ত পরিবেশন করেন দ্বৈত শ্রুতিনাটক। উপস্থিত ছিলেন পরাগ মিত্র, কণিকা দাস, শিপ্রা পাল, রামকৃষ্ণ পাল, কৃষ্ণেন্দু দাস, মিন্টু দেব প্রমুখ। জন্মদিনের কেকও ছিল বাড়তি পাওনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মলয় সরকার।

–সম্পা পাল

সেপ্টেম্বর মাসের বিষয়

চিত্র সংবাদ আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

জীবন যখন সাদা-কালো

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফরম্যাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি : দিলীপ দে সরকার, সায়নী চন্দ, সুমন চক্রবর্তী, অমিতাভ সাহা, অভিজিৎ দাস, ডাঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ
২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

কথার আঙিনায় কবিতার নিবিড় সাধনা

শিলিগুড়ির বাচিক চর্চাকেন্দ্র 'কথা ও কবিতা'-র অষ্টাদশ বর্ষপূর্তিতে দুইদিনের বাচিক উৎসব 'বরিষ ধরা মাঝে' সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জীবন মহারাজের স্তোত্র পাঠ এবং সংস্থার পথ চলার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সভাপতি ডাঃ পার্থপ্রতিম পানের কিছু কথা দিয়ে। প্রথম দিন ছিল কবিতার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ২৩ জন আবৃত্তিশিল্পী এদিন কবিতা পাঠে অংশ নেন। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কানাই চট্টোপাধ্যায় (গয়েরকাটা), শিলাদিত্য রায় (মাথাভাঙ্গা), উৎপল চৌধুরী (ধূপগুড়ি), সোনালি সিং (জলপাইগুড়ি)। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের শিলিগুড়ি শাখার তরফেও ছিল সমবেত আবৃত্তি কোলাজ। অংশ নেন মঞ্জু দে, তানিয়া মল্লিক, কৃষ্ণা কর, নন্দিতা

মুগ্ধতা।। দীনবন্ধু মঞ্চে বাচিক উৎসব 'বরিষ ধরা মাঝে'।

সিনহা ঘোষ ও দেবারতি পোদ্দার।

'কথা ও কবিতা'-র নিজস্ব পরিবেশনা ছিল দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য ও পদ্যের সংকলন 'কবির বর্ষা— আমার বাংলায়, বিরহে, প্রেমে, পূজায়'-এর সমবেত উচ্চারণ পরিবেশিত হয়। নৃত্যে সহযোগিতা করেন সংগিতা চাকী, সহেলি বসু ও অদিতি দাস ঘোষ। আবহসংগীতে সেতার ও এসরাজে ছিলেন দেবপ্রতিম রায় এবং তবলায় সুবীর অধিকারী। এই সমবেত উপস্থাপনাটি দর্শকদের বিশেষভাবে ভালো লাগে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল উত্তরবঙ্গের কবিদের কবিতার আবৃত্তি। পরিবেশন করেন সুকুমার ঘোষ, নবনীতা দে, হৈমন্তী মজুমদার, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম পান ও অরুণময় চক্রবর্তী। উপস্থাপনার গুণে ভালো লেগেছে এই অনুষ্ঠানও। উৎসবে প্রথম দিনের আরেকটি আকর্ষণ ছিল 'কথা ও কবিতা'-র নিজস্ব পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন। এ ছাড়াও এদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও আবৃত্তিশিল্পী উৎপল চৌধুরীকে পুরস্কার ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করে সকলের ভালোবাসা কুড়ান বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ।

দ্বিতীয় দিন সকালে হয় 'প্রমিত উচ্চারণ— অনুশীলন ও অভ্যাস' এবং 'সহজে শিখুন শ্রুতিনাটক' শীর্ষক দুটি কর্মশালা। পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী সুকুমার ঘোষ এবং নাট্যব্যক্তিত্ব অলোক রায় ঘটক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পী ও অনুরাগীরা কর্মশালায় অংশ নেন। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের শ্রুতিনাটক। এতে কলকাতা ও শিলিগুড়ির ১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। শ্রুতিনাটকে বিশেষভাবে নজর কাড়েন অলোক রায় ঘটক এবং সুমিতা দত্ত। 'কাজুরী গাহিয়া চলো' শ্রুতিনাটকে সুমিতার কণ্ঠে রাজবংশী সম্প্রদায়ের 'হুদুম পরব'-এর ছোঁয়া ছিল অকৃত্রিম। দুইদিনের মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন নীহাররঞ্জন দাস, সহযোগিতায় পিনাকী ঘোষ। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জুঁই ভট্টাচার্য। তাঁর উপস্থাপনাও প্রশংসিত হয়। এই বাচিক উৎসবে 'কথা ও কবিতা' প্রমাণ করল তারা কবিতার জগঝম্প নয়, নিবিড় চর্চার উত্তরাধিকার তৈরিতে বিশ্বাসী।

–ছন্দা দে মাহাতো

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সঞ্জুতে আস্থা গম্ভীরের

হার্দিকের বিকল্প ভাবনায় গুরুত্ব নীতীশকে

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : অভিষেক শর্মার সিরিজ। গোটা সিরিজেই বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে নিজেকে প্রমাণ করা সঞ্জু স্যামসনও খুব একটা পিছিয়ে থাকবেন না। প্রথম ম্যাচে রান পাননি। জবাব শেষ দুই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরানে। যার সুবাদে বৈভব সূর্যবংশী বনাম সঞ্জু বিতর্ককে আপাতত ঠান্ডা ঘরে।

সিরিজ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যা কার্যত পরিষ্কার করে দিলেন গৌতম গম্ভীরও। জানিয়েও দিলেন, ধৈর্য ধরতে হবে বৈভবকে। ইংল্যান্ড সফরে সঞ্জুকে 'বাদ' দেওয়া নিয়েও ভুল স্বীকার করে নেন। গম্ভীর বলেছেন, 'ভারতীয় সাজঘরের থাকার জন্য যে প্রতিভা দরকার, তা ওর মধ্যে পুরোদস্তুর রয়েছে। কেউ প্রতিভা ছাড়া বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ার হয় না। সত্যি বলতে, ইংল্যান্ড সফরে ওকে ছেড়ে দেওয়া আমার কোচিং কেরিয়ারে কঠিনতম সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, অতীতে যে সাফল্য পেয়েছে, তারপর ওকে বসানো সহজ ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে বর্তমান ফর্মকেও অস্বীকার করা মুশকিল।'

বৈভবকে ধৈর্যের পরামর্শ টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যারের

ইংল্যান্ড, জিম্বাবোয়েতে বৈভব অগ্রাধিকার পেলেও ফের আস্থা সঞ্জু-অভিষেক জুটিতে। গম্ভীরের যুক্তি, '৩-৪টি ম্যাচে ব্যর্থ মানেই কেউ খারাপ হয়ে যায় না। দলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। লম্বা সময় ধরে যে দাপট দেখিয়েছি আমরা। তাই একটা-দুইটি সিরিজে ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লে রাতারাতি দলও খারাপ হয় না। সবদিক খতিয়ে দেখে বিশ্বকাপের সফল কম্বিনেশনেই ফেরার সিদ্ধান্ত।'

সঞ্জু যে সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখতে কসুর করেননি। ফল, প্রথম একাদশে স্থায়ী জায়গা করে নেওয়ার জন্য বৈভবের অপেক্ষা বাড়ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেও দিলেন, 'বৈভবের ক্ষেত্রে পরিষ্কার অবস্থান আমাদের, ওকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সবাই জানি ও কী ধরনের প্রতিভা। জানি, ব্যাট হাতে কী করতে পারে। কিন্তু গত ২ বছর ধরে যে (সঞ্জু) সাফল্য এনে দিচ্ছে দলকে, সে সবসময় অগ্রাধিকার পাবে। প্রতিটি জায়গার জন্য দলের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। ১৫ হোক বা ৩০ বছর, সবাইকেই অপেক্ষা করতে হবে।'

ব্যক্তি নয়, দলগত পারফরমেন্সেই জোর দিচ্ছেন ভারতীয় দলের হেডস্যার।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার হাতে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর করা ব্যাট তুলে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। শুক্রবার।

বলছিলেন, 'এদিন অভিষেক ১০০ করেছে। সঞ্জু ৫০। আমরা যা নিয়ে কথাও বলছি। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্লে-তে ১০০ রান। আমার কোচিংয়ে আগে যা কখনও হয়নি। অর্থাৎ, আমরা যদি চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাহলে অনেক কিছু সম্ভব। টি২০-তে আমরা এখনও তিনশো করিনি। হয়তো আগামীদিনে সেটাও হবে। সেই প্রতিভা দলে রয়েছে। সাজঘরের আলোচনায় এগুলোই মূলত প্রাধান্য পায়।'

গম্ভীরের পাখির চোখ আগামী বছর ওডিআই বিশ্বকাপ। তবে ভাবাচ্ছে চোটআঘাতের লম্বা তালিকা। বিশেষত, হার্দিক পান্ডিয়া। বিকল্প ভাবনায় তাই গুরুত্ব নীতীশ কুমার রেড্ডিকে। গম্ভীর বলেছেন, 'নীতীশকে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলিয়ে তৈরি রাখতে চাইছি। মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পারে। বোলিং দক্ষতা এই সিরিজে দেখিয়েছে। এরকম প্লেয়ার আমাদের হাতে খুব বেশি নেই। হার্দিক ফিরলে দল উপকৃত হবে। দুইজনকে একসঙ্গেও খেলানো যেতেই পারে। তবে এই মুহূর্তে হার্দিক ১০ ওভার বল করার পরিস্থিতিতে নেই।'

হার্দিককে নিয়ে তাই ধীরে চলো নীতি। গম্ভীরের যুক্তি, আইপিএলের পর থেকে মাঠের বাইরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে না রাখার মূল কারণ সেটাই। চোখ রাখছেন ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে প্রত্যাবর্তনে হার্দিকের পারফরমেন্সের দিকে। গম্ভীর বলেছেন, 'এ দলের হয়ে খেলবে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের আগে প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। 'এ' দলের হয়ে ভালো খেললে আমাদের সাদা বলের ভাবনাতেও চলে আসবে হার্দিক।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিসিসিআইয়ের কর্তারা। শুক্রবার মুম্বইয়ে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

বিসিসিআই এজিএমের সিদ্ধান্ত

আগরকার 'জট' ছাড়াবেন সভাপতি-সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলোচনা হল। দীর্ঘসময় ধরে চলল আলোচনা। কিন্তু চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত সামনে এল না।

বদলে ঘোষণা করে দেওয়া হল জাতীয় নির্বাচক কমিটি ও কমিটির প্রধান অজিত আগরকার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, সচিব সহ বাকি পদাধিকারীরা। নিটফল, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের ভাগ্য আপাতত ঝুলেই রইল। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, চলতি মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হয়তো আগামী সপ্তাহতেই হবে আগরকারের ভাগ্য নির্ধারণ।

মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে শুক্রবার হয়ে গেল বিসিসিআইয়ের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভায় নতুন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দুই সদস্য হিসেবে অরুণ সিং ধুমল ও খইরুল জামাল মজুমদারের নাম চূড়ান্ত হল। ২০২৭ সালে আইপিএলের ২০ বছর। আগামীর আইপিএল দুর্দান্তভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্তও হয়েছে আজ। দেশজুড়ে সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে বয়স ভাঁড়ানো রুখতে আরও কঠোর হওয়ার কথাও আজকের বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৮ সালে শতবর্ষে পা রাখছে বিসিসিআই। এমন নজিরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এক বছর ধরে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের কথাও আজ ঘোষণা করেছে বোর্ড। সবমিলিয়ে মোট দশ দফা সিদ্ধান্ত আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়েছে বিসিসিআই।

কিন্তু তার মধ্যেই আপাতত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগরকারের। তাঁর মেয়াদ কি বাড়বে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অবসর বিতর্কে দগ্ধ হওয়ার পর আগরকারকে নিয়ে বিসিসিআইয়ের অন্দরে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। নানা মহল থেকে ক্রমাগত দাবি করা হচ্ছে, আগরকার 'এক্সটেনশন' পাবেন না। বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের একটা বড় অংশও এবার আগরকারকে সরাতে চাইছেন। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে পার্থিব প্যাটেলের জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের চেয়ারে বসে পড়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া আগরকার ছাড়া বাকি জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়ার হলেন পার্থিব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পার্থিবের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

জবাব পেতে হলে আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মুম্বইয়ে আজ বোর্ডের এজিএমের পর সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, 'আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের নতুন দুই সদস্য হিসেবে অরুণ সিং ধুমল ও খইরুল জামাল মজুমদারের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বোর্ডের পদাধিকারীরা।' সূত্রের খবর, আজকের এজিএমের আসরে আগরকারকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে একমত হতে পারেননি সদস্যরা। সেই কারণেই বোর্ড সচিব, সভাপতি সহ বাকি পদাধিকারীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আগরকারের ভাগ্য নির্ধারণের।

এদিকে, দুবাইয়ে থাকা ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের এশিয়া কাপ জয়ের ট্রফি মুম্বইয়ে বিসিআইয়ের সদর দপ্তরে শীঘ্রই ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া।

অজিত আগরকারের জায়গায় বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক হতে পারেন পার্থিব প্যাটেল।

রাজকোটে ছেলে আর্যবীরের খেলা দেখলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। শুক্রবার।

নজর কাড়লেন শেহবাগ ও দ্রাবিড় পুত্র

রাজকোট, ১৮ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের জার্সিতে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর ও রাহুল দ্রাবিড়-পুত্র আনভয়। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া যুব দলকে একদিনের ম্যাচে ৭ রানে হারাল ভারত। ওই ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ২৬ বলে ২৮ রান করেন আর্যবীর। পাঁচটি চার রয়েছে তাঁর ইনিংসে। অন্যদিকে আনভয় ১৮ বলে ৩৮ রান করেছেন। এদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ ৫০ ওভার থেকে কমে দাঁড়ায় ২০ ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে ১৮২ রান করে ভারত। জবাবে ১৭৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া যুব দল। ছেলে আর্যবীরের খেলা এদিন গ্যালারি থেকে দেখেছেন বাবা বীরেন্দ্র শেহবাগ।

ইতিহাস বাটলারের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : কায়রন পোলার্ডকে সরিয়ে টি২০-তে সর্বাধিক রানের নজির গড়লেন জস বাটলার। একইসঙ্গে গড়লেন প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার টি২০ রানের কীর্তিও। আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট মিলিয়ে ৭৫৪টি ম্যাচে সর্বাধিক ১৪,৯৯৯ রানের রেকর্ড ছিল পোলার্ড। ৫২৮ টি২০ ম্যাচ খেলে পোলার্ডকে টপকে গেলেন ইংরেজ তারকা। ১৪৭.৪৬ স্ট্রাইক রেট। ৩৫.৪৬ ব্যাটিং গড় সহ ৯টি শতরান ও ১০৭টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বাটলার। তালিকায় তৃতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস (৫৩৭টি ম্যাচে ১৪,৫৮১ রান)। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক টি২০ রানের মালিক বিরাট কোহলি রয়েছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে। ৪৩০টি ম্যাচে ১৪,২১৮ রান।

জাদরানকে নিয়ে সেলিব্রেশন শ্রেয়সদের

সিরিজ সেরা হয়ে যুবির গুরুমন্ত্র ফাঁস অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ'।

শুরু থেকে শেষ- বন্ধুত্বের যে বার্তাটা বারেবারে তুলে ধরলেন ভারত, আফগানিস্তান দুই দলের ক্রিকেটাররা। ট্রফি উন্মোচন থেকে স্পেশাল মেমেন্টোর উদ্বোধনে কাঁধে কাঁধ মিলেছিল শ্রেয়স আইয়ার, ইব্রাহিম জাদরানের। সিরিজ শেষে বিজয়ী ট্রফি নিয়ে ভারতের সেলিব্রেশনেও সেই বন্ধুত্বের সহাবস্থান।

ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসনরা তাঁদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে অংশ নিতে ডেকে নেন জাদরানকে। বন্ধুত্বের যে ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি আফগানিস্তান অধিনায়কও। শ্রেয়স-ঈশানের কাঁধে হাত রেখে ভারতের বিজয়োল্লাসে শামিল হন। তৈরি হয় বিশ্ব ক্রিকেটের বিরল এক সম্প্রীতি, মেলবন্ধনের ছবি। যার সামনে ক্রিকেট, ফলাফল নিমিত্ত মাত্র।

বিরল দৃশ্যের আগে বিজয়ী দলের অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি হাতে শ্রেয়সের গলাতেও আফগানিস্তান-ভারত ভ্রাতৃত্বের সুর। তুলে ধরেন ভারতে এসে আফগানিস্তানের সফল সিরিজ আয়োজনের কথাও। একাধিপত্য রেখে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ দখল নিলেও রশিদ খানদের প্রচেষ্টার প্রশংসাও শ্রেয়সের গলায়।

ম্যাচ ও সিরিজ জয়, ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে ভারত অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'টসের আগে জাদরানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও বলছিল আগে বোলিং করতে চায়। আমি চাইছিলাম ব্যাটিং করতে। সেটাই হয়েছে। পূর্ণ দাপট দেখিয়ে স্কোরবোর্ডে ২২১ রান, এককথায় অবিশ্বাস্য।'

জাদরান অপরদিকে কুর্নিশ জানালেন ভারতীয় দলের শক্তিকে। স্বীকার করে নিলেন, ভারতের মতো দলকে হারাতে হলে আরও পেশাদারিত্ব, তাগিদ দেখাতে হবে। নাহলে সাফল্য পাওয়া মুশকিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে আমি হতাশ। পাওয়ার প্লে তুলনায় ভালো হলেও পরপর উইকেট হারাই আমরা। এই নিয়ে ভাবতে হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেতে হলে উন্নতি যেমন দরকার, তেমনই প্রত্যেকের মধ্যে বাড়তি তাগিদও প্রয়োজন।'

টি২০ বিশ্বকাপের পর প্রথম সিরিজ। যা বিপক্ষে গিয়েছে আফগানিস্তানের। তার ওপর ব্যাটে-বলে ভারতের দুর্দান্ত অলরাউন্ড শোয়ে একপেশে সিরিজ। বৃহস্পতিবারের টক্করে ভারতের ২২১ রানের জবাবে ৯৪ রানে গুটিয়ে যাওয়ার হতাশার মধ্যে অক্ষর প্যাটেলকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন জাদরান। তাঁর কথায় অক্ষর আক্রমণে আসতেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। অতীতেও বারবার অক্ষর তার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। এই ম্যাচেও তারই পুনরাবৃত্তি।

মারা যায় না। মাটিতেও বল রাখা জরুরি। যুবরাজের যে পরামর্শে অভিষেকের সংযমী ইনিংসের ফল ৩০ বলে শতরান! সেঞ্চুরির ৯৬ রানই ছিল চার-ছক্কায়!

অভিষেক বলেছেন, 'গত ম্যাচের পর আমাকে মেসেজ করেছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিটি বলেই যেন বিগহিট নেওয়ার জন্য ছটফট না করি। যে বল আমার স্লটে না পাব, অযথা ঝুঁকি না নিয়ে সেগুলিতে যেন খুচরো রান নেওয়ার চেষ্টা করি। আসলে স্যর সবসময় চান, আমি যেন লম্বা ইনিংস খেলি। যখনই ব্যাট হাতে নামি, তা মেনে চলার চেষ্টাও করি। আর জানি, এরকম একটা শুরু যদি দিতে পারি, তাহলে দলের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিতে পারব।'

ট্রফি নেওয়ার সময় আফগান অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানকেও ডেকে নিলেন শ্রেয়স আইয়ার।

ম্যাচজুড়ে অবশ্য অভিষেক শর্মা শো। প্রথম ম্যাচে ৮২ রানের ঝড় দিয়ে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৯-এ ইনিংস থামলেও অন্তিম ম্যাচে ৩০ বলে সেঞ্চুরি। যার সুবাদে ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার। জোড়া পালকের খুশির মাঝে 'গুরু' যুবরাজ সিংয়ের কথা অভিষেকের গলায়। জানালেন বিস্ফোরক শতরানের পিছনে নাকি যুবির গুরুমন্ত্র!

অভিষেকের কথায়, দ্বিতীয় ম্যাচের পর যুবরাজ বলে দেন, প্রতিটি বলেই বিগহিটের জন্য ছটফটানি দরকার নেই। সব বলে ছক্কা

সিরিজ জয়ের পর সমালোচকদের উদ্দেশে অভিষেক বলেছেন, 'আগেও বলেছি, ১-২টি সিরিজ খারাপ গেলেও গত ২ বছর আমরা ধারাবাহিকতা দেখিয়েছি। আর কয়েকটা খারাপ পারফরমেন্স মানেই সবকিছু রাতারাতি খারাপ হয়ে যাওয়া নয়। দলের প্লাস পয়েন্ট আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের পাশে থাকি সবসময়। দলগত সাফল্যের সেটাও বড় কারণ।'

সাম্বা শোয়ে ফাইভ স্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ সেপ্টেম্বর : অভিষেকেই জোড়া গোল করলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ১৭ বছরের স্ট্রাইকার ফ্লয়েড সাম্বা। যার সুবাদে লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে সিটি ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল নরউইচ সিটিকে। পরের রাউন্ডে সিটির প্রতিপক্ষ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারানো ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ২৯ মিনিটের হেডে গোলের দরজা খোলেন ফ্লয়েডই। পরে ৫৪ মিনিটে তিনি দ্বিতীয় গোল করেন। মাঝে স্কোরশিটে নাম তোলেন রায়ান চেরকি এবং অ্যালান ইলিয়াস। ৯০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রায়ান ম্যাকআইদো। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফ্লয়েড বলেছেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না! যদিও এটা সবে শুরু। দারুণ অভিষেক হল। তবে সামনে লম্বা কেরিয়ার পড়ে রয়েছে।' সিটি কোচ এনজো মারেস্কার মন্তব্য, '৩-৪ দিন আগে আমি ফ্লয়েডকে জানিয়েছিলাম নম্বর নাইনে খেলতে হবে। যে জায়গায় আগে কোনওদিন ও খেলেনি। তারপরও এই পারফরমেন্স। আমি খুশি, শুধু গোলের জন্য নয়। সবমিলিয়ে দলের খেলায় আমি সন্তুষ্ট।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোলের পর ফ্লয়েড সাম্বা। বৃহস্পতিবার রাতে।

শতবর্ষ উদযাপনে কমিটি গড়ছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ২০২৮ সালে শতবর্ষে পা দিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেই কথা মাথায় রেখে শুক্রবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, একটি বিশেষ শতবর্ষ কমিটি গড়ার। সেই কমিটি ২০২৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পরবর্তী এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। কখনও দেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার খেলার সময়ই আয়োজন করা হবে কিছু অনুষ্ঠান। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটের মাঝেও হবে চমকপ্রদ কিছু অনুষ্ঠান। বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে আজ এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আজ মুম্বইয়ে এজিএমের শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, '২০২৮ সালে বোর্ডের শতবর্ষ। সেই বছরটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এমন অনুষ্ঠান শুরু হবে। একটি কমিটিও গড়া হবে দ্রুত।'

রোনাল্ডোকে রেখেই স্কোয়াড জেসুসের

লিসবন, ১৮ সেপ্টেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দলে ডাকলেন পর্তুগালের নতুন কোচ জর্জে জেসুস। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবরের মধ্যে উয়েফা নেশনস লিগের জন্য জেসুস ২৫ জনের দল ঘোষণা করেছেন। দলে রয়েছেন রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার পর রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন, এটাই শেষ বিশ্বকাপ। যদিও জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানাননি। সামনের বড় প্রতিযোগিতা ২০২৮ ইউরো কাপ। তখন রোনাল্ডোর বয়স হবে ৪৩। জেসুসের কোচিংয়ে গত মরশুমে রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগ জিতেছিলেন। রোনাল্ডো ছাড়াও দলে জায়গা পেয়েছেন দিয়োগো ডালোট, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, রুবেন ডিয়াস এবং পেড্রো নেটোরা। ২৪ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ ওয়েলস। পরপর দুইটি অ্যাওয়ে ম্যাচ নরওয়ে ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। ৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে রোনাল্ডোরা নামবেন নরওয়ের বিরুদ্ধে।

আল নাসেরের অনুশীলনে খোশমেজাজে পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

পর্তুগালের স্কোয়াড

গোলকিপার : দিয়োগো কোস্তা, রুই সিলভা, স্যামুয়েল সোয়ারেস

ডিফেন্ডার : জোয়াও ক্যান্সেলো, দিয়োগো ডালোট, রুবেন নেভেস, টমাস আরাউহো, রেনাতো ভেইগা, গঞ্জালো ইনাসিও, নুনো মেন্ডেজ, নুনো তাভারেস

মিডফিল্ডার : জোয়াও পালহিনহা রুবেন নেভেস, ভিতিনহা, জোয়াও নেভেস, বার্নার্ডো সিলভা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ

স্ট্রাইকার : ফ্রান্সিসকো কনসেকাও, ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, রাফায়েল লিয়াও, পেড্রো নেটো, জোয়াও ফেলিক্স, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, গঞ্জালো র‍্যামোস ও ফ্যাবিও সিলভা।

পামার, আর্নল্ডকে ফেরালেন টুচেল

লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর : চেলসির অ্যাটাকার কোল পামার এবং রিয়াল মাদ্রিদের রাইট ব্যাক ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে ইংল্যান্ড দলে ডাকলেন কোচ টমাস টুচেল। গত জুন-জুলাইতে শেষ হওয়া বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি এই দুই ফুটবলারদের। তা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল টুচেলের। সামনের উয়েফা নেশনস লিগের ৪টি ম্যাচের জন্য ২৭ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করে টুচেল বলেছেন, 'মরশুমের শুরুটা খুব ভালো হয়েছে ওদের। কোল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল করেছে, অ্যাসিস্ট করেছে। যে কারণে স্কোয়াডে ফিরে এসেছে। ট্রেন্টের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। এটা ওদের জন্য একটা সুযোগ। দলে ফিরে এসে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার।' একইসঙ্গে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, 'ওদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা যে সঠিক, সেটা ওদেরই প্রমাণ করতে হবে।' তবে বিশ্বকাপের মতোই এবারও দলে জায়গা হল না হ্যারি ম্যাকগুয়ের, লিউক শ, ফিল ফোডেনদের।

প্রায় ছয় মাস পর ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে ফিরছেন কোল পামার।

ইংল্যান্ডের স্কোয়াড

গোলকিপার : জর্ডন পিকফোর্ড, জেসন স্টিল, জেমস ট্র্যাফোর্ড

ডিফেন্ডার : ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, জ্যারেড ব্রান্থওয়েট, ট্রেভো চালোবা, মার্ক গুয়েহি, লুইস হল, অজরি কনসা, টিনো লিভ্রামেন্টো, নিকো ও'রেইলি, জ্যারেল কোয়ানশা

মিডফিল্ডার : এলিয়ট অ্যান্ডারসন, জুডে বেলিংহাম, মাইলস লুইস-স্কেলি, কোবি মাইনো, কোল পামার, ডেকলান রাইস, অ্যালেক্স স্কট

স্ট্রাইকার : হ্যারি কেন, ডমিনিক কার্লভার্ট-লুইন, এবেরেচি এজে, অ্যান্থনি গর্ডন, রিও এনগুমোহা, মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, মরগ্যান রজার্স ও বুকায়ো সাকা।

টেকবল থেকে প্রথম পদক জয়ের সুযোগ ভারতের

ইতিহাসের সামনে কুইমসি

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : টেকবল। নামটার সঙ্গে ভারতীয় ক্রীড়ামহল এখনও পরিচিত হয়নি। এশিয়ান গেমসে এবারই প্রথম এই খেলাটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এই টেকবলেই ইতিহাসের সামনে ভারতের কুইমসি ডি'সুজা। টেকবল থেকেই এশিয়াডে প্রথমবার পদক আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারতেরও। মহিলাদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠে পদক থেকে এক ম্যাচ দূরে ২৪ বছরের কুইমসি।

শনিবার এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনে ভারতের হয়ে পতাকা বইবেন অলিম্পিকে দুইবারের পদকজয়ী মনু ভাকের ও শটপাট খেলোয়াড় তাজিন্দার পাল সিং তুর। তারকা শুটার মনু এবারের এশিয়াডে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে নামবেন। সেখানে ৩০ বছরের তাজিন্দারের লক্ষ্য থাকবে এশিয়াডে টানা তৃতীয়বার সোনার পদক গলায় ঝোলানো। এবারের এশিয়াডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই শুক্রবার শিরোনামে চলে এসেছেন মুম্বইয়ের কুইমসি।

এদিন সকাল সকাল কুইমসি প্রথম ম্যাচে শীর্ষবাছাই জাপানের ইউয়িনা সাকামোতোকে ২-১ সেটে হারিয়ে চমকে দেন। প্রথম সেট ১২-১০ পয়েন্টে হারলেও দ্বিতীয়টি ১২-১১ পয়েন্টে জিতে কুইমসি ম্যাচ ডিসাইডারে নিয়ে যান। তৃতীয় সেটেও ভারতীয় কন্যা নার্ভ ধরে রেখে ১৩-১১ পয়েন্টে ম্যাচ বার করে নেন। শীর্ষবাছাইকে হারানোর আত্মবিশ্বাস দ্বিতীয় ম্যাচেও কুইমসির খেলায় দেখা গিয়েছে। যেখানে তিনি ইন্দোনেশিয়ার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক মনু, তাজিন্দার

কোয়েমইয়ান ডিওয়াইকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন। প্রথম গেম ১২-৯ পয়েন্টে জেতার পর দ্বিতীয়টি ১১৭-৭ পয়েন্টে জিততে বিশেষ অসুবিধা হয়নি কুইমসির। জোড়া ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হওয়ায় কুইমসি কোয়ার্টার ফাইনালে বাই পেয়ে যান। যা তাঁকে সেমিফাইনালে ডাইরেক্ট এন্ট্রি দিয়ে দিয়েছে। শনিবার শেষ চারে কুইমসির প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার ইমা সুমাইয়া। সেখানে হারলেও

মিক্সড ডাবলসে রেপেচেজ রাউন্ডে জয়ের পর কুইমসি ডি'সুজা ও মহম্মদ আনাস ইমরান বেগ।

ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে নামার সুযোগ থাকবে কুইমসির।

শুধু মহিলাদের সিঙ্গলসেই নয়, মহম্মদ আনাস ইমরান বেগকে নিয়ে কুইমসি মিক্সড ডাবলসেও পদক জয়ের দৌড়ে আছেন। এদিন কুইমসি-আনাস কোয়ার্টার ফাইনালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ০-২ সেটে হেরে যান। কিন্তু রেপেচেজ রাউন্ডে তারা ফিলিপিন্সকে ২-০ সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এশিয়াডে সাড়া ফেলে দিলেও কুইমসি আদতে ছিলেন ফুটবলার। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে মহারাষ্ট্র রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। কিন্তু ২০২২ সালে ফুটবল ছেড়ে টেকবল বেছে নেন। তারপর আর পিছনো তাকাননি টেকবলে সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কুইমসি। চলতি বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নবম স্থানে শেষ করলেও কুইমসির হাত ধরে এশিয়াডে প্রথমবার টেকবল থেকে পদকের স্বপ্নে বিভোর আসমুদ্র হিমাচল।

টানা তৃতীয়বার সোনা জয়ের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন তাজিন্দার পাল সিং তুর।

রিচা ঘোষকে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে ফিরছেন শেফালি ভার্মা। শুক্রবার।

শেষ চারে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ

নজির গড়ে সেমিতে ভারত

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : ৯০ বল বাকি থাকতে জাপানের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। ভারতের মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে টি২০ ফরম্যাটে রান তাড়া করতে নেমে দ্রুততম ম্যাচ জয়ের নজির গড়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে উঠলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত। নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি-শেফালি ভার্মাদের স্পিনের মায়াজালে ১৯.৫ ওভারের মধ্যে মাত্র ৫৭ রানেই গুটিয়ে যায় জাপান। ওপেনার আয়াকা কাটো স্ট্যাফোর্ড সর্বাধিক ২৫ রান করেন। শ্রী চরণি ১০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শেফালি ভার্মা পান ২ উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রান তুলে নেয়। ওপেনার শেফালি ১৫ বলে ৪০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ব্যাট হাতে ব্যর্থ গুণালান কমলিনী (০) ও ভারতী ফুলমালি (৬)। রিচা ঘোষ ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকেন।

ভারত এর আগে টি২০ ফরম্যাটে দ্রুততম জয় পেয়েছিল ২০২২ সালে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেবার ৮৪ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরেছিল তারা। সেই রেকর্ড এদিন ভাঙলেন হরমনপ্রীতরা। শেষ চারে অবশ্য তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

এশিয়াডে অব্যবস্থা, ভোগান্তি প্রণতিদের

পুরুষ কোচের সঙ্গে থাকার ঘর বরাদ্দ

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস আয়োজন নিয়ে শুরু থেকেই উৎকণ্ঠা ছিল। সেটা যে খুব অমূলক ছিল না, তা প্রমাণ হয়ে গেল প্রথম দিনেই। চরম ভোগান্তির শিকার বাঙালি জিমনাস্ট প্রণতি নায়েক সহ ভারতের একাধিক ক্রীড়াবিদ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাগোয়া পৌঁছান প্রণতি ও তাঁর কোচ অশোক মিশ্র। সেখানে একটি ক্রুজকে গেমস ভিলেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই ক্রুজে পা রাখার পর প্রণতি জানতে পারেন তাঁর এবং কোচ অশোক মিশ্রর থাকার জন্য একটি মাত্র ঘর বরাদ্দ রয়েছে। একজন মহিলা অ্যাথলিট ও তাঁর পুরুষ কোচের একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা গেমসের নিয়মবিরুদ্ধ। তৎক্ষণাৎ প্রণতিরা আয়োজকদের কাছে আপত্তির কথা

কোচ অশোক মিশ্রর সঙ্গে প্রণতি নায়েক।

জানালেও কেউ কর্ণপাত করেনি। শেষপর্যন্ত রাতের দিকে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অন্য হোটেলে কোচ অশোকের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। সব সমস্যা মিটিয়ে তিনি যখন ঘরের চাবি হাতে পান ঘড়ির কাঁটায় স্থানীয় সময় তখন রাত ২টা।

এই ঘটনার পর ভারতের 'শেফ দ্য মিশন' সহদেব যাদব জানিয়েছেন, আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস আয়োজনে বড় খামতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এখানে পৌঁছানোর পরেই আমাদের জানানো হয় যে বরাদ্দ ঘরের সংখ্যা কমানো হয়েছে। ফলে আমাদের দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এমন নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা আগে দেখিনি।' এই অব্যবস্থার ছবিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললে ভুল হবে। এর আগে ভারতীয় শুটিং দলকে ঘর না পেয়ে গোটা একটা রাত হোটেলের লবিতে কাটাতে হয়েছিল। দুর্ভোগের মুখে পড়েছিল কাবাডি দলও। শুধু ভারত নয়, রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে অংশগ্রহণকারী একাধিক দেশ।

শুক্রবার ভারত, উত্তর কোরিয়া, প্যালেস্তাইন সহ একাধিক দেশের যৌথ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিল ও আয়োজক কমিটির সমন্বয়হীনতার জেরে ২০ মিনিট দেরিতে তা শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শেষ হয় ওই অনুষ্ঠান। হকি ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচ শুরুর আগে প্রথা অনুযায়ী উভয় দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। তবে এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার বদলে প্রথমে উত্তর কোরিয়ার জাতীয় সংগীত বাজানো হয়েছিল। ভুল শুধরে পরে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এই ঘটনার পর আয়োজকরা লিখিতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও দক্ষিণ কোরিয়ার এক প্রতিনিধি আইচি-নাগোয়া গেমসের আয়োজনকে 'নিকৃষ্টতম' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শাপমুক্তির লড়াই মহমেডানেরও

আজ বাগানের বাজি ছাঙ্গতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শাপমুক্তির ম্যাচ!

গোলপার্থক্যে আইএসএল খেতাব হাতছাড়া। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে লজ্জার হার। সাম্প্রতিক সময় বারবার তিরে এসে তরী ডুবেছে সবুজ-মেরুনের। ব্যর্থতার কানাগলি থেকে বেরোতে তাই কলকতা ফুটবল লিগকেই বেছে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট। শনিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারাতে পারলেই দীর্ঘ আট বছর পর আবার ঘরোয়া লিগের স্বাদ পাবে সবুজ-মেরুন। সব দিক বিবেচনা করে দেখলে এই ম্যাচটাকে মোহনবাগানের জন্য শাপমুক্তির ম্যাচ বলাই যায়। এই কথাটা আরও বেশি করে প্রযোজ্য মহমেডানের ক্ষেত্রে।

গত দুই বছর অন্ধকারে ডুবেছিল সাদা-কালো শিবির। একের পর এক বিতর্ক, নির্বাসন। এমনকি গত মরশুমে একটা সময় ঘরোয়া লিগেও অবনমনের ভ্রুকুটি চেপে বসেছিল মহমেডানের ওপর। সেই পরিস্থিতি থেকে এবার খেতাব জয়ের হাতছানি। শক্তির বিচারে মোহনবাগান কয়েক যোজন এগিয়ে। তারপরও

মহমেডান ম্যাচের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

অসম্ভবকে জয় করার স্বপ্ন দেখছেন ইসরাফিল দেওয়ান, লালরেমসাঙ্গারা। বড় ম্যাচের আগে ইসরাফিল জানালেন, 'মোহনবাগান নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে প্রমাণ করার লড়াই। চোখে চোখ রেখে লড়ব। জয় ছাড়া আর কিছু ভাবছি না।'

মোহনবাগান অবশ্য প্রতিপক্ষকে একেবারেই খাটো করে দেখতে নারাজ। আপুইয়া, অভিষেক সিং টেকচাম, মেহতাব সিংরা জাতীয় শিবিরে চলে গেলেও শনিবার মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা দলই মাঠে নামাচ্ছে সবুজ-মেরুন। এই ম্যাচে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের খেলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। লিস্টন কোলাসো এখনও পুরোপুরি ফিট নন। তাই অনভ্যস্ত পজিশন বাঁ প্রান্তে দেখা যেতে পারে ছাঙ্গতেকে। যদিও প্রয়োজনে প্রান্ত বদল করে খেলবেন। অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। কাজেই বলা যায়, মহমেডান ম্যাচে মোহনবাগানের বাজি তিনিই। এছাড়া গোলে দ্বীপ্রভাত ঘোষ, চার ডিফেন্ডার যথারীতি রাজ বাসফোর, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু ও রবিলাল মান্ডি। মাঝমাঠে দীপক টাংরির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন সন্দীপ মালিক। ডান প্রান্তে কিয়ান নাসিরি। আক্রমণে জোড়া ফলা সাহাল আব্দুল সামাদ ও মনবীর সিং।

লিগের অঙ্কে একটু হলেও সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে মোহনবাগান। ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন তারা। ড্র করলেও সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবানীপুর এফসি-কে হারতে হবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে। আবার ইস্টবেঙ্গল বা ইউনাইটেড চার গোলের বেশি ব্যবধানে জিতলে চলবে না। সেখানে সাদা-কালো শিবিরের সামনে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলেছেন, 'আমি এবারই প্রথম কলকাতা লিগে খেলছি। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে ফাইনাল। আট বছর পর ক্লাবে ট্রফি আনতে চাই। তবে তা অন্য কোনও দলের ওপর ভরসা করে নয়। নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবছে না ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : অঙ্কের বিচারে এখনও কলকাতা লিগ জয়ের দৌড়ে ভেসে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

লিগ জিততে গেলে শেষ ম্যাচ কমপক্ষে পাঁচ গোলে জেতার পাশাপাশি অন্য দলগুলির রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের এই জটিল অঙ্ক মাথায় রাখছে না তারা। শেষ ম্যাচ জিতেই লিগ শেষ করতে চায় লাল-হলুদ শিবির। কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাস বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হওয়া নিয়ে ভাবছি না। জিতে লিগটা শেষ করাই লক্ষ্য।'

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের পর অবশ্য অর্চিস্মান জানিয়েছিলেন, লিগ জয়ের অঙ্ক তারা মাথায় রাখছেন। কিন্তু পরেরদিন ভবানীপুর এফসি জিতে যাওয়ায় খেতাব জয়ের সমীকরণ বদলেছে। ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছে আরও। তাই এখন জেতা ছাড়া কিছুই ভাবতে চাইছেন না লাল-হলুদ শিবির।

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
স্থান : বারাসত স্টেডিয়াম

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম কোল ইন্ডিয়া
স্থান : কলকাতা
সময় : দুপুর ৩টা
সম্প্রচার : নম্বর১০ স্পোর্টস অ্যাপ

গ্রুপ পর্বে দুরন্ত খেলেও সুপার সিক্সে প্রথম দুইটি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার আক্ষেপ করতে হচ্ছে তাদের।

দুর্বল কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবলই হাতিয়ার ইস্টবেঙ্গলের। চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন বিক্রম প্রধান। গোলে গৌরব সাউ খেলবেন। রক্ষণে চার ডিফেন্ডার হতে পারেন জয় বাজ, মনোতোষ চাকলাদার, সোনম সেওয়াং ও বিক্রম। মাঝমাঠে তন্ময়ের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন অনন্থু এনএস। দুই প্রান্তে আকাশ হেমরম ও বিজয় মুর্মু নিশ্চিত। আপফ্রন্টে দেবদথ এসের সঙ্গে ডার্বির নায়ক মহম্মদ বিলাল খেলবেন।

লিগ জয়ের সমীকরণের ক্ষেত্রে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডানের পরে ভবানীপুর সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। দুই প্রধান পয়েন্ট নষ্ট করলে আর ইউনাইটেডকে হারাতে পারলে স্বাধীনতার পর তিন প্রধানের বাইরে তৃতীয় দল হিসেবে খেতাব জিতবে তারা। তবে গতবারের রানার্স ইউনাইটেডও খেতাবের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অঙ্কটা আবার লাল-হলুদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু ভবানীপুর ও ইউনাইটেড দুইটি দলের লক্ষ্যেই ম্যাচটা জেতা। খেতাবি অঙ্ক তারাও মাথায় রাখতে চায় না।

ভবানীপুরের কোচ রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমি কোনও অঙ্ক মাথায় রাখতে চাই না। ম্যাচটা জিততে পারলে অন্তত পক্ষে রানার্স হওয়াটা নিশ্চিত হবে। জয়টাই আমার কাছে আসল। বাকিটা দেখা যাবে।' তবে গ্রুপ পর্বে প্রাপ্ত পয়েন্ট সুপার সিক্সে যোগ না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভবানীপুর কোচ। ইউনাইটেড কোচ লালকমল ভৌমিকের বক্তব্য, 'আমার একটাই লক্ষ্য জিতে লিগটা শেষ করা।' তবে শেষ ম্যাচে চোটের জন্য গোলকিপার সৌরভ সামন্তকে পাচ্ছে না ইউনাইটেড।

কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রধান ভরসা আকাশ হেমরম।

উত্তরের খেলা

বড় জয় আচমকার

মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবলে শুক্রবার মাদারিহাট আচমকা ক্লাব ৪-০ গোলে দাংস্রাং ক্লাবকে হারিয়েছে। মাদারিহাট হাইস্কুল ফুটবল মাঠে গোল করেন লরেন্স টোপনো, কৌশিক মুন্ডা, জয়জিৎ রায় ও ম্যাচের সেরা ম্যাচের সেরা বিট্টু রায়। শনিবার সুপার লিগে খেলবে ফালাকাটা টাউন ক্লাব ও বীরপাড়া জুবিলি ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে বিট্টু রায়। ছবি : নীহাররঞ্জন ঘোষ

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন জগাই রায়। ছবি : অমিতকুমার রায়

ফাইনালে আর্মড পুলিশ

হলদিবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শান্তিনগর ইউনিক ক্লাবের ৮ দলীয় জয়চাঁদলাল লাহোটি, ভগবান লাহোটি ও কিষান লাহোটি ট্রফি ডায়মন্ড কাপ ফুটবলে ফাইনালে উঠল নর্থ বেঙ্গল আর্মড পুলিশ। বুধবার ফাইনাল। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পুলিশ ২-১ গোলে রাইমোনা ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। পুলিশের জগাই রায় ও জনসন সুরিন গোল করেন। ফ্রেন্ডসের গোলস্কোরার জেমই বর্মা। ম্যাচের সেরা জগাই।

জিতল পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘ

হলদিবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ৬ দলীয় ছত্রধর বসুনিয়া চ্যাম্পিয়ন ও বাণী বসুনিয়া বসুনিয়া ট্রফি ফুটবলে শুক্রবার আয়োজকরা ২-১ গোলে উত্তর পাঠানপাড়াকে হারিয়েছে। গোল করেন বিক্রম মালপাহাড়ি ও দীপ মুর্মু। উত্তর পাঠানপাড়ার গোলস্কোরার রাসেল মহম্মদ। শনিবার খেলবে ফিরিঙ্গিরডাঙ্গা প্রীতি সংঘ ও কাশিয়াবাড়ি জেএসকে সেভেন স্টার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন দিদারগঞ্জ-এর এক বাসিন্দা

উত্তর প্রদেশ, দিদারগঞ্জ - এর একজন

বাসিন্দা আরতি তিওয়ারি - কে 02.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45J 42612 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থা উন্নত করেছে। এটি আমার জীবনের পরম সুখ ছিল যা শব্দ বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সারাজীবনের জন্য গভীরভাবে ঋণী থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী কাঁকরভিটা

বীরপাড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : জুবিলি ক্লাবের এমপি গোল্ড কাপ ফুটবলে শুক্রবার নেপালের কাঁকরভিটা যুব ক্লাব সাডেন ডেথে ১০-১১ গোলে জিতেছে আলিপুরদুয়ারের গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ম্যাচের সেরা কাঁকরভিটার গোলকিপার দেওয়ান ভুজেলকে ট্রফি এবং চেক তুলে দেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। রবিবার খেলবে ব্রাদার্স একাদশ এবং মালদা আদিবাসী ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে দেওয়ান ভুজেল। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

ট্রফি নিয়ে উল্লাস সুভাষপল্লি ইউনিটের। ছবি : ভাস্কর শর্মা

চ্যাম্পিয়ন সুভাষপল্লি ইউনিট

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে ফালাকাটা ভেনুতে চ্যাম্পিয়ন হল সুভাষপল্লি ইউনিট। শুক্রবার তারা ২-০ গোলে সুভাষ কলোনি স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। গোল করেন বিশু ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা রাহুল ওরাওঁ। প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুভাষপল্লি আগামী মরশুমে সুপার ডিভিশন লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

৫ গোল মোহিতনগরের

শালকুমারহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রধানপাড়ার স্পেশাল মডার্ন পিরিয়ড ক্লাবের মহিলা ফুটবলে শুক্রবার জলপাইগুড়ির মোহিতনগর জিএফএ ৫-০ গোলে ভক্ত ফার্মেসি উইমেন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। বোলেবম কমিটির মাঠে ইতিমা রায় ও ম্যাচের সেরা স্বপ্না রায় গোল করেন। মোহিতনগরের অন্য গোলটি অর্পিতা রায়ের। রবিবার খেলবে কলকাতার গয়েশপুর জিএফএ ও হলদিবাড়ির দেশবন্ধু জিএফএ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে স্বপ্না রায়। ছবি : সুভাষ বর্মন